Speech on East India Bill

অনুবাদঃ খন্দকার মেহবুব আলম

মূল প্রবন্ধ

মি. স্পিকার,

আমার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ধন্যবাদ। বিতর্কের শুরুতেই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়াস পেয়েছিলাম। আমি বিরামহীনভাবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ, কার্যত, অকার্যকরভাবে প্রাথমিক তদন্তে নিয়োজিত ছিলাম। কতকগুলো বিষয় যা স্বাভাবিক এবং অনিবার্যভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো আমি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেছি এবং সেগুলোর দোষগুণ তুলে ধরে আপনাদের বিব্রত করার চেষ্টা করিনি। আমাদের কার্যবিবরণীতে ওই বিষয়গুলো খুব কমই এসেছে। কিন্তু আজ যদি নীরব থাকি তবে সেজন্য আবার কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের তদন্তগুলো শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। আজ আমাদের নির্ধারণ করতে হবে বিগত তিন বছরের নিরলস সংসদীয় গবেষণা, ভারতীয়দের কুড়ি বছরের কষ্ট প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রাচ্যের শাসনে পর্যাপ্ত সংস্কার হবে কি না। কিংবা অত্র বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সংস্কার পরিকল্পনা মন্থর করে দেবে কি না। মানবতা, ন্যায়বিচার, সততার দাবি উপেক্ষা করে আমাদের তদন্তকে একটি প্রতারণায় পরিণত করব কি না। তা করলে আমাদের সম্মান অমলিন থাকতে পারে না। বিষয়টি সকল বৃটেনবাসীর জন্য মারাত্মক কলংক কিংবা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। আমাদেরকে সকলেই লক্ষ রাখছে এবং সমস্ত পৃথিবী আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করছে।

সংসদের একদিকে যে মনমানসিকতা নিয়ে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে সেজন্য আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন। বিলের বিরোধিতাকারীরা অত্যধিক এবং তীব্র বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু বিলের সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারে তারা নির্বিকার তাদের মধ্যে কেউ কেউ (মহড়ার মতো মনে হয়েছে আমার কাছে) বিষয়টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি আইন কিংবা সমিতিতে ভোটাধিকার আইনের মতো আলোচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ বিষয়টি আদালতের তুচ্ছ ব্যাপারের মতো আলোচনা করে কোনো পক্ষকে বড় কিংবা ছোট করতে চেয়েছেন। শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চেয়েছেন সম্মিলিত দলের সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে, আমেরিকা হারানোর উদ্ধৃতি দিয়ে এবং মন্ত্রীদের সফলতা-বিফলতার কথা বলে। ভারতের স্বার্থ ও কল্যাণের ব্যাপারে তাদের নীরবতা, ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজস্বের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা পরিষ্কার করে।

আমার কাছে কষ্ট লেগেছে এজন্য যে, এই মূল্যবান বিতর্কের মধ্যে তারা কো-ওয়ারেন্টো, মান্ডামাস এবং সারসিওরি[১] প্রভৃতি রিট এনে চুকিয়েছেন যেন আমরা, মেয়র এবং অল্‌ভাম্যানের বিরোধ কিংবা ভোটাধিকার কিংবা পেনরাইন, সালটাস, সেন্ট আইভ, মেন্ট মজের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বিচার করতে বসেছি। ভদ্রমহোদয়রা এমন উত্তপ্ততা এবং আবেগ নিয়ে বিতর্ক করেছেন যে, মনে হল পৃথিবীর আদিম কোনো বস্তু বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং বিতর্কটি যেন একটি নিম্নস্তরের মামলা। সাম্রাজ্যের নিয়মকানুন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মান নামিয়ে আনা কোনোক্রমেই আমাদের জন্য সমীচীন নয়, যথার্থ নয়।

যখনই এই ধরনের অসাধারণ দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে, কখনই ভাবিনি (কিছু ভদ্রলোক যা করতে আগ্রহী) বিষয়টি রাষ্ট্রের কোনো সচিব যেমন স্বরাষ্ট্র[২] পররাষ্ট্র[৩] কিংবা কোনো প্রভাবশালী মন্ত্রী কিংবা কোনো জনপ্রিয় মন্ত্রী কিংবা জ্যাকব অথবা এছাও-এর নিকট থেকে এসেছে কি না। আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি একজন সংসদ সদস্যের জন্য উপযুক্ত কী। যদি একজন মাঝারি গোছের প্রতিভা তার ঐকান্তিক পরিশ্রম, দীর্ঘদিনের গবেষণা এবং ভারত-সম্পর্কীয় সমস্যার গভীরে অন্তরীণ থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করেন, সেই সাথে রাষ্ট্রের ও পূর্বাঞ্চলীয় ভালো শাসনের জন্য অনুমোদন থাকে, তখন একজন সংসদ সদস্যের কী দায়িত্ব দাঁড়ায় সেই সম্পর্কে আমার মনোভাব প্রকাশে আপনাদের কিঞ্চিৎ কষ্ট দেব।

এটা শুধু সর্বসম্মতই নয়, বরং ভদ্রমহোদয় এবং তার সহকর্মীরা দাবি করেছেন যে, এমন পদ্ধতি হবে যা শুধু আধা-আধি সুবিধা নয়, প্রশাসন নয়, বরং আইনগত সিদ্ধান্ত, যা সুদৃঢ় বাস্তব এবং যথাযথ। আমি মনে করি, বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি যাতে সন্দেহ না করতে পারে, ভারতশাসন সংস্কারের কিছু শর্ত বাদ আছে, তা যদি থাকে তবে তা হবে প্রতারণামূলক। এ ব্যাপারে কোনো মাঝামাঝি অবস্থা কিংবা ক্ষতিকারক কোনো শর্ত মেনে নেওয়া যাবে না।

প্রতিপক্ষগণ যে প্রস্তাব পেশ করেছেন উত্থাপক তার সাথে একমত হয়েছেন। এ ব্যাপারে তার নিজের মতামত রেখেছেন। অন্যদিকে পরিকল্পনার দক্ষতা বলিষ্ঠতা এবং পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদই গ্রহণ করা হয়নি। এটা স্বীকৃত এবং নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সংসদের উভয় কক্ষের দাবিকে মেটানো আবশ্যক। প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য পূরণই হবে মূল উদ্দেশ্য।

প্রত্যক্ষ না হলেও কিছু পরোক্ষ অভিযোগ এসেছে। এই সংস্কারের ফলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাবে। এতে সংবিধানে বিভাগগুলোর সাংবিধানিক অধিকার সমুন্নত হবে। আইন বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাপ্রাপ্ত হবে। এরই ফলে নানা অভিযোগ এসেছে। এই অভিযোগগুলোর উত্তর দেওয়ার আগে আমি ক্ষমা চেয়ে বলতে চাই যে, যদি আমরা ভারতশাসনের ভালো উপায় উদ্ভাবন না করি তবে তা গ্রেট বৃটেন শাসনেও অমঙ্গল ডেকে আনবে। তাদের দ্রুত বিচ্ছেদ ডেকে আনবে। স্বার্থের এমন কোনো অসঙ্গতি সংবিধানে নাই। আমি নিশ্চিত যে ভারতকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে নিকৃষ্ট দুর্নীতি থেকে রক্ষা করার নামান্তর। এটা দেখানোর জন্য আমি অভিযোগগুলো তুলে ধরব যা আমার মতে চারটি।

প্রথমত, বিলটি হচ্ছে রাজকীয় সনদপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ।

দ্বিতীয়ত, সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি করে।

তৃতীয়ত, এতে সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি করে না, বরং কিছু মন্ত্রী এবং তাদের দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

চতুর্থত, জাতির সম্মান ক্ষুণ্ন করে।

প্রথম অভিযোগের ব্যাপারে আমি বলব, শব্দগুচ্ছ রাজকীয় সনদপ্রাপ্ত[৫] কথাটি কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং বর্তমান আলোচনায় সনদপ্রদত্ত সুবিধাবাদীদের নিয়ে আলোচনা অস্বাভাবিক। ওই দ্ব্যর্থতাবোধক বক্তব্য দিয়ে কী বোঝানো হয় তা বের করা খুব কঠিন নয়।

মানুষের অধিকার অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক অধিকার একটি পবিত্র জিনিস। সেই অধিকার কোনোভাবে খর্ব করতে গেলে প্রতিবাদ হয় মারাত্মক। যদি কোনো সনদের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করানো না হয়, যদি এই স্বাভাবিক অধিকারগুলো প্রকাশ্য চুক্তি দ্বারা সন্নিবেশিত হয়, যদি এগুলো প্রতারণামুক্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লিখিত সনদ হয়, তবে তা হবে শুভ ফলদায়ক। তাতে শুধু বিষয়টির পবিত্রতা সংরক্ষিত হয় না বরং বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে গণআস্থা বৃদ্ধি পায়। এই বিধানসম্মত মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি কখনো বিভ্রান্ত হয় না বরং দেশ ও সমাজের মৌলিক রীতিগুলো যথাযথ সংরক্ষিত হয়। এই সনদগুলোকে উল্লেখ করি মহান হিসেবে, যা জনগণের সনদে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি রাজা জন[৬], রাজা তৃতীয় হেনরি[৭]-এর সনদকে এই ধরনের সনদ মনে করি। এই সনদগুলোর অর্জন যা প্রতারণামূলক, দ্ব্যর্থতা পরিহার করে বলা যায় তা মানুষের সনদপ্রদত্ত অধিকার।

এই সনদগুলো প্রতিটি ইংরেজের কাছে প্রিয় নাম। কিন্তু স্যার, এমন সনদ আছে, যা এই সনদের থেকে পৃথকই নয়, বরং মূল সূত্র ও বিখ্যাত সনদগুলোর সূত্র থেকে পৃথক। এমন একটি সনদ হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

মহা সনদ হচ্ছে এমন সনদ যা ক্ষমতা প্রতিহত করে একচেটিয়া ধ্বংস করে। ইস্ট ইন্ডিয়া সনদ একচেটিয়াকে প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতাকে বহাল করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা আর একচেটিয়া ব্যবসা মানুষের অধিকার নয় এবং এগুলোকে সনদপ্রাপ্ত অধিকার বলা হলে তা হবে বিভ্রান্তিকর এবং কূটতর্ক। এই

ধরনের সনদপ্রাপ্ত অধিকার মানুষের অধিকার সাধারণভাবে বঞ্চিত করে। এই কাঠামোতে মানুষের অধিকার ভঙ্গ করে।

এই সনদ হচ্ছে পরবর্তী ধরনের সনদ (ক্ষমতা এবং একচেটিয়া সনদ), যা এই বিল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্যার, প্রশ্নাতীতভাবে এই বিল এটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই বিল সনদের কোন অধিকারকে স্পর্শ করবে এবং সেই ধরনের অধিকার স্পষ্টত পুরোপুরিই আছে। এগুলো নিশ্চিতভাবে কোম্পানির বিষয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে সংসদের সীলমোহর টাকার জন্য। টাকা সঠিকভাবে পাওয়ার জন্য, বারবার মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়ার জন্যই তারা এগুলো রেখেছে।

আমার ধারণা অনুযায়ী, আমি অকপটে স্বীকার করছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাবি হচ্ছে অর্ধ গোলার্ধ থেকে তাদের নিজ দেশবাসীকে বঞ্চিত করা। তাদের দাবি হচ্ছে বার্ষিক সাত মিলিয়ন স্টারলিং পরিমাণ রাজস্ব পরিচালনা করা, ষাট হাজার সেনা সদস্য নিয়ে বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করা। নিজ দেশের তিরিশ মিলিয়ন লোকের জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা। বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে বলা যায়, এগুলো তারা ভোগ করছে সনদ এবং সংসদের আইনেই।

আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, যারা কোম্পানির অধিকার এবং দাবিকে সংরক্ষণ করছেন তারা এর চেয়ে বেশি কিছুর জন্য বিবাদ করছেন না। এ সবকিছু ধরে নিয়েও আমাকে তাদের আশ্বস্ত করতে হবে, যাদের ওপর তারা ক্ষমতা খাটাচ্ছে, যাদের বঞ্চিত করে সুযোগ নিচ্ছে, মানবজাতির সাম্য বিনষ্ট করছে, কৃত্রিমতার আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে।

এটা যদি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সত্য হয়, তবে তা আদি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে পারে না। তা সেই অধিকার অথবা সুবিধা অথবা যাই বলেন না কেন, তা থাকবে একটি ট্রাস্টের অধীনে। জবাবদিহিতা হচ্ছে ট্রাস্টের অপরিহার্য উপাদান। এর থাকবে একটা আইনগত সত্তা এবং এর উদ্দেশ্য থেকে যদি বিচ্যুত হয়, তবে সে ট্রাস্টের পরিসমাপ্তি হবে।

আমি মনে করি, এই ট্রাস্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে সর্বোচ্চ হাতে, কোনো মানুষের হাতে নয়। কিন্তু আমি বুঝি না নিম্নতর ট্রাস্টের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কীভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কার নিকট দায়বদ্ধ রাখব? কেন, সংসদের কাছে? সংসদের নিকট ট্রাস্ট গচ্ছিত থাকবে। সংসদই কেবল বিষয়টির গুরুত্ব– এর অপব্যবহার এবং যেকোনো ত্রুটিবিচ্যুতির আইনগত প্রতিকার করতে সক্ষম। কোম্পানির সনদ যখন সংসদের অপব্যবহার রোধের ক্ষমতার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়, তখন আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের। কারণ ক্ষমতা আমাদের নিকট থেকে উৎসারিত হয়েছে।

স্যার, যদি সনদের ব্যাপারে সংসদের কিছুই করার না থাকে, তবে কোম্পানির সাথে ভারত বা লন্ডনে যা-ই ঘটুক, আমরা নীরব দর্শক হয়ে বা ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দূরে সড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি আমাদের অনুমোদন নিয়ে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায় আর নীরবে আমরা তা সহ্য করি, তবে সেক্ষেত্রে এই হাউজই হবে সেই অপরাধের সহযোগী।

যে ক্ষমতার তারা অপব্যবহার করেছে সে ক্ষমতা তারা আমাদের নিকট থেকেই ক্রয় করেছে। এই বিলের বিরুদ্ধে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের হস্তক্ষেপের বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়ত আমাদের মনে করতে হবে, আমরা অর্থের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত বিক্রি করেছি। আমি স্বীকার করি, আমরা বিক্রি করেছি, বিক্রি করতে হয়েছে আমাদের কর্তৃত্ব। আমাদের কর্তব্য বিষয়সমূহের বাজার আমরা করতে পারি না।

আমি এই নীতিতে স্থির নিবদ্ধ যে, যদি কোনো অপপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়, তবে চুক্তি ভেঙে যাবে। আমরা আমাদের অধিকারে; আমাদের কর্তৃত্বই হচ্ছে আদি। আর কোম্পানির কর্তৃত্ব হচ্ছে গৌণ। আমাদের কর্মকাণ্ডের ভূমিকাই আমাদের হয় প্রশংসা, নয়ত নিন্দা এনে দেবে। সম্মানিত উপস্থাপক যে বিল পেশ করেছেন, তা পরিপূর্ণ হলে দুনিয়া দেখবে আমরা ধ্বংস করি, আমরা সৃষ্টিও করতে পারি। পরীক্ষা প্রমাণ করবে আমরা দাঁড়াব না পড়ে যাব। আমি বিশ্বাস করি যে, পরীক্ষায় প্রমাণ হবে সনদ

চূড়ান্তভাবে অপপ্রয়োগ হয়েছে; পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা, নির্যাতন, দুর্নীতি ছিল যে সনদের মূলমন্ত্র সে স্থানে আমরা দেব মানুষের নিরাপত্তা সংবলিত সনদ।

এই বিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হবে হিন্দুস্তানের মহাসনদ। ওয়েস্টফেলিয়ার[৯] সন্ধি হচ্ছে[১০] রোমান সাম্রাজ্যের নগরগুলোর এবং রাজাদের স্বাধীনতা। তিনটি ধর্ম সেখানে পালিত হয়[১১] মহাসনদ[১২] যা স্ট্যাটুট অব ট্যালেজ[১৩] পিটিশন অব রাইট[১৪] ও ডিক্লারেশন অব রাইট[১৫] হচ্ছে গ্রেট বৃটেনের জন্য তাই। এবং এই বিলই হচ্ছে ভারতের জন্য তাই। তাদের এই মঙ্গলের স্বার্থে বলা যায় তাদের পরিস্থিতিও সহায়ক। যখন বুঝতে পারব ওদেরও গ্রহণের সামর্থ্য বেড়েছে, তখন আমার ভোটের সার্থকতা পূর্ণতা পাবে। তাদের সনদের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য অন্য কোনো ব্রিটিশ শাসিত দেশের সনদ প্রতিবন্ধক হবে না।

কোম্পানির অধিকার সম্পর্কে যে স্বীকারোক্তি আমি দিয়েছি তাই আমাকে আটকে রেখেছে। ব্যবসায়ীদের হাতে[১৬] বিরাট ক্ষমতা রাখার ন্যায্যতার বিরুদ্ধে যারা, তাদেরকে আমার মনে হয় না সমালোচনা করি। বিষয়টি সম্পর্কে আমি জানি এবং এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেক বলা যায়। আমার বিশেষ ধারণায় এবং মতে, সেইভাবে আমি কাজ করি না। একটি মতামত যতই আপাত গ্রহণযোগ্য মনে হোক, তবু আমি সরকারের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করি। আমি ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখেছি বিশাল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আবার রাজনীতিতে অবস্থানরত ব্যক্তিকে দেখেছি ফেরিওয়ালার মানসিকতা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি কোনো অভ্যাস, জীবন বা শিক্ষা হলেই সরকারি কর্মকাণ্ডের জন্য অযোগ্য হবে এমন নয়। তবে প্রায়ই দেখেছি ওইসব কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষুদ্র দল কোটারি স্বার্থমণ্ডিত গোষ্ঠী থেকে লোক নেওয়া হয়। এরা সুন্দর স্বাভাবিক চিন্তাধারার লোক নয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে শাসন নিয়ে নেওয়ার পক্ষে যেসব শর্ত যুক্তিযুক্ত মনে করি— প্রথমত, ক্ষমতার অপব্যবহারই আমি সবচেয়ে বড় মনে করি। দ্বিতীয়ত, এই অপব্যবহারটা খুবই বড় অপব্যবহার হবে। তৃতীয়ত, এটা হবে অভ্যাসগত, আকস্মিক নয়। চতর্থত, বর্তমানে যেভাবে এটা গঠিত তাতে কোনোভাবেই এটা ঠিক করার যোগ্য নয়। দিবালোকের মতো এগুলো ঠিক করা প্রয়োজন।

একজন যথার্থ সম্মানিত ভদ্রলোক বলেছেন, আমার মনে হয় একবারই বলেছেন (তার দাবিকৃত পরিকল্পনায়) কোম্পানি সরকারের যথেষ্ট অন্যায় রয়েছে।[১৭] এটাই যদি সব হয় তবে এই বিলের উপস্থাপক এবং তার বিজ্ঞ বন্ধুর[১৮] পরিকল্পনা নিরর্থক। সকল সরকারে অবশ্যই অন্যায় রয়েছে। এটি একটি নিষ্ফল প্রস্তাবনা। এই অন্যায়গুলো সম্পর্কে ভদ্রলোকেরা খুব হালকা করে কথা বলেন। এগুলোর প্রকৃতি জানার আগে আমি মানচিত্র স্মরণ করি, যেখানে এই সনদের অন্যায় ক্ষতি করে। আপনারা বিচার করবেন, আমি সেই মানচিত্রে এমন কিছু শর্ত আবিষ্কার করতে পারি কি না, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যায়ের ফল এবং তাতে এই বিলে সংস্কারের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়।

অধিকাংশ সময়ই ব্রিটিশশাসিত দেশগুলো হয় কোম্পানির নামে নয়ত রাজার নামে কোম্পানির ওপরই নির্ভরশীল থাকত। বিস্তৃত পর্বতমালা যা ভারতকে তাতার থেকে পৃথক রাখে, কন্যা কুমারী অন্তরীপ পর্যন্ত, ২১ ডিগ্রি অক্ষাংশে তা অবস্থান করছে।

উত্তরাঞ্চলে কঠিন ভূ-খণ্ড। প্রায় আটশত মাইল দৈর্ঘ্য এবং চার অথবা পাঁচশত মাইল প্রস্থ। দক্ষিণে যান, জায়গা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। পরে আরো প্রসারিত হয়। সঙ্কীর্ণই হোক আর প্রশস্তই হোক, আপনি পাবেন এই বিশাল দেশের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাংশ। পেগুসীমান্ত থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা বেনারসসহ আমাদের দখলে। মোটামুটি ফ্রান্সের চাইতে বড়; আয়তনে প্রায় ১,৬১,৯৭৮ বর্গমাইল। অযোধ্যার আশ্রিত প্রদেশসহ আয়তন ৫৩,২৮৬ বর্গমাইল, ইংল্যান্ডের চাইতে খুব ছোট নয়। কর্নাটক তানজোর এবং সিরকার আয়তন ৬৫,৯৪৮ বর্গমাইল, মোটামুটি ইংল্যান্ড থেকে বড়। কোম্পানির শাসন বোম্বে এবং সলসিট পর্যন্ত বিস্তৃত; আয়তন ২৮১,৪১২ বর্গমাইল, রাশিয়া এবং তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপীয়ান যেকোনো দেশের চাইতে বড়। এই বিশাল ভূ-খণ্ডে এমন মানুষ নেই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি ছাড়া অন্ন গ্রহণ করতে পারে।

এই বিশাল ভূ-খণ্ডের লোকসংখ্যার হিসাব করা কঠিন। যখন এই ভূ-খণ্ডগুলো আমাদের হস্তগত হয় তখন লোকজন ছিল সমৃদ্ধ। উৎপাদন ছিল পর্যাপ্ত অথচ বর্তমানে এই ভূ-খণ্ড প্রাচীন সমৃদ্ধি হারিয়েছে। কর্নাটক আমাদের সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। এই জনমানবশূন্য হওয়ার পূর্বে এর জনসংখ্যা ৩০ মিলিয়নের কিছু কম ছিল না, যা এই গ্রেট বৃটেন দ্বীপের চার গুণেরও বেশি।

আমার পরবর্তী তদন্ত হচ্ছে এই ভূ-খণ্ডের জনসংখ্যার মান ও বৈশিষ্ট্য। এই বিশাল জনসংখ্যা কখনো নিচ বর্বর প্রকৃতির ছিল না। আমাজন অথবা প্লেট নদীর তীর দিয়ে ঘুরে বেড়াত গুয়ার্নিজ অথবা চিকইজ বর্বর জাতি। এরা তো কোনো দিন এদের মতো ছিল না। আমরা যখন বনজঙ্গলে বাস করতাম তখন এরা যুগ যুগ ধরেই ছিল সভ্য এবং মার্জিত। সভ্য জগতের সকল শিল্পকলায় সমৃদ্ধ ও মার্জিত। এখানে উচ্চ মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজন্যবর্গ ছিলেন। এখানে প্রাচীন এবং সম্মানিত পুরোহিতগণ আছেন, যাদের আছে প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসন ও ইতিহাস, যা দিয়ে তারা জীবিতদের পরিচালিত করে এবং মৃত্যুতে প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দেন। এখানে প্রাচীন অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাস করেন। বহু নগরীতে অসংখ্য মানুষ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপিয়ানদের ছাড়িয়ে গেছে। এখনে ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, স্বতন্ত্র ধনী ব্যক্তিরা আছেন, ইংল্যান্ডের ব্যাংকে পুঁজি নিয়োগ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যারা তাদের ঋণ দিয়ে টলটলায়মান সরকারকে টিকিয়ে রেখেছেন, যুদ্ধের মধ্যে বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের সরকারকে টিকিয়ে রেখেছেন। এখানে আছে লক্ষ লক্ষ উৎপাদনকারী, মেকানিক, লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কৃষক। সব ধরনের ধর্মের লোক এখানে আছে, যেমন ব্রাহ্মণ, মুসলমান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের খৃস্টান প্রভৃতি।

আমাদের ওখানের সকল সম্পত্তির তুলনা করা যায় জার্মান সম্রাজ্যের সাথে। আমাদের বর্তমান দখলকে আমি অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে তুলনা করি। অযোধ্যার নবাব প্রাশিয়ার রাজার সমান। আরকটের নবাবের ভূ-খণ্ড স্যাক্সসির প্রধানের চাইতে ভালো। রাজস্বের দিক থেকে সমান। বেনারসের রাজা চেত সিংকে হেসের রাজার সাথে তুলনা করা যায়। তানজোর রাজ্য বাভারিয়া প্রধানের ভূ-খণ্ডের সমান হলেও রাজস্বের পরিমাণ বেশি। উত্তরাঞ্চলীয় জমিদার[১৯] এবং অন্যান্য সামন্ত ভূস্বামীরা এই অঞ্চলের রাজন্যবর্গ, ডিউক, কাউন্ট, মার্কুস এবং বিশপদের সমকক্ষ। তাদের সকলকেই আমি ছোট না করে সম্মান প্রদর্শন করছি।

এই বিরাট জনসমষ্টি, যারা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় বিভক্ত, তাদের আচার, ধর্ম, পৈতৃক পেশা বিভিন্ন। এতে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন ও সংকটজনক। আহা, সেই ভারতকে নির্মমভাবে শাসন করা হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো সংস্কারক ভারতশাসনকে জমিদারের প্রজা বা ছোট দোকানি শাসন ছাড়া তার বেশি কিছু ভাবতে পারেননি।

এটাও একপ্রকার সাম্রাজ্যই, কিছুটা জটিল প্রকৃতির মর্যাদা ও গুরুত্বসম্পন্ন। আমি এটাকে জার্মানি বা জার্মান সরকারের সাথে তুলনা করেছি কোনো সাদৃশ্যের জন্য নয়, বরং একটি মাধ্যম সৃষ্টি করেছি, যেন ভারতবর্ষ আমাদের বোঝাপড়া এবং অনুভূতির নিকটতর হয়, যাতে করে দুর্ভাগা ভারতবাসীদের জন্য সহানুভূতি জাগে; কারণ বিষয়টিকে আমরা মিথ্যা ও কুয়াশাচ্ছন্ন মাধ্যমের মধ্যে দেখছি।

আমার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সনদকে স্পর্শ করার যৌক্তিকতা। কোম্পানির ট্রাস্টের অপব্যবহার একটি অপরিসীম বর্বরতা কি না এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের আচরণকে দুটো আলোকে দেখব। প্রথমে রাজনৈতিক এবং পরে বাণিজ্যিক। আমি তাদের রাজনৈতিক আচরণকে দুই ভাগে ভাগ করব। বাহ্যিক, যাতে আমি তাদের আচরণকে দেখি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, যাতে তাদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত যা তাদের পূর্বে ছিল না। অপরটি অভ্যন্তরীণ যেখানে সম্প্রতি তারা রাজ্যটিকে একটি প্রজাস্বরূপ বানিয়েছে কিংবা কোনো রাজ্যকে এমন অবস্থায় রেখেছে যে, সে রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা খুবই খারাপ কিংবা শোচনীয়।

যে পদ্ধতির প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা অপ্রয়োজনীয় বা ভনিতা হবে বলে আমি মনে করি না। আমার দৃষ্টির সম্মুখে অসংখ্য বিষয় চলে গেছে। সে বিষয়গুলো আমি বাদ দেব না এবং বড় উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর প্রতি আমার স্থির দৃষ্টি থাকবে।

বাহ্যিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্রাস্ট সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয়ে আরো পরিষ্কার করতে চাই। প্রথমত, হিমালয় পর্বত (অথবা ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরাঞ্চলজুড়ে যে পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে), যেখানে ২৯ অক্ষাংশ স্পর্শ করে। কুমারিকা অন্তরীপ ৮ অক্ষাংশ পর্যন্ত এমন কোনো রাজা বা রাজ্যশাসক নেই, ছোট-বড় যাই হোক, যাকে তারা বিক্রি করেনি। বিক্রি বললাম, যদিও তারা অনেক সময়ই তাদের চুক্তি অনুযায়ী ডেলিভারি দেয় না। দ্বিতীয়ত, এমন কোনো সন্ধি নেই, যা তারা ভাঙেনি। তৃতীয়ত, এমন কোনো রাজা বা রাজ্য নেই যারা কোম্পানির সাথে ট্রাস্ট গঠন করেছে অথচ নিঃশেষ হয়নি। ফলত, আমাদের চিরস্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

আমার এই বক্তব্য সর্বজনবিদিত। সার্বিক অর্থেই সর্বজনবিদিত। তারা বাহ্যিক এবং রাজনৈতিক ট্রাস্টকেই বোঝে। আমি সমমাপের অভ্যন্তরীণকে তুলে ধরব। বর্তমানে আমি সন্তুষ্ট থাকব আমার বক্তব্য ব্যাখা করেই। বিলের প্রয়োজনে যদি আমাকে প্রমাণের জন্য ডাকা হয় (মনে হয় ডাকা হবে না) তবে রিপোর্টের পরিশিষ্ট কিংবা হাউজ বা কমিটির রিপোর্ট বা কাগজে আমার আঙুল রাখব। আমার স্মৃতিতে পরিষ্কার আছে এবং আধা ঘণ্টার নোটিশে হাজির করতে পারব।

কোম্পানি অর্থের জন্য প্রথম বিক্রি করেছে মহান মোগল[২০] তৈমুর লং-এর বংশধরকে। এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সীমাহীন শ্রদ্ধার পাত্র, অমায়িক ব্যবহার, দানদক্ষিণার জন্য বিখ্যাত, প্রাচ্যের সাহিত্যে[২১] বিদগ্ধ। তার নামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তার নামে বিচারব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার নামে মসজিদ-মন্দিরে প্রার্থনা হত– তবুও তাকে বিক্রি হতে হল।

মি. স্পিকার, এই বিস্ময়ের যুগের বিপ্লব এবং মানুষের সৌভাগ্যের অনিত্যতা দেখে মুহূর্তের জন্য না থেমে থাকা যায় না। আজ আমরা সেই ব্রিটিশদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করছি, যারা বিশাল মোগলদের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু আমি যখন বুঝতে শিখলাম বা আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন কি বিশ্বাস করতে পারতাম যে এই আলোচনা আমরা করব? এটা অলস কল্পনা নয়। এটা একটা বিরাট শিক্ষা। ঘটনার বিবর্তনে শেখার জন্য আমাদের অনেক দেরি হয়নি।

এটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। মোগল বিক্রি করার কথায় ফিরে আসি। অনেক রাজ্যের ন্যায্য রাজ্য, তার অনেক অনুদানের মধ্যে দুটো জেলা কোরা এবং এলাহাবাদ ছিল। এই সম্রাটকে[২২] ২,৬০,০০০ পাউন্ড প্রতি বছর প্রদানের চুক্তিতে কোম্পানি এই জেলা দুটো গ্রহণ করে। পবিত্র একটি চুক্তির মাধ্যমে জেলা দুটো কোম্পানি সম্রাটের মুখ্যমন্ত্রী সুজাউদদৌলার[২৩] নিকট বিক্রি করেন। দুই বছরের মধ্যে এই বিক্রি সম্পন্ন হয়। তৈমুরলং-এর এই বংশধর দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগে অভাবী হয়ে পড়েন। আমরা ন্যায়ত, তার যা প্রাপ্য তাকে কিছুই দিইনি।

পরবর্তী বিক্রি হচ্ছে রোহিল্লা জাতি বিক্রয়। সেই বিরাট বিক্রেতা কোনো ঝগড়া-ঝাঁটির তোয়াক্কা না করে কোনো দায়িত্ব বা ন্যায়পরায়ণতার পরোয়া না করে, সেই সুজাউদদৌলার নিকট বিক্রি করল। মানুষকে সর্বস্বান্ত[২৪] করে আবার সে চারশত হাজার পাউন্ডে বিক্রি করল। বিশ্বস্তভাবেই আমাদের দিক থেকে দরদস্তুর হল। হাফিজ রহমত[২৫] তাদের সরদারদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় নেতা। তৎকালীন সময়ের একজন সাহসী নেতা। রুচিশীল সাহিত্যকর্মের জন্য বিখ্যাত (সেই জন্যই সে হাফিজ নামটি পছন্দ করেছিল)। শত হাজার সৈন্যসহ একটি ইংরেজ ব্রিগেড তাকে আক্রমণ করল। তার দুর্বল বাহিনীকে পরাজিত করে হত্যা করা হল। যদিও সে সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তার শিরচ্ছেদ করে একজন বর্বরকে টাকার জন্য দেওয়া হল। সম্মানিত পর্যায়ের একজন ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তানদের দেখা গেল ইংরেজ ক্যাম্পে একমুঠো ভাত ভিক্ষা করতে। একটি পুরো জাতিকে সামান্য ব্যতিক্রম বাদে হত্যা করা হল, ধ্বংস করা হল। যে জাতি ছিল অন্য অনেক জাতির ওপরে, পুরুষানুক্রমিক সরকার, সমৃদ্ধি ও প্রচুর্যপূর্ণ। সেই দেশ বনজঙ্গল বুনো পশুতে ভরে গেল।

ব্রিটিশ অফিসার এই ধরনের কেনাবেচায় বিবেকের দংশন অনুভব করাতে এই বাড়াবাড়ি বাংলার প্রেসিডেন্টকে জ্ঞাত করেন। বেসামরিক গভর্নর তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। আমার সন্দেহ হয় সামরিক ব্যক্তির সহানুভূতি এবং বেসামরিক গভর্নরের দৃঢ়তার জন্য বিরোধের যে ফাটল সৃষ্টি হয় এই সময়েই তার পরিসমাপ্তি হয়।[২৬]

বাংলায় সিরাজউদদৌলাকে মির জাফরের[২৭] নিকট বিক্রি করা হয়। মির জাফরকে মির কাশেমের[২৮] নিকট বিক্রি করা হয়। মির কাশিমকে মির জাফরের[২৯] নিকট বিক্রি করা হয়। মির জাফরের উত্তরাধিকার বিক্রি করা হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের[৩০] কাছে। মির জাফরের অন্য পুত্রকে বিক্রি করা হয় তার বিমাতার[৩১] নিকট। মারাঠা সাম্রাজ্য বিক্রি করা হয় রাঘবের[৩২] নিকট। রাঘবকে বিক্রি ও পাঠিয়ে দেয়া হয় মারাঠার পেশোয়ার[৩৩] নিকট।

রাঘব এবং পেশোয়াকে বেরারের রাজার[৩৪] নিকট পাঠানো হয়। মালব প্রধান সিন্ধিয়াকে[৩৫] একই রাজার নিকট বিক্রি করা হয়। দাক্ষিণাত্যের সুবা[৩৬] বিক্রি করা হয় আরকটের নবাব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলীর নিকট। সেই আরকটের নবাবের নিকট তারা হায়দার আলী এবং মহীশুর রাজ্য[৩৭] বিক্রি করেন। মোহাম্মদ আলীর নিকট তারা দুইবার তানজোর[৩৮] সাম্রাজ্য বিক্রি করেন। সেই একই মোহাম্মদ আলীর নিকট তারা বারো জন রাজাকে— যাদের পলিগার[৩৯] বলা হয়— বিক্রি করা হয়। বিষয়টি শান্ত রাখার জন্য প্রয়োজনে নবাবের রাজ্য টিন্নিভিলা তারা ডাচদের[৪০] নিকট বিক্রি করেন। তাদের হিসাব শেষ করার জন্য তাদের বড় খরিদ্দার আরকটের নবাবকে তার দ্বিতীয় পুত্র আমীর উল ওমরাহর নিকট বিক্রি করেন। যার চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি, আপনাদের টেবিলের ওপর আছে। আপনাদের নিকট বিষয়টি রয়েছে তারা তাদের বেচাকেনা শেষ করবে কি না।[৪১]

এই ধরনের দামদস্তুর এবং বেচাকেনা পরিসমাপ্ত হয় দেশটিতে বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। তা হত সব সময়ই ক্রেতা কিংবা কোনো সময় বিষয়বস্তুর জন্য। সম্মানিত উপস্থাপক এসব কথা ব্যাখ্যা করেছেন যখন তিনি কোম্পানির নিকট দেশীয় শক্তির পাওনা টাকা পরিশোধের ধরন ব্যাখ্যা করেছেন।[৪২] একজন সম্মানিত ভদ্রলোক যিনি এখন নিজের জায়গায় নেই, তিনি দুই হাজার মাইল লাফানোর কথা প্রতিবাদ করেছিলেন উদাহরণস্বরূপ।[৪৩] কিন্তু দক্ষিণের উদাহরণ উত্তরের দাবির ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি উত্তরের ব্যাপারে দক্ষিণ। কার্যক্রম সম্পূর্ণ একরূপ এবং এক অংশে যা করা হবে অপর অংশে তা প্রযোজ্য হবে। এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে আপনার যেখানে খুশি ভূমিকা নিন।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, কোম্পানি এমন চুক্তি করেনি যা ভঙ্গ করেনি। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, প্রদেশে, বিক্রি, দরাদরি— এমনি ধরনের হয়েছে, যার খুঁটিনাটি বর্ণনা পরিহার করছি। সংস্কারের কোনো শত্রুও বলতে পারেনি তারা কোনো জনস্বার্থে কোনো চুক্তি করেছে। যদি আমি শুনি তারা এমন একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে (এই পর্যন্ত আমি শুনিনি), আমি চুক্তিটির ব্যাপারে বলব। গভর্নর জেনারেল এ ব্যাপারে মজা করেছেন এবং পরিচালকমণ্ডলীর নিকট এক চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেন, গণআস্থার প্রতি তিনি সংবেদনশীল নন এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, কোম্পানি এটা হারাত অথবা পেত না, যদি তার সহকর্মীরা গণআস্থার প্রতি কঠোর ধারণা অব্যাহত না রাখত।[৪৪]

আমার বিপক্ষীয় বন্ধু আমাকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছেন। আমরা ভুলিনি, সম্ভবত তিনিও ভুলেননি আগেরবার তিনি কোনো প্রশংসা পাননি। পরিষ্কার ও জোরালো বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন, প্রাচ্যে চুক্তিভঙ্গ ব্রিটিশদের প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪৫]

আমার কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরতে হয়। মোগলদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছিল বার্ষিক ২৬০,০০০ পাউন্ড দেওয়ার জন্য। এই চুক্তি তারা ভঙ্গ করেছে এবং এক শিলিংও প্রদান করেনি। এমনিভাবে ভঙ্গ করেছে সুবে বাংলাকে দেওয়ার ৪০,০০০ পাউন্ডের চুক্তি।[৪৬] মোগলদের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল, কাজ সমাপ্তির পর নুজিফ কনকে পেনশান দেবে।[৪৭] অন্যনদের সাথে এই চুক্তিও তারা ভঙ্গ করে এবং এই সামান্য পেনশন বন্ধ করে। তারা নিজাম[৪৮] এবং হায়দার আলীর[৪৯] সাথে চুক্তি ভঙ্গ

করে। মারাঠাদের সাথে, তাদের ব্যবস্থাপক সভার সাথে, গোষ্ঠী প্রধানদের সাথে অনেক চুক্তি, পাকা চুক্তি ছিল। এর প্রতিটিই স্থূলভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি এই চুক্তিগুলোর কয়েকটিও রাখা হত তবে দু জন সৈন্য একটি মাঠে মিলিত হয়ে একজন অপরজনের গলা কাটত। যুদ্ধ ভারতবর্ষকেও শূন্য করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে আমাদের বর্বরভাবে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যেও তারা মারাঠা ভূ-খণ্ডে আক্রমণ করেছে এবং মানুষজন এবং সলসিটি[৫০] দুর্গকে বিস্মিত করে দিয়েছে। মারাঠারা তবুও শান্তিচুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এতে কোম্পানির সুবিধালাভ হয়েছে। অন্যান্য চুক্তির মতো এই চুক্তিও কোম্পানি[৫১] ভঙ্গ করে। এই বিপর্যয় নতুন চুক্তির জন্ম দেয়। কোম্পানির সেনাবাহিনী এই আহত, প্রতারিত এবং অপমানিত মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যতই ক্ষুদ্র থেকে, চুক্তিগুলো ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য।[৫২] মারাঠাদের মানবতার এত ক্ষমতা ছিল না যে কোম্পানিকে বাধ্য করবে তাদের সংযম নির্ধারিত শর্ত পালন করতে। পূর্ণ বিক্রমে আবার যুদ্ধ শুরু হল। তাদের লুণ্ঠনের লালসা এত বেশি ছিল যে, তারা শান্তিতে কর্ণপাত করত না, যদি না হায়দার আলী তাদের দম্ভচূর্ণ করত, যদি না জলস্রোতের মতো তিনি কর্নাটককে প্লাবিত করে দিতেন। এটা ছিল আমাদের বিরুদ্ধে বিবদমান শিবিরগুলোর ঐক্যের ফসল, আমাদের ধ্বংসের জন্য।[৫৩] জাতি হিসেবে কেউ তাদের বিশ্বাস করেনি এবং মানবতার শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়।

লক্ষণীয় যে, যুদ্ধ এবং সন্ধির ব্যাপারে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি এবং পরিচালকমণ্ডলীর বিবাদে তাদের অংশগ্রহণকে সমর্থন নয় বরং তাদের বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দোষ স্থির হওয়া উচিত। কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করে সন্তুষ্ট যে, এই কার্যবিধি সম্পূর্ণ নিয়মিত, পরিপূর্ণ সম্মান এবং আস্থার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আমি আপনাদের এমন একটি কার্যবিবরণীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেখানে মুখপাত্রেরা সেই পদ্ধতিকে সেরা মনে করে, যেখানে কার্যবিবরণীর ভুল অংশকে বাদ দেয়। আমি মারাঠা সন্ধির[৫৪] দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করছি না, যা তারা দুঃখজনক যুদ্ধে পুরন্দর সন্ধির মধ্যে পেয়েছিল। প্রত্যর্পণ যথার্থ, যদি এটা স্বেচ্ছায় এবং যুক্তিযুক্ত হয়। সন্ধির মূল ভাব, ইচ্ছা শান্তির জন্য শর্ত। মিত্র এবং সহযোগীদের বিশ্বাসকে আমি গুরুত্ব দিই, যাতে এ থেকে হাউজ সিদ্ধান্ত নিতে পারে (একই হাতে হলে আবারও হতে পারে) এবং ওই বিষয়টি যার ব্যবহার হয়েছে তা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কাজে লাগতে পারে।

প্রতিটি ইংরেজের ইচ্ছা ছিল মারাঠা শান্তি একটি সার্বিক রূপ নেবে। আমাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি ঘরে ঘটে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে মারাঠা যুদ্ধ হয়। মি. হেস্টিংস সাধারণ এবং যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছার প্রতি নীরব সম্মতির ভান করেন। তিনি মারাঠাদের সম্মান রক্ষার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে বলতে চান যে, একটি অধ্যায় ঢোকাতে হবে, যাতে হায়দায় আলী শান্তি মেনে নেবে। দেখুন স্যার, এই লোকটির মানসিকতা। হাজারো জিনিসে বিশেষ করে লর্ড ম্যাকার্থির[৫৫] সাথে তার কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পায় না অত্যাবশ্যকীয় শান্ত করানোর পবিত্র চুক্তিতে? মি. এন্ডারসনের[৫৬] নিকট তার নির্দেশ ছিল, তিনি আশা করেন "একটি চাতুরিপূর্ণ অধ্যায়" যা হবে হায়দার আলীর নামে। চাতুরি এবং প্রতারণা হবে এই সন্ধির মূল ভিত্তি। এই চাতুরিপূর্ণ অধ্যায় যার উদ্দেশ্য ছিল অসৎ। আমাদের ভারতে সম্মান নস্যাৎ করেছে।

এই চাতুরিপূর্ণ অধ্যায় যোগ হতে না হতেই হায়দার আলীর পক্ষ থেকে কোনো অপেক্ষা না করেই মারাঠা প্রধান সিন্ধিয়ার সাথে আলোচনা করতে থাকেন দেশটিকে বিভক্ত করার জন্য, যা সন্ধির একটি শর্ত ছিল। তিনি দেশটিকে তিন ভাগে ভাগ করেন – একটি অংশ সিন্ধিয়াকে, একটি পেশোয়াকে এবং অপরটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অথবা (পুরনো দালাল, ফেরিওয়ালা) মোহাম্মদ আলীকে।[৫৭]

এই পরিকল্পনা গঠনের সময়ই হায়দার আলী মারা যায়। তার পুত্র[৫৮] সন্ধি মানা বা প্রত্যাখ্যান এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বেই বিভক্তিকরণ শুরু হয় এবং মি. এন্ডারসনকে নির্দেশ দেন সন্ধি পূর্ণ ফর্মে শেষ করতে।

নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হ
ফিরিয়ে আনার জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ
আনলেন যাকে বলা হয় বিদেনো
বিভক্তির সন্ধিতে আরো কিছু প
রাখতে হবে।

এই পরিবর্তনের প্রথম ক
এবং সংযমের পরিচয় পাওয়া যা
তার আচরণ এখন লক্ষণীয়। তি
কারণ জেনারেল ম্যাথু কিছু প্রথা
মধ্যে সম্মানযোগ্য এবং শক্ত
বিভক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে
যুদ্ধের বীজ রোপণ করার উদ্দে
করার নির্দেশ দেন এই জন্য যে
ম্যাথুর সমঝোতা মারাঠাদের ন
করার জন্য ভারতবর্ষকে শিখিয়ে

পরে, স্যার, আমি তুলে
মধ্যে সতর্ক সাবধানতা রাখা হ
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গাইকে
রাজ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করানো এবং
এগার ভাগ দেওয়া হবে। এদে
হয়েছে। প্রথমে, মারাঠা সিংহ
তার জনগণের নিকট তার নি
জানতেন তার জনগণ কতটা
(তার দেশে আমাদের আক্রমণ
তার জনগণের নিকট আত্মস
প্রতি তার কোনোই লক্ষ্য ছিল
তার আশ্রয়ে যাবেন। তাকে
দিলেন কোনো চিন্তা না করা
জানালেন তার ভয় দূর করতে

একই সন্ধিতে ভালো বে
গোহদের রানার ব্যাপারে তা
ক্ষুব্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।
বলেই বুঝতে পারেন। অবশে
হল। মি. এন্ডারসন সন্ধির
মারাঠাপ্রধান সিন্ধিয়ার ক্যাম্পে
গুলিবর্ষণ করছিলেন। যা আম
সিন্ধিয়া নগরকে ধ্বংস করছি
কর্নেল কামাক[৬৪]কে যেসব
একটি চিঠিতে আ
গিয়েছিলে

নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। আলোচনার স্থবিরতায় কোম্পানির বিশ্বাস তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন মুখ আনা হল। জেনারেল ম্যাথুজ[৫৯] হায়দারের রাজ্যকে ছোট করে আনলেন যাকে বলা হয় বিদেনোর।[৬০] সংবাদ পাওয়ার পর মি. হেস্টিংস মি. এন্ডারসনকে নির্দেশ দিলেন বিভক্তির সন্ধিতে আরো কিছু পরিবর্তনের জন্য— বিদেনোরকে ভাগ করতে হবে এবং কোম্পানির জন্য রাখতে হবে।

এই পরিবর্তনের প্রথম কারণ সন্ধির পূর্বেই একটি ভিন্ন জয়। এখানে কোম্পানির সততা, সাম্য এবং সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মি. হেস্টিংস বিদেনোরকে পৃথক অংশে রাখার কারণ এবং তার আচরণ এখন লক্ষণীয়। তিনি জোরেসোরে বললেন, দেশকে বিভক্তির পথে ঠেলে দেওয়া যায় না, কারণ জেনারেল ম্যাথু কিছু প্রথার মধ্যে এটা পেয়েছেন যা প্রস্তাবিত বিভক্তির মধ্যে গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যে সম্মানযোগ্য এবং শক্ত ভিত্তি ছিল। কোথাও বা কারো নিকট সত্য নিহিত ছিল। কিন্তু পরস্পর বিভক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে, প্রতিশ্রুত সত্যের প্রতি তার অনীহার কারণে, শান্তির উর্বর মাটিতে যুদ্ধের বীজ রোপণ করার উদ্দেশ্যে তিনি এন্ডারসনকে পূর্ণ দাবি পরিহার করে সন্ধির পুরনো শর্তে সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন এই জন্য যে, বিদেনোর বিয়োজনের পর বিভক্তি খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। জেনারেল ম্যাথুর সমঝোতা মারাঠাদের নতুন মৈত্রীর প্রতি সতর্ক করে দিল। আবার অন্যদিকে সমঝোতা পরিহার করার জন্য ভারতবর্ষকে শিখিয়ে দিল নতুন বিজয় যেখানে করুক না কেন কোম্পানি তা মানবে না।

পরে, স্যার, আমি তুলে ধরতে চাই, চুক্তির মধ্যে কোম্পানির পূর্ণ সমর্থনসহ আমাদের মিত্রদের মধ্যে সতর্ক সাবধানতা রাখা হয়েছিল। এই মিত্রদের মধ্যে ছিল রঘুনাথ রাউ যার জন্য আমরা সিংহাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গাইকোয়ার[৬১] (গুজরাটের রাজা)-কে মারাঠা কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার এবং তাকে কিছু রাজ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করানো এবং শেষত গোহুদের রানার[৬২] সঙ্গে চুক্তি ছিল আমাদের জয়ের ষোল ভাগের এগার ভাগ দেওয়া হবে। এদের সকলের সাথেই মূল্যবান সনদে কিছু প্রতারণামূলক অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। প্রথমে, মারাঠা সিংহাসনের মিথ্যা দাবিদার হতভাগ্য সিংহাসনচ্যুত পেশোয়া রঘুনাথ রাউকে তার জনগণের নিকট তার নিরাপত্তার একটি অধ্যায় এবং কিছু শর্তসহ[৬৩] অর্পণ করা হল। এই ব্যক্তি জানতেন তার জনগণ কতটা ঘৃণা তাকে করত; জ্ঞাত ছিলেন তিনি কী ধরনের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত (তার দেশে আমাদের আক্রমণ এই অপরাধের মধ্যে মোটেই কম না)। যে অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তাকে তার জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করানো হয়, তা দেখে তো তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। সন্ধির প্রতি তার কোনোই লক্ষ্য ছিল না। আশঙ্কা করা হচ্ছিল তিনি হায়দার আলী কিংবা যে তাকে রক্ষা করবে তার আশ্রয়ে যাবেন। তাকে নিরাপদে রাখা হল কারণ মি. এন্ডারসন বিশেষ দূতের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন কোনো চিন্তা না করতে এবং উৎফুল্ল থাকতে। তার পুরনো শত্রু সিন্ধিয়াও তাকে অনুরোধ জানালেন তার ভয় দূর করতে।

একই সন্ধিতে ভালো কোনো নিরাপত্তায় নয়, মারাঠা রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গাইকোয়ার এলেন। গোহুদের রানার ব্যাপারে তার সিংহাসন পরিত্যাগের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রথমে হেস্টিংস ক্ষুব্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তিনি যথার্থ বলে মনে করেন এই জন্য যে তাকে একজন বিশ্বাসঘাতক বলেই বুঝতে পারেন। অবশেষে তার পক্ষে স্বাভাবিক কিছু অধ্যায় ঢুকিয়ে দুই মেরুকে একত্রীকরণ করা হল। মি. এন্ডারসন সন্ধির শর্ত সর্বশেষ অনুমোদনের পর চুক্তিবিনিময় করেন, তাতে রানাকে মারাঠাপ্রধান সিন্ধিয়ার ক্যাম্পে স্থান দেন অথচ তিনি (সত্যিকারভাবে) গোয়ালিয়র দুর্গে কামানের গুলিবর্ষণ করছিলেন। যা আমাদের প্রতারিত মিত্রকে দান করেছিলাম। বিষয়টা আমার বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে। সিন্ধিয়া নগরকে ধ্বংস করছিলেন। একটির পর একটি আমাদের মিত্রদের দুর্গ আক্রমণ করছিলেন। কর্নেল কামাক[৬৪]কে যেসব রাজা সাহায্য করছিলেন তাদেরই তিনি শাস্তি দিচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে একটি চিঠিতে আমি দেখেছি, গোহুদের এজেন্ট এই বিরোধের বিষয়টি হেস্টিংসের নিকট জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু হেস্টিংস তাকে সাক্ষাৎ দেননি।

কোম্পানি এভাবেই মারাঠা যুদ্ধের মিত্রদের সাথে আচরণ করেছে। এখানেই তারা থেমে থাকেনি। মারাঠারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল, কারণ সন্ধি মোতাবেক যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা শান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভূ-খণ্ডে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে ভূ-খণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে ঝামেলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করতে পারে। এটা প্রতিরোধ করতে তারা অতিরিক্ত একটি সন্ধিতে নতুন একটি অধ্যায় সৃষ্টি করতে চাইল যাতে মি. হেস্টিংস এবং কলকাতায় অবস্থানরত কোম্পানির অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্মতি থাকে। এটা ছিল "ইংরেজ এবং মারাঠা সরকার পারস্পরিকভাবে এই মর্মে একমত হচ্ছে যে, কোনো প্রধান ব্যক্তি, ব্যবসায়ী কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি অপরের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে চাইলে তা দেওয়া হবে না"। এটা আমাদের মিত্রদের পক্ষে কোনো ব্যতিক্রম বাদে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নেওয়া হয়। একটি সরকার সচেতন যে, অনেক প্রজাকে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। কোম্পানি সরকারের পক্ষে কোনো ক্রমেই অস্বাভাবিক নয়। পারস্পরিকভাবে তা চুক্তিবদ্ধ করা হল। এই সনদগুলোতে শান্তির শুভ ইচ্ছা, গণ-আস্থার কথা ছিল। নিজ ক্ষমতাবলে নিরঙ্কুশ বিজয় ব্যতীত শান্তি আনার সব প্রচেষ্টাই তার ছিল। সিন্ধিয়ার সাথে দ্বিতীয় চুক্তিতে শর্ত ছিল, মারাঠারা পেশোয়ার অনুমতি ব্যতীত টিপু সাহেবের সাথে কোনো চুক্তি করতে পারবে না। ফলত সিন্ধিয়াকে[৬৫] পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করে। যদি আমাদের ভারতীয় মিত্ররা চার মাসের মধ্যে শান্তিতে সম্মত না হয় তবে পারস্পরিকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের[৬৬] মৈত্রী চুক্তিতে শর্ত ছিল। মি. হেস্টিংসের চুক্তি আমাদের বাধ্য করে যতদিন পেশোয়া চাইবে ততদিন আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমাদের অবস্থা সন্তোষজনক, কারণ ফ্রান্সের সাথে চুক্তিভঙ্গ আর মারাঠাদের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন দুটোই অনিবার্য। অতএব আমাদের পথ বেছে নিতে হবে।

যুদ্ধের অধিকারভঙ্গের শাস্তির স্বরূপ উল্লেখপূর্বক বলা যায়, যে সর্বস্বান্ত হয়নি সে আমাদের বিশ্বাস করবে না। গাইকোয়ারের রঘুনাথ রাউ আর গোহুদের সর্বশেষ উদাহরণ আমি দিয়েছি। মোগলদের অবস্থা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আযোধ্যার নবাবের দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্ব, বেনারসের রাজার নির্বাসন, বাংলার নবাবের ভিক্ষাবৃত্তি, তানজোরের রাজার বন্দী ও সর্ব স্বান্ত অবস্থা, পলিগরের ধ্বংস আর কটের নবাবের ধ্বংস। যখন তাকে আক্রমণ করা হয় তখন তাকে পাওয়া যায় সৈন্যহীন, রসদহীন, ভাণ্ডারশূন্য। অর্থের ব্যাপারে কোম্পানির নিকট এক মিলিয়ন ঋণ। এলাকা থেকে বহু অর্থ ছিনিয়ে নিয়েছেন যা তিনি মাদ্রাজের উপকণ্ঠে বিশাল বাড়ি তৈরিতে ব্যয় করেছিলেন। এদের তুলনা করুন মারাঠা রাজ্যগুলোর সাথে; দাক্ষিণাত্যের সুবাগুলোর সাথে হায়দার আলীর বীরত্ব, সম্পদ এবং সংগ্রামের সাথে। এতে হাউজ খুঁজে পাবে কোম্পানির ক্ষমতার ফলাফল এবং কোম্পানির প্রতি বদ্ধমূল অনাস্থা।

ওই সংস্থার নির্জলা ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে যে সকল অন্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সনদের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়া যথেষ্ট নয়, বরং তাদের সনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা উচ্চারণ করছি। আমার ভোটের কারণে যদি এই অন্যায় চলতেই থাকে তবে আমি নিজেকে অত্যন্ত দুষ্ট লোক ভাবব।

এখন, স্যার, আমি যে পরিকল্পনা পেশ করছি, প্রথমে লক্ষ্য রাখব কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসন এবং কোম্পানির শাসিত রাজ্যে এর ফলাফল এবং কর্তৃপক্ষের ওপর এর প্রতিক্রিয়া। আভ্যন্তরীণ শাসনের মূল নীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে আমাকে অনুমতি দেবেন আমাদের কোম্পানির অপশাসন এবং পূর্ববর্তী বিজেতাদের শাসনের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কিছু বলার। প্রয়োজনীয় সংস্কারের পূর্বে আমাদের পথ দেখাতে সহায়তা করবে।

আরব, তাতার এবং পারসিকদের ভারতবর্ষ আক্রমণ ছিল ব্যাপকভাবে ভয়ঙ্কর, রক্তাক্ত এবং ভয়াবহ। আমাদের প্রবেশ ছিল স্বল্প রক্তপাত যা সম্ভব হয়েছে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এবং এক রাজ্যের সাথে অপর রাজ্যের অসংশোধনীয়, অন্ধ, বিবেকবর্জিত শত্রুতার কারণে, শক্তির জোরে নয়। পার্থক্য হচ্ছে এশিয়া বিজয়ীরা খুব শীঘ্রই তাদের হিংস্রতা হ্রাস করে, কারণ বিজিত দেশকে তাদের নিজেদের দেশ করে নেয়। যে ভূ-খণ্ডে তারা বাস করত সেই ভূ-খণ্ডের উত্থান-পতনের সাথে তাদের নিজেদের উত্থান-পতন জড়িত ছিল। পিতা তার সন্তানের জন্য আশা সঞ্চয় রেখে যেত আর সন্তান তার পিতার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ রাখত। এখানেই তাদের ভাগ্যকে সমর্পণ করেছে। তাদের ধারণা ছিল তাদের ভাগ্য অশুভ পথে

যাবে না। দারিদ্র্য অনুর্বরতা, পরিত্য
আবেগ, লোভের বশবর্তী হয়ে লু
অপব্যবহার পরিহার করে সুস্থ ক্ষ
স্বেরাচারী পথে ভাণ্ডার পূর্ণ করা হত
এবং অমিতব্যয়ী হাতে মানুষের ক
প্রকৃতিই দিত ন্যায্য আচরণ। অর্জ
সম্পদ রক্ষার এবং বৃদ্ধির জন্য ধন
প্রদান করত। তাদের উৎপন্ন দ্রব্য
সম্পদ বেড়ে যেত।

ইংরেজ শাসনে এ সবকিছু
ভারতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদে
আজও ভব্যতাহীন, যেমন প্রথম
থাকে। তরুণেরা (প্রায়ই ছেলে) স
সেখানে মানুষের সাথে কোনো স
পরিকল্পনা হচ্ছে অকস্মাৎ ভাগে
ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো গ
নতুন ঝাঁকে ঝাঁকে শিকারি পাখি
অর্থাৎ ভারতবাসীর তা ক্ষতি। এ
কুসংস্কার মনে করেও কোনো প্র
করতে দেয়নি যা কিছু অপকর্ম
কোনো গির্জা, হাসপাতাল[৬৭], প্রা
সৃষ্টি করেনি। সর্বপ্রকারের বিজে

আজ যদি আমরা ভারতব
আমাদের গৌরবহীন যুগ যে এর

আমরা ছেলেদের ভারতব
যায়, ডেস্কে মাথা নিচু করে থা
তরুণেরা যথার্থ সহ্য করার প
পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই তাদের
করার কোনো ক্ষমতা থাকে না।

ভালো মনগুলোর এই
সংশোধন। দ্রুত চলে যাওয়া
কান্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় সমুদ্রে
কোনো সাগরে। ভারতে অপক
বংশানুক্রমিক বড়লোক হওয়ার
নির্মূল করে ইংল্যান্ডে এসে সবা
এখানে উৎপাদনকারী এবং কৃ
কাপড় তেরি করেছে।

বাংলার কৃষক চাউল এব
সে তাকে অত্যাচার করেছে।
তারা লোন দিয়ে আপনার স
করে। তারা কামনা করে এব

যাবে না। দারিদ্র্য অনুর্বরতা, পরিত্যক্ততা মানুষকে সুখ এনে দিতে পারে না। যদি কোনো তাতার সম্রাট আবেগ, লোভের বশবর্তী হয়ে লুণ্ঠন বা স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করত তবে ছোট জীবনে ক্ষমতার অপব্যবহার পরিহার করে সুস্থ ক্ষমতার ধারায় ফিরে আসার যথেষ্ট সময় থাকত। যদি জোর এবং স্বৈরাচারী পথে ভাণ্ডার পূর্ণ করা হত তা হত ঘরোয়া ভাণ্ডার এবং ঘরোয়া প্রাচুর্য যা অধিকতর শক্তিশালী এবং অমিতব্যয়ী হাতে মানুষের কাছেই ফিরিয়ে দিত। অনেক বিশৃঙ্খলা, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার পরও প্রকৃতিই দিত ন্যায্য আচরণ। অর্জনের পথ রুদ্ধ হত না; ফলে উৎপাদন এবং ব্যবসা বৃদ্ধি পেত। জাতীয় সম্পদ রক্ষার এবং বৃদ্ধির জন্য ধনলিপ্সা এবং সুদ দুটোই চলত। কৃষক এবং উৎপাদনকারীরা ভারী সুদ প্রদান করত। তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বেশি দামে কেনা হবে এটা তারা জানত। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের সম্পদ বেড়ে যেত।

ইংরেজ শাসনে এ সবকিছু উল্টে গেল। তাতার আক্রমণ ছিল শয়তানি কিন্তু আমাদের রক্ষা ভারতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের ছিল শত্রুতা আর আমাদের বন্ধুত্ব। আমাদের জয়ের কুড়ি বছর পর আজও ভব্যতাহীন, যেমন প্রথম দিন ছিল। দেশীয়রা কদাচিৎ ধূসর (বৃদ্ধ) চুলবিশিষ্ট ইংরেজ দেখে থাকে। তরুণেরা (প্রায়ই ছেলে) সমাজহীন সহানুভূতিহীন অবস্থায় শাসন করে। দীর্ঘদিন বসবাস করলেও সেখানে মানুষের সাথে কোনো সামাজিক সংশ্রব নেই। কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। তাদের সুদূর পরিকল্পনা হচ্ছে অকস্মাৎ ভাগ্যের উন্নতি। যুগের লোভ, আবেগ-তাড়িত তারুণ্যে উজ্জীবিত হয়ে ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে পড়ছে তারা। আর দেশীয়রা সীমাহীন আশাহীন দৃষ্টিতে দেখছে নতুন ঝাঁকে ঝাঁকে শিকারি পাখির নিয়ত উদর শূন্য এবং পূর্তির খেলা। ইংরেজের একটি টাকা লাভ অর্থাৎ ভারতবাসীর তা ক্ষতি। একটি দিনের লুণ্ঠন এবং অন্যায়ের প্রতিদানে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য কুসংস্কার মনে করেও কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলিনি। আমাদের অহমিকা কোনো রাজকীয় স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে দেয়নি যা কিছু অপকর্ম লাঘব করে, যা ধ্বংসের মধ্যেও কিছু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ইংল্যান্ডে কোনো গির্জা, হাসপাতাল[৬৭], প্রাসাদ, স্কুল নির্মাণ করেনি বা কোনো ব্রিজ, বড় রাস্তা, নাব্যতা সংগ্রহশালা সৃষ্টি করেনি। সর্বপ্রকারের বিজেতারা হয় রাষ্ট্রীয় কিংবা দানের ফলে কিছু স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গেছেন।

আজ যদি আমরা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হই, তবে অরাং অটাং, বাঘ-ভালুকের যুগের চাইতে আমাদের গৌরবহীন যুগ যে এর চাইতে ভালো কিছু ছিল না এটাই বলার থাকবে।

আমরা ছেলেদের ভারতবর্ষে পাঠাই— যাদের আমরা স্কুলে বেতাই অথবা যারা বর্শা টেনে নিয়ে যায়, ডেস্কে মাথা নিচু করে থাকে তারা তাদের চেয়ে কোনো ক্রমেই ভালো নয়। ভারতবর্ষকে ইংরেজ তরুণেরা যথার্থ সহ্য করার পূর্বেই তারা রাজ্যের ক্ষমতার চুমুক পান করে। যেহেতু নীতিগতভাবে পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই তাদের সৌভাগ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই তাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করার কোনো ক্ষমতা থাকে না।

ভালো মনগুলোর এই আচরণের ফলশ্রুতিতে (অনেকেরই তাই হয়) তৈরি হয় অনুতাপ আর সংশোধন। দ্রুত চলে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য চলে যায় ইংল্যান্ডে। আর ভারতবর্ষের কান্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় সমুদ্রে, বাতাসে। প্রতিটি মৌসুমি বাতাস বয়ে নিয়ে বেড়ায় অনেক দূরে, নিঝুম কোনো সাগরে। ভারতে অপকর্ম করে সৌভাগ্য গড়ে তোলে আর তা দেখায় ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে গিয়ে বংশানুক্রমিক বড়লোক হওয়ার পুণ্য হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত সম্প্রদায়কে নির্মূল করে ইংল্যান্ডে এসে সবচাইতে ভালো শ্রেণী, রুচি আর আতিথেয়তার আবাসভূমি বলে মনে করে। এখানে উৎপাদনকারী এবং কৃষকেরা প্রসংসিত হবে যথার্থভাবে, যারা কৃষি উৎপাদন ও তাঁত থেকে কাপড় তৈরি করেছে।

বাংলার কৃষক চাউল এবং লবণ উৎপাদন করেছে। তার জন্য তৈরি করেছে এবং ভুলেও গেছে যে সে তাকে অত্যাচার করেছে। তারা আপনার পরিবারে বিয়ে করে; তারা আপনার সিনেটে প্রবেশ করে; তারা লোন দিয়ে আপনার সম্পত্তির উন্নতিতে সহায়তা করে; নানা প্রকার দাবি তুলে অবস্থার উন্নতি করে। তারা কামনা করে এবং আপনার সম্পর্ককে ধারণ করে যা আপনার অনুগ্রহে কষ্টের সঞ্চার করে।

এই রাজ্যে এমন বাড়ি কমই পাওয়া যাবে যারা আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের উপরিপড়া এবং ঘৃণা উদ্রেককারী সংস্কার নিয়ে আগ্রহ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না। মোটের ওপর অসন্তোষজনক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় আপনি তাদের কষ্ট দিচ্ছেন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যদি আপনি সফল হন, আপনি তাদের রক্ষা করবেন, যারা আপনাকে এতটা ধন্যবাদ দিতে পারবে না। এসব জিনিস দেখাচ্ছে আমাদের হাতে একটি কঠিন কাজ আছে, কিন্তু কাজটির প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ভারতীয় সরকারই সবচাইতে বেশি দুঃখের কারণ। সংশোধন প্রক্রিয়া আসাধারণভাবে সচেতন হতে হবে। কাজের লোকেরা হবে আশাবাদী, উদ্যমী এবং আবেগপ্রবণ। এটা একটা কষ্টকর কাজ যে, ক্ষমতার অপব্যবহার আপনার দেশে শুরু হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যাদের আমরা অপরিচিত মনে করি।

আমি এই মানসিকতায় নিজেকে পরিবর্তন করার প্রয়াস নেব। এ ব্যাপারে আমি সচেতন যে, মানুষের অনুভূতির ব্যাপারে শীতল বর্ণনা একদিকে যেমন আমার নিকট ভনিতা মনে হয়– অন্যদিকে এটা ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। এই সত্য কথা বলার জন্য এবং আমার ধারণার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মানুষ কিংবা বস্তু ও বিশেষণ ব্যবহারের ব্যাপারে আমি যত্নশীল। বলা হয়, প্রকাণ্ড অপরাধগুলো এমন শীতলভাবে বর্ণনা করেছেন ট্যাসিটাস এবং ম্যাকিয়াভেলি, তাদের অপছন্দ করার কিছু নেই। মনে হয়, তারা ক্ষমতার নিষ্ঠুর প্রয়োগ বিষয়টি বর্ণনায় পণ্ডিত ব্যক্তি। তারা পাঠকের মনকে ঘৃণা ও হিংস্রতা দিয়ে কলুষিত করেননি, যা সাধারণত ঘৃণা ও হিংস্রতার বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকে। স্যার, আমরা ভারতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে কমই পরিচিত। অত্যাচারের উপাদানগুলো এত কঠিন যে বোঝা কঠিন। কষ্টপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামও আমাদের নিকট এত অদ্ভুত ও অপরিচিত যে এদের ওপর সহানুভূতি নিবদ্ধ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। আমি নিশ্চিত যে আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেই তথ্যের ওপর নিশ্চিত ধারণা নিয়ে কমিটি রুমের সিঁড়ি বেয়ে এসেছি। যথাযথ ভাষায় আমাদের মনোভাব প্রকাশ করতে হবে সেই সব ভদ্রলোকদের কাছে যারা ওই বিষয়গুলোতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত নয়। তাদের কাছে আমাদের কথাগুলো মনে হবে নিরস, বেসুরো, হিংসাত্মক, দায়িত্বহীন। যদিও আমাদের ভাষা ও ব্যবহার তা নয়। এই পরিস্থিতি আমি স্বীকার করি, কোনো ক্রমেই ভারত শাসনের উপযোগী নয়। আমরা এখানে সার্বভৌম ব্যবস্থাপক দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এসেছি। এই পরিস্থিতিতে সবচাইতে ভালোটাই আমরা করব। পরিস্থিতি মানুষের কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে।

যে পরিকল্পনা আমি পেশ করেছি বিনীতভাবে, আমি সেখানে ফিরে আসছি। সেইসব জাতি যারা কোম্পানির পরোক্ষ শাসনাধীন, তাদের প্রতি কোম্পানির আচরণের যথাযথ বিবেচনা করছি। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন অযোধ্যার নবাব।[৬৮] আমার যথার্থ সম্মানিত বন্ধু যার কাছে এই সংশোধনী বিল পেশের জন্য ঋণী, তিনি একটি রিপোর্ট দেখিয়েছেন, যে সময়ের কথা[৬৯] উল্লেখ করেছেন সে সময়ে ওই নবাবের অবস্থা কী ছিল।

আমি শুধু কিছু পরিস্থিতি যোগ করব যাতে সকলের ধারণায় জাগ্রত হতে পারে কীভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা ওই নবাবের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। কীভাবে তার ভাগ্যের সাথে জড়িত। যখন আমরা একজন নবাবের কষ্টের কথা বলি, একজন ব্যক্তির কষ্টের কথা বলি না, বরং এই সাথে ছোট-বড় সকলে কষ্টে জড়িয়ে পড়ে সেই কথাই বলি।

১৯৭৯ সালে অযোধ্যার নবাব ব্রিটিশ প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে জানান, তার রাজ্যে কিছু ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতিতে তার অসুবিধা হচ্ছে। যেহেতু কোম্পানি তার রাজস্ব কমিয়ে দিয়েছে, তার দেশকে দুর্বল করে দিয়েছে, অতএব চুক্তি দ্বারা যা বাধ্য নয় তার চাইতে বেশি সৈন্য রাখতে বাধ্য নয়। আমি সামান্য একটু তার বক্তব্য শোনাব, যদি অনুমতি দেন। তিনি বলেন, "এ বছর অত্যধিক খরার কারণে চাষবাস বন্ধ ছিল। তাদের কয়েক লক্ষ টাকা খাজনা মাফ করতে হয়েছে, এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়[৭০]।" তারপর তিনি তার নিজের, তার পরিবারের এবং তার আশ্রিত(প্রজা)দের দুঃখের কথা বলেন। এবং যোগ করেন, "সদ্য সংগঠিত সেনাবাহিনী আমার সরকারের জন্য শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বরং

রাজস্ব, সামাজিকতা উভ
নিজেকেই প্রভু মনে করে
বিশ্বস্ত রাজপ্রতিনিধি, শপ
যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভিজি
হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে
নবাবের সরকারের সাথে
এবং ফলাফলের বিস্তারিত

এখন দেখতে হবে,
হাতে নির্যাতিত, তাদের
দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সকল
ন্যূনতম সন্দেহও পোষণ
পক্ষে একজন মহান নবা
প্রশ্ন তোলাই অযৌক্তিক
ঋতুতে এটা করা হয়েছে
হবে।" নবাব এবং তার
তার ও নবাবের বিরুদ্ধে
অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে
সাহায্য দেওয়ার জন্য
হিংস্রতা দূর করায় যাতে
হবে এবং তার ফলাফল
বাস্তবিকই তার এই দা
আবেদন) করে তিনি স
করতে চাইছে। তিনি ব
নিতে পারি) তাদের দাবি
করাতে সাহায্য করে তা

এখানে, স্যার, রা
প্রতি যাদের বিবেচনা
চিঠি সবকিছুর পর লিখে
রইলই। ক্রমান্বয়ে সাহ
রয়ে গেল। বাস্তবায়িত
দেরি হয়ে গেছে। এই
এই অবস্থাকে সুরক্ষা
একটি নতুন চুক্তি[৭৩] হল

বেপরোয়া সৈন্যদ
আশ্বান্বিত হয়ে উঠল।
দুঃখ, দৈন্য এবং অসন্তো
তাই তাকে হতাশা দি
নিয়োগ করা হয়েছে।
নিরাপত্তা ছিল না, ক
জমিদারদের শাস্তি তে
বিদ্রোহী হয়ে উ
যায়নি

রাজস্ব, সামাজিকতা উভয় দিক থেকেই ক্ষতিকারক। ইউরোপীয়ান সেনাকর্তা সমন্বিত এই বিগ্রেড নিজেকেই প্রভু মনে করে এবং আমার সরকারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।[৭১] মি. মিডলটন[৭২] মি. হেস্টিংসের বিশ্বস্ত রাজপ্রতিনিধি, শপথ করে বলেন, "আমি উদ্বিগ্নভাবে স্বীকার করছি যে, এই আবেদনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভিজিয়ার (অযোধ্যার নবাব)-এর সমগ্র রাজ্যেই এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই জানে। পরিস্থিতি এতই খারাপ যে ভালো-মন্দ কোনো ব্যক্তিই নবাবের সরকারের সাথে কৃষিকাজের কোনো চুক্তিই কেউ করবে না।" অতঃপর তিনি ব্যাপক দুর্যোগের এবং ফলাফলের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন।

এখন দেখতে হবে, দুর্যোগপীড়িত জনগণ যারা একদিকে মানুষ দ্বারা নির্যাতিত, অন্যদিকে ঈশ্বরের হাতে নির্যাতিত, তাদের সাহায্যের জন্য গভর্নর জেনারেল এবং তার কাউন্সিল কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সকল সরকারই কঠোরতা শিথিল করে। মি. হেস্টিংস বিষয়টি অস্বীকার করেন না বা ন্যূনতম সন্দেহও পোষণ করেন না। মামলা ছিল তুচ্ছ এবং নেহায়েতই মূল্যহীন। নির্যাতিত জনগণের পক্ষে একজন মহান নবাবের মামলায় মি. হেস্টিংস প্রচণ্ড রেগে যান, যেন তার কোনো আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাই অযৌক্তিক। তিনি ঘোষণা করেন, "যে দাবি করা হয়েছে, যে স্তরে কথা বলা হয়েছে, যে ঋতুতে এটা করা হয়েছে সবই উদ্বেগজনক। তাদের বিরোধিতায় অতিশয় কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।" নবাব এবং তার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি অসংযত ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তার ও নবাবের বিরুদ্ধে "শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নেবেন।" ফসল বিপর্যয়ের কারণে জরুরি এবং দ্রুত অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, "যারা খুব বেশি অভাব বোধ করছে তাদের জন্য সম্ভবত পর্যায়ক্রমে সাহায্য দেওয়ার জন্য সুবিধা বের করে নেব এবং এদের বের করার প্রয়াস আমি নেব।" দুর্দশা এবং হিংস্রতা দূর করায় যাতে দ্রুত সিদ্ধান্তে সন্দেহ না হয়, সেজন্য তিনি বলেন, "এগুলো পর্যায়ক্রমে করা হবে এবং তার ফলাফল হবে দূর এবং আমি মনে করি সে এইগুলো অধিকারবলে দাবি করতে পারে।" বাস্তবিকই তার এই দাক্ষিণ্য দূরেই রয়ে গেছে। এই দাবি প্রত্যাখ্যান (তার ভাষায় নবাবের নিকৃষ্ট আবেদন) করে তিনি সাধারণত যা করেন সেই একই দোষারোপ করে বলেন, তার সরকারে বিভাজন করতে চাইছে। তিনি বলেন, "এটা আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা যে (তাদের কোনো দাবি অন্য কোনো সময় মেনে নিতে পারি) তাদের দাবি সম্পূর্ণ এবং শর্তহীনভাবে নাকচ করে দিলাম এবং আমাদের মধ্যে যে গৃহবিবাদ করাতে সাহায্য করে তাকে শাস্তি দিতে আমার ক্ষমতা ব্যবহার করতে বিলম্ব করব না।"

এখানে, স্যার, রয়েছে ক্রোধ আর উত্তাপ। মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে ও তাদের দুঃখকষ্টের প্রতি যাদের বিবেচনা নেই আর সৈনিকজীবনের বৃথা পৌরুষত্ব দেখায়, এরা নেহায়েতই ঘৃণ্য জীব। যে চিঠি সবকিছুর পর লিখেছে, স্বেচ্ছাচারিতার স্টাইলে এমন চিঠির কথা প্রাচ্যে শোনা যায় না। সেনাবাহিনী রইলই। ক্রমান্বয়ে সাহায্য প্রদানের এবং তারপর ফলাফল দূরে থাকার যে কথা বলা হয়েছিল তা দূরেই রয়ে গেল। বাস্তবায়িত হল না। দেশটি ধ্বংস হয়ে গেল। মি. হেস্টিংস দুই বছর পর, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই বেপরোয়া সৈন্যজীবনের অসহ্য উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই অবস্থাকে সুরক্ষা করার ছলে দেশটাকে সামরিক শাসনের মধ্যে রাখলেন। মি. হেস্টিংসের ইচ্ছায় একটি নতুন চুক্তি[৭৩] হল আবার পুরনো পন্থায় পুনরায় ভঙ্গ করলেন।

বেপরোয়া সৈন্যজীবন পুনরায় শুরু হল। তার সকল কৌশলের ফলে মনে হয়, তার সফলতায় সে আশ্বান্বিত হয়ে উঠল। তিনি আমাদের জানান, "ঘটনাপ্রবাহ আশা পরিবর্তন করে দিল। নবাবের জন্য দুঃখ, দৈন্য এবং অসন্তোষ শুরু হল এবং আমার জন্য হতাশা এবং অপমান। যে পন্থাই তিনি নিয়েছেন তাই তাকে হতাশা দিয়েছে। তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নপর্যায়ের অযোগ্য, দীনহীন লোকজন নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে তার কোনো কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়নি। অনেক জেলায় কোনো নিরাপত্তা ছিল না, কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের অনেকেই জমিদারদের কর্তৃক নিহত হয়েছেন। সেই জমিদারদের শাস্তি তো হয়নি বরং আরো বেশি কতৃত্ব নিয়ে জমিদারি ধরে রেখেছেন। অন্য জমিদাররা বিদ্রোহী হয়ে উঠে সরকারের কর্তৃত্বকে অপমান করেছে এবং তাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। কোম্পানির ঋণ বিশেষ উৎস থেকে পরিশোধের কথা ছিল। পরিশোধ হয়নি বরং চুক্তি করার

সময় থেকে ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। হাউজ সন্তুষ্ট হবে জেনে যে, পরিচালকেরা ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের নিশ্চিত দুর্লভ কোষাগার থেকে।[৭৪]

এটা মি. হেস্টিংসের নিজস্ব পরিকল্পনার নিজ বর্ণনা। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা যা আমাদের কাছে বলা হয়েছে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার কথা। কৌতূহলের ব্যাপার হচ্ছে, সবকিছুই তার নিকট বলা হয়েছে, যেভাবে যা যা হয়েছে এবং সেভাবেই মানুষ দিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন।

কোম্পানির কৌশল নিয়ত এইরূপ, হয় তারা একজন রাজাকে বসায় যাকে তাদের সহায়তা ছাড়া রক্ষা করা ন্যক্কারজনক অথবা তারাই তাকে ন্যক্কারজনক করে ফেলে সরকারের কলকাঠি বানিয়ে। এই ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য বদান্যতার সাথেই সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। তার সাহায্যের অভাব হয় না। একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়, যাকে রেসিডেন্ট বলা হয়। তাকে তার কোর্টে রাখা হয়। সৈন্যদের বেতন দেওয়ার ছলে তার হাতে কিছু বরাদ্দ দেওয়া হয়। তার পরিণামদর্শী ব্যবস্থাপনায় ঋণ বৃদ্ধি পায়, এই ঋণের জন্য নতুন বরাদ্দ দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে তার হাতে সকল রাজস্ব, এমনকি সমস্ত ক্ষমতা জড়ো হয়। সেনাবাহিনীও যথার্থ প্রতিযোগিতা ছাড়া স্বাভাবিক উপার্জনকে বড় করে দেখে না। তারা মনে করে, যে দেশে বেসামরিক সরকার প্রায়শই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, সেখানে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে পুরস্কার দেওয়া হবেই। দেশের বিভিন্ন ভূ-খণ্ড তাদের মর্জিমতো দান করা হয়। তখন দেখা যায়, তাদের কর্মকর্তারা রাজস্ব উৎপাদনকারী কৃষকে পরিণত হয়। অনেক বেতন পাওয়া বেসরকারি কর্মকর্তা আর অনেক পুরস্কার দেওয়া সামরিক কর্তাদের মাঝে এই দেশবাসীর অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। নিয়মিত এবং আইনগত সরকারের কর্তৃত্ব প্রতি স্থানেই ম্রিয়মাণ। অনিয়ম এবং হিংস্রতার জন্ম হয়। আবার অনিয়ম হিংস্রতা দিয়ে অনিয়ম হিংস্রতা দমন করা হয়। যখনই রাজস্ব সংগ্রহকারীরা, কৃষিসংক্রান্ত কর্নেল, মেজররা বিভিন্ন স্থানে যায়, তাদের আগে-পিছে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মানুষ দলে দলে দেশ থেকে পালায়। সীমান্তে পাহারা দেয় সেনাবাহিনী, কোনো শত্রু ধরার জন্য নয়, বরং জনসাধারণের পালানো রোধ করার জন্য। এইভাবে একসময়ের সমৃদ্ধশালী রাজ্যে যেখানে প্রতি বছর তিন কোটি সিক্কা টাকা, প্রায় তিন মিলিয়ন স্টারলিং-এর চেয়ে বেশি, প্রদান করত সেখানে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তা নেমে হল তিনশত হাজার পাউন্ড, যা-ও খুবই রূঢ়ভাবে আদায় করতে হত। সবকিছু শেষ করার পরে এই সংগৃহীত রাজস্বের প্রায় সবটুকু বেনারস (এই অঞ্চলের প্রাচীন ধন-সম্পত্তির অংশবিশেষ এখানেই কেবল ছিল)-এর সুদখোরের হাতে যেত বার্ষিক শতকরা তিরিশ ভাগ সুদে।

এইভাবে রাজস্ব পড়ে যাওয়াতে তারা প্রভাবশালী লোকদের সম্পত্তি দখল করল। পুনর্গ্রহণের নামে তারা ওই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। এইসব রাজ্যে, যে রাজ্যগুলো মিলিতভাবে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের সমান, কোনো অবস্থাসম্পন্ন লোক রইল না। কোনো জমিদার, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী কিংবা যারা সবচেয়ে শেষ পর্যায়ে ধ্বংস হয় সেই অবস্থাপন্ন কৃষকও থাকল না।

একটি রাজ্য কোম্পানি রাজ্যে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্বীপের মতো থাকল। আমার যথার্থ সম্মানিত বন্ধু এই বিল উত্থাপনের সময় দেশীয় নবাব ফয়জুল্লাহ[৭৫] খানের দোষ, শাস্তি সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। এই ব্যক্তি নীতি এবং শক্তি উভয়ই প্রয়োগ করে নিজেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন। একটি চুক্তি (যদি এটাকে চুক্তি বলা হয়) দ্বারা তিনি নিজেকে নিরাপদ রাখেন। আপনাদের কাছে বলা হয়েছে, যা এই দুর্ভাগা ব্যক্তি সম্পর্কে তার শত্রুরাও বলে, এর পুরো রাজ্য অর্থাৎ পুরো রোহিল্লা রাজ্য একটি বাগানের মতো, যা সাজানো হয়েছে, কোনো খুঁত নেই। আরেক জন অভিযোগকারী বলেন, ফয়জুল্লাহ খান যদিও ভালো সেনা নন (এটাই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্যের মূল কারণ), কিন্তু তিনি একজন ভালো অমিল[৭৬] হিসেবে স্বীকৃতি পান। এতেই অনুমান করা হয়, এতেই তিনি তার জনবল এবং সম্পদ দ্বিগুণ করেন। অপর এক ভাষ্যে তার রাজ্যকে অযোধ্যা থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিত কৃষকদের আশ্রয় স্থান বলা হয়েছে। এই একটি অপরাধে (মি. হেস্টিংস মনে করেন ওটা ছিল দেশদ্রোহিতার সামিল) তার রাজস্ব প্রতি বছর দেড় হাজার পাউন্ড বাড়িয়ে দেওয়া হল।

ডা. সুইফট কোথাও
একটি পাতা তৈরি করে ফে
যিনি দেবত্বে আরোপিত হ
তাদের সমান গণ্য করা
বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যা
তাকে পাঁচ হাজার ঘোড়া প্র
অভিযোগ উত্থাপন হয়) চুক্তি
ফয়জুল্লাহ খানের র
অভ্যন্তরে কোনো উল্লেখযো
অর্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধির[৭৮] নি
তিনশত হাজারে উঠে গেল
আলোচনায় বলা হয়েছে,
হবে না— তিনশত হাজার
নয়।

সবচাইতে লক্ষণীয়
যেন এগুলো তার সবচাই
জনসংখ্যার কথা অস্বীকা
পাঠানো হয়েছে, তাদের

বিভিন্ন ধরনের জুলু
তারা ভাবল, "জোরপূর্বক
পাউন্ড দাবিতে স্থির থা
দারিদ্র্যের কথা বলে (সত্
সত্যি নাও হয়, আমার
করে তিনি প্রতারক হ
বিরোধিতা করেছেন।
অকল্যাণ প্রতিরোধই
করেছিল, যাতে অপরাধী
জন্য ভর্ৎসনা এবং নিন্দা
অযোধ্যা থেকে খাজনা
এটা করিয়ে নিল, অত
পথে প্রভৃতি সবকিছু থে

এই কল্পিত বিদ্রো
মালিককে বিদ্রোহের অ
দেশদ্রোহ থেকে মুক্তি
এটা এমন একটা বিষয়
হই। আমি নিশ্চিত যে
সদ্ব্যবহার করে যখন
দেওয়ার কথা

ডা. সুইফট কোথাও যেন বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ঘাসের দুটো পাতা উৎপন্ন করার পূর্বেই কেবল একটি পাতা তৈরি করে ফেলল— ওই ব্যক্তি পৃথিবীর সকল রাজনীতিবিদ থেকে ভালো।[৭৭] এই নবাব যিনি দেবত্বে আরোপিত হতেন, অসিরিস, ব্যাকাস এবং সেরিস দেবতা যারা মানুষের কল্যাণকামী, তাদের সমান গণ্য করা হত— এইসব গুণের জন্য কোম্পানি সরকার তাকে প্রতারক, ডাকাত, বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করে। যে মুহূর্তে তাকে বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করা হল সেই মুহূর্তে তাকে পাঁচ হাজার ঘোড়া প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হল। দেরি করা হলে (টেকনিক্যাল বাক্যে যখন কোনো অভিযোগ উত্থাপন হয়) চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে তার নিকট থেকে সবকিছু নেওয়া হবে, শুধু ঘোড়া নয়।

ফয়জুল্লাহ খানের রাজ্য মি. স্পিকার নরফোকের চাইতে ছোট। সমুদ্র থেকে সাতশত মাইল অভ্যন্তরে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু উৎপাদনকারী দেশ নয়। এই রাজ্য থেকে বিভিন্ন সময় উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধির[৭৮] নিকট পাঠানো হয়েছে। ঘোড়ার দাবি মোটেই কোনো শালীন দাবি নয়, এ থেকে তিনশত হাজারে উঠে গেল, কম হিসেবে। বলা হয়েছে, সর্বশেষ ব্যক্তিকে পাঠানো হয় আলোচনার জন্য। আলোচনায় বলা হয়েছে, এ দাবি মেটানো সম্ভব নয়। উত্তরে বলা হয়েছে, এর চাইতে বেশি দাবি করা হবে না— তিনশত হাজার পাউন্ড[৭৯] প্রতি বছর। অথচ অভ্যন্তরস্থিত একটি রাজ্য নরফোকের চাইতে বড় নয়।

সবচাইতে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, অপরাধীকে তার গুণগুলির জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হল যেন এগুলো তার সবচাইতে বড় অপরাধ। তার উন্নতমানের চাষবাসের গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করলেন। জনসংখ্যার কথা অস্বীকার করলেন। তিনি প্রমাণ করতে প্রয়াসী হলেন, তার রাজ্যে দরিদ্র কৃষকদের পাঠানো হয়েছে, তাদের তিনি আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছেন।

বিভিন্ন ধরনের জুলুম, অত্যাচার যার বর্ণনা আপনাদের জন্যও ক্লান্তিকর, আমার জন্যও বিরক্তিকর। তারা ভাবল, "জোরপূর্বক আদায়ের ক্ষমতা দেওয়াই ভালো ব্যবস্থা।" অতএব তারা সর্বশেষ ১৫০,০০০ পাউন্ড দাবিতে স্থির থাকল। ভবিষ্যতে তিনশত হাজার পাউন্ড প্রদান থেকে অব্যাহতি দিল। তার দারিদ্র্যের কথা বলে (সম্ভবত সত্য) তিনি তাদের সিক্যুরিটি কিনতে অস্বীকার করলেন। যদি তার ওজর সত্যি নাও হয়, আমার মতে তিনি কোম্পানির বিশ্বাস না কিনে জ্ঞানী কাজ করেছেন। কম উপকারী চুক্তি করে তিনি প্রতারক হওয়ার চাইতে বিপজ্জনক জেদ এবং নির্মম দাবির কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিরোধিতা করেছেন। তারা ফয়জুল্লাহ খানকে উদাহরণ সৃষ্টিকারী শাস্তি দিল তার দেশের রীতির জন্য। অকল্যাণ প্রতিরোধই ভালো রীতির জন্য বড় বস্তু, এটা মনে রেখে তারা তার অর্থভাণ্ডার নিঃশেষ করেছিল, যাতে অপরাধীর চাষ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি না পায়। তার রাজ্যের মানুষ যাতে কোম্পানি সরকারের জন্য ভর্ৎসনা এবং নিন্দার কারণ না হয় সেজন্য তারা তাকে একটি যথার্থ চুক্তিতে বেঁধে নিল— সেটা হল অযোধ্যা থেকে খাজনা না দিয়ে আসা কৃষকদের আশ্রয় দিতে পারবে না। যথার্থভাবে যখন তারা তাকে এটা করিয়ে নিল, অতঃপর তাকে তথাকথিত সকল বিদ্রোহ, বিদ্রোহে ঈন্ধন, বিদ্রোহে স্বার্থ, বিদ্রোহের পথে প্রভৃতি সবকিছু থেকে মুক্তি দিল।

এই কল্পিত বিদ্রোহ ছিল তাদের একটি হাতিয়ার। যেখানে কোথাও অর্থ রাখা হয়েছে, অর্থের মালিককে বিদ্রোহের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা অর্থ থেকে মুক্তি পেয়েছে, ততক্ষণ দেশদ্রোহ থেকে মুক্তি পায়নি। অর্থ নিয়ে নেওয়া হলে সকল অপবাদ, বিচার এবং শাস্তি শেষ হয়ে যায়। এটা এমন একটা বিষয় অথচ মহাপরিচালকের কোষাগারের হিসাব থেকে বাদ পড়ে যায়— আমি বিস্মিত হই। আমি নিশ্চিত যে, হিসাবে পরবর্তী সংস্করণে সরবরাহ করা হবে। কোম্পানি এই হাতিয়ার পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করে যখন তারা দু জন বৃদ্ধ মহিলাকে[৮০] অভিযুক্ত করে, ইংরেজ জাতিকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার কথিত ষড়যন্ত্রের জন্য। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী দু জন মহিলা ইংরেজের সাথে অর্থ দিয়ে সন্ধি করে ইংরেজেরই নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বিদ্রোহে লিপ্ত থাকতে পারে এ বিশ্বাস্য নয়। যেহেতু কোম্পানির টাকার দরকার, অতএব বৃদ্ধ মহিলা দু জন অবশ্যই ষড়যন্ত্রে জড়িত এবং বিদ্রোহের দোষে দোষী আর ধনসম্পত্তির দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়।

দুবার তারা বড় রকমের ধনসম্পত্তি দুই মহিলার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়, যেন অবশিষ্টাংশে বৃটিশের অনুমতি রয়েছে। একদল ব্রিটিশ সৈন্যকে একজন সামরিক কৃষক জেনারেলের নেতৃত্বে পাঠানো হল প্রাসাদ দখল করতে। সেখানে এই মহিলারা থাকেন। তাদের প্রধান খোজারা[৮১] ছিলেন তাদের প্রতিনিধি অভিভাবক, রক্ষাকর্তা এবং সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের অন্ধকার ভূ-গর্ভে ফেলে দেওয়া হয় ধনসম্পত্তি বের করে দেওয়ার জন্য। সেখানেই তারা পড়ে রইল। যে সকল জমি দিয়ে মহিলাদের ভরণপোষণ হত তারা সেই জমিগুলো দখল ও বাজেয়াপ্ত করল। তাদের ধনরত্ন নেওয়া হল এবং প্রকৃত অজ্ঞাত জায়গায় ছল-চাতুরির নিলাম অনুষ্ঠিত হল। ভদ্রলোকেরা যথার্থ মূল্যেই জিনিসগুলো কিনে নিল। এগুলো বিক্রির কোনো সঠিক হিসাব দেওয়া হল না। কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় তা জানা যায়নি। নষ্ট এবং পরিত্যক্ত জিনিসগুলো রক্ষার জন্য ওই ধরনের কিছু চুক্তি করা হয়।

এখানে আমি স্মরণ করাতে চাই যে, ১৭৭৩ সালের আইন অনুযায়ী সকল কার্যবিধি নিষ্ঠাসহকারে প্রকাশ করতে হবে অথচ এখানে সকল আইনের অবমাননা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজের অর্ধেকই গোপন রাখা হয়।

এ ব্যাপারে আমি উল্লেখ করতে চাই, কী পরিমাণ লোকের ক্ষতি করা হয়েছে এবং যে প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষতি করা হয়েছে। এই বৃদ্ধ মহিলারা একজন হচ্ছেন অযোধ্যার নবাব মরহুম সুজাউদদৌলার মা,[৮২] স্ত্রী[৮৩] যারা সম্মানের দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম কাতারের। সুজাউদদৌলা, মোগল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং বিস্তৃত ও বর্ধিষ্ণু রাজ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। এই নবাব যুক্তিসঙ্গতভাবে তার পুত্র এবং বংশধরদের[৮৪] প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তার সমুদয় সম্পত্তি এবং পরিবার-পরিজন বৃটিশের জিম্মায় রাখেন। এই পরিবার পরিজনের মধ্যে ছিল দুই হাজার মহিলা। এর মধ্যে যুক্ত হয় নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে আরো দুটো পরিবার। আমি যতটুকু জানি, এদের মধ্যে প্রায় চার কুড়ি বাচ্চা-কাচ্চা, খোজাসহ অনেক পুরনো কর্মচারী এবং কাচারির অনেক পুরনো আশ্রিত ব্যক্তি। সকল আশ্রিতদের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে গেছেন তার রেখে যাওয়া জমি এবং ধনসম্পদ থেকে। এই লুটের মাল সম্পর্কে যদি বলি, সুজাউদদৌলার সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য হেস্টিংস ব্যবহার করেন তার ছেলে বর্তমান নবাবকে। এই ছেলের পবিত্র হাতকে ব্যবহার করা হয় মা ও দাদীমার ভাইদের এবং অন্যান্য আশ্রিতদের সম্বল ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য (এই পর্যায়ে কিছু তরুণ সদস্য হেসে ওঠেন, হাসি সময়োপযোগী এবং সময়টা সুন্দর ও যথার্থ)।

শেষ নির্দেশের পরও কিছু অর্থ অদেয় ছিল। মহিলারা হতাশ হয়ে ফের দিতে অস্বীকার করল। মি. হেস্টিংস এবং তার সভাসদগণ ছিলেন অনড় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা রেসিডেন্টকে জানালেন পুত্রকে উত্তেজিত করার জন্য, যাতে সে পৈতৃক দায়িত্বের শেষটুকুও পালন করে। আমরা মনে করি, রেসিডেন্টকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, আপনি আমাকে জানাবেন ফৈয়জাবাদের[৮৫] বেগমের নিকট থেকে অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য কী করেছেন এবং প্রয়োজন মনে করলে আপনি নবাবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলুন।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় কতিপয় মুসলিম নারীর দাবি আদায়ের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে বলব, যখন আমি আপনাদের নিকট অপর একটি ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের কথা বলব, যা সাধারণত ভারতবর্ষের লুক্কায়িত ধন-সম্পদের জন্য প্রায়ই ঘটে থাকে।

বেনারস হচ্ছে ভারতের ধর্মরাজ্যের রাজধানী। এটা একটা বিশেষ ধরনের পবিত্র জায়গা। মুসলমানদের মক্কায় হজ করার মতোই হিন্দুরাও জীবনে একবার হলেও এখানে তীর্থযাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই শহরের জন্য ছিল শ্রদ্ধাভক্তি। প্রতিটি যুদ্ধ, সহিংসতায় এখানে ছিল সকলের জন্য নিরাপত্তা, যা সর্বাধিক নিরাপত্তা সংবলিত, শাসনতন্ত্র যা দিতে পারে না। ফলে শহরটি ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। পুরো রাজ্যটিই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল আর নগরটি হল রাজ্যের রাজধানী। অন্যান্য স্থানের চেয়ে টাকার সুদ অর্ধেকের চেয়ে বেশি। গাজীপুর রাজ্যের অন্তর্গত এই নগরীর তথ্যাবলির রিপোর্ট পেশ করেছি, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্বভৌমত্বের মধ্যে এসে পড়ে।

যদি কোনো অধীনস্থ রাজ্য বৃহৎ শক্তির পাশে সহজভাবে অবস্থান করে, তবে এটাই সেই রাজ্য। প্রতি বছর দুইশত ষাট হাজার পাউন্ড নিয়মনিষ্ঠভাবে ব্যাংকের সুদসহ প্রদান করা হয়। এর সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল রাজা চৈত সিং-এর হাতে যার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে কোনো আগ্রহ ছিল না, তিনি তার ধর্মরাজ্যের রাজধানীর পূর্ণ কর্তৃত্বে ছিলেন। দেশের সমগ্র অংশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তার আশ্রয় নিয়ে স্বেচ্ছায় রাজস্ব প্রদান করত। কর ব্যতীত তার সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষিত হত সকল চুক্তির মাধ্যমে। তার রাজ্য আয়ারল্যান্ডের অর্ধেকের চাইতে বেশি ছিল না। তার মিতব্যয়ী পুরুষাণুক্রম শাসনে তার রাজ্যে কৃষি, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্যে উৎকর্ষ ছিল। তার সম্মান আর আত্মতৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোনো ইচ্ছা ছিল না। এই আলোকিত অবস্থার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হত।

মি. হেস্টিংস বাঁকা দৃষ্টিতে দেখলেন। মি. হেস্টিংস আমাদের বলেন চৈত সিং সম্পর্কে তার নিকট গোপন সংবাদ আছে— তার পিতা[৮৬] তার জন্য এক মিলিয়ন স্টারলিং রেখে গেছেন এবং তিনি প্রতি বছর গোপন ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় করেন। নগণ্য ক্ষমতার চাইতে ন্যক্কারজনক কিছু হতে পারে না। এত অর্থ বৈধ হতে পারে না। সৈন্য সংগ্রহের ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় এই রাজার[৮৭] প্রতি। হাউজ তা অবগত আছে। সিলেক্ট কমিটিতে এক রিপোর্টে বিষয়টি যথার্থ এবং চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার হয়েছে,[৮৮] পরিচালকমণ্ডলীর এক প্রকাশনায় তাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য হেস্টিংসের[৮৯] অভিযোগের উত্তরে আমি বলতে চাই এই আদায় যথার্থ কি না এবং সে কথা বলার পর আমি আপনাদের কিছুটা কষ্ট দেব কোম্পানির মানসিকতা এবং তার পরিচালনা এবং কার্যপদ্ধতির ওপর কিছু বলে।

মি. হেস্টিংসের মতবাদে যা বোঝাতে তিনি চেষ্টা করেছেন, চৈত সিং কোনো রাজা নন, শুধু একজন জমিদার। খাজনা দিয়ে জমির দখল রাখেন।[৯০] এটা যদি সত্যি ধরে নেয়া যায়, তবে পরে দেখা যাক কী অর্থে তিনি বলেন জমির দখলদার। কোম্পানি সরকারের অধীনে তিনি জীবনধারণ করেন, তাই বৃটিশের প্রজা। তার মতবাদ ভালো করে বোঝা যাবে যা সম্প্রতি কোম্পানির সম্মতি নিয়েছে। তার মতবাদ হচ্ছে– জমিদারদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব হচ্ছে কোম্পানির– অথবা কোম্পানি যাকে ক্ষমতা দিয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধির ইচ্ছানুসারে জীবন বা সম্পত্তির বিনিময়ে হলেও কর্তৃপক্ষের নিকট যে অন্তর্নিহিত আনুগত্য থাকে তাই– সেই কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন মি. হেস্টিংস।

ব্রিটিশ কর্তৃত্বে জমিদার সম্পর্কে এটাই হচ্ছে গভর্নরের ধারণা। তার ধারণা এই ধরনের কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে। অথচ সংসদ কর্তৃক এই ধরনের কোনো ক্ষমতা প্রদান বা নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তার ধারণায় তার ক্ষমতাবলে সে জমিদারদের নিকট থেকে খাজনার বাইরেও যেকোনো বস্তু আদায় করতে পারে। যদি তার দাবির নিকট আত্মসমর্পণ না করে তবে সে তার জমি, জীবন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। তবে অবস্থাটি যতই অতিরিক্ত এবং উন্মত্ততা মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। তিনি জোর করে বলেন, যদি কেউ অতিরিক্ত প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে অথবা দলিল পর্যালোচনা করে, যা তার মধ্যে আর বোর্ডের মধ্যে হয়েছে, "যা সম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যের মধ্যে চুক্তির সমান", তিনি বলেন, "এই ধরনের ধারণা অপরাধী ধারণা এং সে নিজেও দায়ী, যদি সে এই বিশ্বাসে সমর্থন প্রদান করে।" নতুন ধরনের অপরাধ আবিষ্কার করেছেন। এই অপরাধ হলো বিশ্বাসকে সমর্থন দেওয়া। – কিসের বিশ্বাস? এই বিশ্বাস পরিচালকদের, হেস্টিংসের প্রভুদের, এই সংসদের কমিটির এবং এই বিশ্বাস হলো নবাব বা রাজাদের অধিকার,[৯১] হেস্টিংসের নয়।

ধরে নিই, বেনারসের রাজা একজন প্রজা এবং একজন উঁচু মাপের অপরাধী— একজন ন্যায্যবাদী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? তিনি কী অভিযোগ প্রণয়ন করেছেন— বিচারের অংশ? না, যা কিছুই করা হয়নি। হেস্টিংস মনে মনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে, শোনা কথায়, চেহারা দেখে, গুজবে, অনুমানে, ধারণায়— যা কোনো পক্ষ বা ব্যক্তিকে সকল কার্যক্রমের সময় কখনো বলা হয়নি।

গভর্নর ছলচাতুরি না করে কোনো নবাব বা প্রজার প্রতি ন্যায়-বিচারের তোয়াক্কা না করে এই কার্যক্রম সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং সংক্ষেপে মনোভাব ব্যক্ত করেন এই বলে, "ধরে নিই,

আমি চৈত সিং-এর প্রতি অবৈধভাবে কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছি কিংবা অন্যায় করেছি– আমার মনোভাব ব্যক্ত করছি। কোম্পানির স্বার্থে কোম্পানিকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য (সীমাহীন চাপে কোম্পানি ডুবে যাচ্ছিল) আমি তখন একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুভব করি। একটি দেশীয় রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করা হয় তাদের কিছু অর্থ আমাদের সাহায্যে লাগাতে। এই ধরনের বিশেষ একটি ধারণা নিয়ে আমি কলকাতা ত্যাগ করি।" এটা তার সরল বর্ণনা। এরপর বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই— রাজার ধন আর তার অপরাধ, বিচারকের প্রয়োজন, অপরাধীর প্রাচুর্য এগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না— এইসব চিন্তা যা হেস্টিংসের কর্মকাণ্ডের মধ্যে পাওয়া যায়।

"বিচার এবং কৌশল বৃহৎ অর্থনৈতিক দণ্ড আদায়ের জন্য," তার প্রস্তাব, "কোম্পানির দুর্দশার কথিত অপরাধীর দোষের জন্য তার নিকট থেকে অর্থ আদায়।" তার প্রত্যয়, "তার ক্ষমতার জন্য তাকে বড় পরিমাণ দিতে হবে, নয়ত অতীত অপকর্মের জন্য তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।" যেহেতু "সম্পত্তি অনেক বেশি" এবং "কোম্পানির প্রয়োজন বেশি", অতএব তিনি মনে করলেন, তাদের সাহায্যের জন্য বড় পরিমাণ আর্থিক জরিমানা আদায় করা ন্যায্য এবং কৌশল। – অর্থের পরিমাণ (মি. হোয়েলার বলেন, সাক্ষীসহ, তার ইচ্ছায়, তার খেয়ালখুশিতে), গভর্নর প্রস্তাব করেন, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ লক্ষে অর্থাৎ চারশত অথবা পাঁচশত হাজার পাউন্ড বর্ধিত করতে হবে, নয়ত তাকে জমিদারি থেকে অপসারণ করতে হবে। অথবা তার দুর্গ দখল করে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ধনসম্পত্তি কোম্পানির জন্য দখল নিতে হবে।

অপরাধ যতই সুবিধাজনক, কৌশলী, অত্যাবশ্যকীয়, দুর্দশা দূরকারী হোক, যে রীতি মানে না, প্রমাণ মানে না, তার জন্য কোনো কিছুই আটকায় না।

এ ব্যাপারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। যে ক্ষমতার জন্য হেস্টিংস প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যে ক্ষমতা কোনো রাজা বাদশার ছিল না, কোনো ব্যক্তিকে কেউ সোপর্দ করেনি, সেই সার্বভৌম ক্ষমতা, যা কেবল সংসদই দিতে পারে। নিশ্চিতভাবে সংসদ তাকে সেই ক্ষমতা দেয়নি। ১৭৭৩ সালের আইন অনুযায়ী যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তা আনুষ্ঠানিক এবং প্রথামাফিক। এই ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়নি। ক্ষমতা দেওয়া হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটসহ বোর্ডকে। বোর্ড তাদের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে লোকহিতকর চরিত্র এবং অবস্থান থেকে সবকিছু রেকর্ডে নিশ্চিত করবে। মি. হেস্টিংস স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজ যাই করেছেন সবই ব্যক্তিগত দায়িত্বে করেছেন। বোর্ড যত নমনীয় বা ন্যায্যই হোক, নগণ্য ছোট কাজ করতেও বোর্ডের নিকট থেকে ক্ষমতা পেতে হবে। সেই কারণে হেস্টিংস অন্যায় ক্ষমতা দখলকারী। তার কার্যক্রম বৈধতা দিতে সভার কোনো প্রস্তাবনা, আলোচনা হয়নি। কোনো কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ বা বিলিও হয়নি। বেনারসের রাজাকে জরিমানা ধার্য করতে কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়নি। তার নিজস্ব কার্যবিবরণীতে তার ভ্রমণ, কর্তব্য এবং কার্যপরিধি সম্পর্কে আছে।

মি. হোয়েলার স্বেচ্ছায় অনেক পরে আমাদের বলেছেন, মি. হেস্টিংসের সাথে তার বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন ইচ্ছার কথা বলেছেন, "রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সমর্থনের পূর্বাভাষ তিনি পূর্বেই দিয়েছিলেন।" এই গোপন কথাবার্তার মধ্যে সমর্থনের পূর্বাভাসের যে কথা বলা হয়েছে, এর ক্ষমতা তার নেই, বরং তা সংসদের প্রকাশ্য আইনের এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের[৯২] অভিপ্রায়ের পরিপন্থী।

যেভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে সমস্ত পৃথিবীই তা জানে। যত সহিংসতাই[৯৩] হোক না কেন, রাজার প্রতি যে অভিসন্ধি নেওয়া হয়েছিল তা যে ফলপ্রসূ হয়নি তা-ও এই হাউজ জানে। দুর্ভাগা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। আরো দুর্ভাগা দেশ অধীন হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয় কিন্তু একটি টাকাও পাওয়া যায়নি। অর্থহীন যুদ্ধ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে কোম্পানির অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধির পরিবর্তে নতুন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের ক্ষমতার ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেয়। গভর্নরের হাসি মিলিয়ে যেত যদি তার ক্ষমতার কবচ সরিয়ে নেওয়া হত।

Speech on East India

সফলতা আমার এ
নিয়ে অপর কুড়িটি রাজ
অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং
ব্যবহার এবং অশালীন
দেওয়া হয়। ঔদ্ধত্য স্বৈর
গভর্নর জেনারেলের প্রতি
মানুষগুলোকে আরো অ
নামের একজন ডাকাত,
হল। অপমান পর্ব শেষ
নিযুক্ত করা হল।

স্যার, লক্ষ করুন,
যে নিয়মানুবর্তিতার সা
অভিভাবককে পদচ্যুত
সমৃদ্ধশালী দেশটি চরম
পূর্ণ করার জন্য একজন
দেওয়া হল। অথচ পা
ধর্মান্ধতার যুগেও কোনো

কিছু অর্থের বিনিম
পরিণত হল। অন্য আ
আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত
আচরণের কথা স্মরণ ক
লোকজন নিয়ে বিজগুড়ে
ধনরত্ন যারই হোক, সে
আশ্চর্য, কিছুই পাওয়া যে
পুখরাজের[৯৯] দখলে ছিল

সৈন্যদের বেতন ক
কোনো অভিযানে বঞ্চিত
উদারতার মধ্যে কিছু স
কোম্পানির প্রথম বেসা
করলেন। সামরিক অনিষ্ট
নিকট লিখেছিলেন, যেগু
গায়, "আমার মনে হয়
অযৌক্তিক। তার দাবি ত
থাকবে। আমি আশঙ্কা ক
বঞ্চিত করা হবে। এটা
এবং সৈন্যরা এমন সম্পা
আপনিই ভালো বিচারক
রানীর দুর্দশার কারণে
ইংরেজ দখল করতে চায়
দেব না।"

সফলতা আমার এখানে মূল আলোচনার বিষয় নয়। যথার্থ হত যদি একজন রাজার সম্পত্তি পুরোটা নিয়ে অপর কুড়িটি রাজার ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা যেত। রাজাকে তার প্রাসাদে গ্রেফতার শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং অযৌক্তিক। পৃথিবীর একটি ভদ্রজাতির একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি অভদ্র ব্যবহার এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগ নেহায়েতই অসহ্য। এতে তার জাতির মানুষের রক্ত উষ্ণ করে দেওয়া হয়। ঔদ্ধত্য স্বৈরশাসনকে আরো নিচে নামিয়ে দেয়। একজন বৃদ্ধ মহৎ লোক কর্তৃক সেই সময়ের গভর্নর জেনারেলের প্রতি Quicquid superbia in Contumelies[৯৪] অভিযোগ আনা হয়। দুর্ভাগা মানুষগুলোকে আরো অপমান করা হয়। একজন সম্মানিত সকলের প্রিয় রাজার পরিবর্তে উসান সিং[৯৫] নামের একজন ডাকাত, দস্যুকে বিড়ালের মধ্যে বাজপাখির মতো উড়ে শাসন করার জন্য নিযুক্ত করা হল। অপমান পর্ব শেষ হলে রাজস্ব একটি চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। একজন নাবালকের[৯৬] অভিভাবক নিযুক্ত করা হল।

স্যার, লক্ষ করুন, এই অধঃপতনের অস্বাভাবিক পথ ও অন্যায্য ব্যবহারের ফল হল কী? এতদিন যে নিয়মানুবর্তিতার সাথে রাজস্ব আদায় হত এখন তা বাকি পড়ে গেল। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই অভিভাবককে পদচ্যুত এবং বন্দী করা হল। ভালো অবস্থা ছিনিয়ে নেওয়ার পর একসময়ের এই সমৃদ্ধশালী দেশটি চরম বিশৃঙ্খলায় ভরে গেল। তাদের অপমানের, অধঃপতনের, তিক্ততার ষোলকলা পূর্ণ করার জন্য একজন মুসলমান আলী ইব্রাহীম খানকে[৯৭] হিন্দুদের পবিত্র স্থানের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া হল। অথচ পারশ্য, তাতার যুদ্ধজয়ীরা এদের সম্মান করত। মুসলমান শাসনের গৌরব এবং ধর্মান্ধতার যুগেও কোনো মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট ওই স্থানে প্রবেশ করত না।

কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের ধর্মগুরুর নিকট ধর্মের কর্মকাণ্ড সেরে নেয়াই এখন ধর্মের সারকথায় পরিণত হল। অন্য আরো কিছু বিষয়, যা ধর্মীয় সংস্কারের চাইতে কম না, তাও কোম্পানি শাসনে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হল। নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষ করে সমাজের উঁচু পর্যায়ের নারীদের প্রতি আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গাজীপুরে গণ্ডগোলের সময় চেত সিং-এর মা পান্না[৯৮] তার লোকজন নিয়ে বিজগুড়ে অবস্থান নেয়। সেখানে তার পুত্রের কিংবা তার নিজের ধনসম্পত্তি সঞ্চিত ছিল। ধনরত্ন যারই হোক, সেটা মূল কথা নয়, এই মহিলার প্রতি কোনো বিদ্রোহের অভিযোগ ছিল না (এটা আশ্চর্য, কিছুই পাওয়া যেত না), তারা স্থির করেছিল তার সৌভাগ্যকে রক্ষা করতে। রাজ প্রাসাদটি মেজর পুপহামের[৯৯] দখলে ছিল।

সৈন্যদের বেতন কম ছিল এই আশঙ্কা করার কোনো কারণ ছিল না। যেসব সৈন্য ভাবত পূর্ববর্তী কোনো অভিযানে বঞ্চিত হয়েছে, তারা লুণ্ঠনের জন্য লালায়িতও ছিল না, কিন্তু পেশার সাহসিকতার ও উদারতার মধ্যে কিছু সন্দেহ দেখা দিত, কারণ সার্বিকভাবে সামরিক বাহিনীর মধ্যে লোলুপতা ছিল। কোম্পানির প্রথম বেসামরিক ম্যাজিস্ট্রেট মহিলাদের মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে অস্থিরতা লক্ষ করলেন। সামরিক অনিষ্ট বন্ধের জন্য কিছু শর্ত গৃহীত হল। তিনি পূর্বে এ কয়েকটি চিঠি মি. পুপহামের নিকট লিখেছিলেন, যেগুলো আমি দেখিনি তবে সেই চিঠির সূত্র ধরে লেখেন যাতে তার উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পায়, "আমার মনে হয় যেসব দাবি তিনি করেছেন তার নিরাপত্তা আর সম্মান ছাড়া আর সবই অযৌক্তিক। তার দাবি আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই সংবাদ সত্যি হলে দুর্গে আপনার শর্তই বহাল থাকবে। আমি আশঙ্কা করি, ভালোমতো পরীক্ষা ব্যতীত সম্পত্তি-দখলকারীকে অবসর দান করলে তাকে বঞ্চিত করা হবে। এটা আপনার বিষয়, আমার নয়। আমি দুঃখিত হব এই জন্য যে, আপনার কর্মকর্তা এবং সৈন্যরা এমন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে, যা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু রানীর সাথে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আপনিই ভালো বিচারক, আপনি যে জন্য যাকে নিয়োজিত করবেন আমি তা অনুমোদন দেব। কিন্তু রানীর দুর্দশার কারণে জমিদারির ক্ষমতা না থাকলেও হারলিচ পরগনা কিংবা অন্য কোনো পরগনা ইংরেজ দখল করতে চায় কিংবা অন্য কোনো ভূমি বা অন্য কোনো বন্দোবস্ত চাইলে, আমি তাতে মত দেব না।"

এখানে আপনার গভর্নর মহিলাদের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ব্যাপারে সৈন্যদের লোলুপতা ও লাম্পট্যে উৎসাহ দেয়। যাতে এই দুর্ভাগা প্রাণীরা তাদের মেয়েলি প্রয়োজনের জন্য কিছু না পায়, সেজন্য

তিনি নির্দেশ করেন তাদের পাওনার জন্য কোনো চুক্তি করা হবে না। একজন রাজার বিধবা স্ত্রী এবং মাতা নিজের অবস্থা ও কারণ ভালোই বুঝতে পারলেন। এই সামাজিক স্তরের একজন মহিলা মি. হেটিংসের ব্যক্তিগত চাকরের নিকট আবেদনকারী হয়ে পড়লেন। তার নিজের ভাষায়, "বর্তমান সৈন্য এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মিনতিসহকারে তার মধ্যস্থতা প্রার্থনা করলেন। তার নিরাপত্তা এবং সম্মান রক্ষার কারণে মূল্যবান সম্পদসমেত দুর্গ সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এত ভালো (!), সম্মতি না দিয়ে পারেন!" যদি তিনি মূল্যবান সম্পত্তিসহ আত্মসমর্পণ করেন, শুধু তার প্রায়োজনীয় ও পছন্দের জিনিসগুলো বাদে, তবে সেক্ষেত্রে তা সম্পাদন করতে অস্বীকার করেন বা ২৪ ঘণ্টার বেশি দেরি করেন; তবে আমার চূড়ান্ত নির্দেশ, তার সাথে কোনো সংগ্রহ বা আলোচনা বন্ধ করুন এবং কোনো ছলছুতায় তা শুরু করবেন না।

যদি তিনি আমাকে হতাশ করেন বা ছোট করেন কিংবা আমার দেওয়ানকে[১০০] হতাশভাবে ফিরে আসতে হয়, সেক্ষেত্রে আমি বিষয়টিকে নির্জলা অপমান ও অমর্যাদা মনে করব, যা কখনো ক্ষমা করব না। কোনো শর্তেই কখনো কোনো ছাড় দেব না এবং সে আমাদের সরকারের দান ও উদারতায় বিশ্বাস করতে পারে, অন্যথায় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, যে ঝুঁকি সে বেছে নিয়েছে। আমার মনে হয়, এর ফলাফল তার অজানা নয় এবং এর মুখোমুখি সে হবে না এবং তার প্রস্তাবে আমার আস্থা আছে, সেই জন্য আমার দেওয়ানকে তার নিকট পাঠাতে সম্মত হয়েছি। "দয়ালু গভর্নরের চিঠির শেষ অংশে যে ভয়াবহ গোপন ইঙ্গিত আছে তা ভারতবর্ষের কারো বোঝার বাকি থাকে না। যারা দৈহিক অপমান ভোগ করে তারা নিজের রক্ত দিয়ে হলেও অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এসব সত্ত্বেও সামরিক মেজাজ বিভিন্নভাবে কাজ করে। তারা একটি শর্তে উপনীত হল যা কোনো দিন বের হয়নি। মনে হয় লুটের শতকরা পনের ভাগ বন্দীদের জন্য সংরক্ষিত থাকল যার মধ্যে বেনারসের বর্তমান রাজার মায়ের ভাগও ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা, ভালো জীবনধারণের জন্যই যার জন্ম। (কিছু তরুণ সদস্যের হাসি) এই সুখের তার প্রয়োজন ছিল না। প্রাচীনকালের একজন ভালো লেখক তার সময়ের দুর্দশা বর্ণনা করেন *নবিলিছছিমেরাম ফেমিনেরাম এক জিলিয়া এট ফুগাস*[১০১] গ্রন্থে। স্যার, এই বৃদ্ধা তার সঙ্গী তিনশত মহিলা, অসংখ্য শিশুসহ বাড়ি ছেড়ে নিম্নমানের ক্যাম্পে চলে আসতে বাধ্য হন। গভর্নর জেনারেলের সুশিক্ষা তারা ভোলেনি। তারা পরীক্ষা ব্যতীত লুটের মালামাল নিয়ে প্রতারিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তারা প্রতিশোধ নিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করল এবং লুটপাট থেকে রক্ষা করতে পারল না। বিষয়টি পুপহামের বর্ণনায়, "রানী রাত দশটায় তার পরিবার-পরিজন এবং পোষ্যদের নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। মনে হয় অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে মনোযোগ দেননি। আমি বিষয়টি আপনাদের জানাতে অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমাদের অনুগামীদের বেপরোয়া ভাব ছিল সীমাহীন। আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গ থেকে তারা যাই বের করে নিয়ে যাচ্ছিল সবই তারা লুট করে নিয়ে যায়। এতে তারা আত্মসমর্পণের ধারাগুলো ভঙ্গ করে। বিষয়টিতে আমি এত ব্যথিত যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। চুক্তির অন্য ধারাগুলোর কঠিন প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়টির কিছু উপশম করা যাবে। সেটাই আমার কর্তব্য বলে মনে করব। কিছু অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ এবং দখলে বিলম্বের কারণে তাদের অসন্তুষ্ট করেছিল। প্রথমে চুক্তি বাতিল মনে করা হল, পরে বন্দীদের জন্য সহানুভূতি ও দয়া তার প্রতিজ্ঞাকে উজ্জীবিত করে দিল।"

মহিলাদের সরিয়ে দেওয়া হল। তাদের চূড়ান্ত অপমান করা এবং শোচনীয় অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হল। হেস্টিংস সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন, পুনরায় তার উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করলেন, যাতে সৈন্যরা লুটের মাল থেকে বঞ্চিত না হয়। রাজার দোষের জন্য কোম্পানির আর্থিক সাহায্যের পথ করতে হবে। এটাই ছিল তার মূল বক্তব্য। তিনি অভিজ্ঞতার ফলে জানতেন, কোম্পানির প্রতি সহানুভূতির কারণে দেশীয়দের প্রতি নির্মম আচরণই তার পবিত্র দায়িত্ব। সৈন্যদের অসুবিধাগুলো দেখাই ছিল তার প্রথম কাজ। কোম্পানির পক্ষে হেস্টিংসের কর্তৃত্ব কিংবা তার সনির্বন্ধ অনুরোধে এক শিলিংও নিতে পারতেন না। লুটের মাল তারা নিজেরাই ভাগ করত। দাবি থেকে বিচ্যুত হয়ে লুটের মাল ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হত। সৈন্যরা ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে

কারী এটা চাইত অধিকার হিসেবে। সকল কর্তৃত্ব অমান্য করে তারা দুইশত হাজার পাউন্ড স্টারলিং ভাগ করে নেয়, অধিকন্তু মহিলাদের নিকট থেকে লুট তো ছিলই।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যে সরকারের নীতিই হচ্ছে বিশেষ পন্থায় সম্পদ অর্জন, সে পন্থা হবে শক্ত হাত এবং সেই শক্ত হাত বিশেষ পন্থা অবলম্বন করবে এটা আমরা নিশ্চিত। যুক্তি থাক বা না থাক, লুটের কারণে এবং অধীনতা অস্বীকার করার কারণে ভারতে সামরিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বেনারসে। অতি সম্প্রতি মহীশুরে আমাদের পরাজয় হয়েছে। বিগত গেজেটে তা স্বীকার হয়েছে।[১০২]

এটা নিশ্চত যে, বেনারস শহর বা রাজ্য আর ভালো অবস্থানে নেই। এটা আরো পরে পরিষ্কার হবে। অভিজ্ঞ মি. হেস্টিংসও কষ্টসহকারে এমনি একটি শহর বা প্রদেশের কথা বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ফারুকাবাদ।[১০৩] এ ব্যাপারে তার জ্ঞান সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে তার জ্ঞান একটি ব্যতিক্রম। রাজ্যের অবস্থা এবং তার কারণ তিনি তার নিখুঁত আলোচনায় বর্ণনা করেছেন, কীভাবে আমরা দেশীয় সরকারগুলোকে নিচে নামিয়ে এনেছি। কিছু সময় পূর্বেও যে ফারুকাবাদ ভারতের একটি জনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী নগরী ছিল— বর্তমানে শৃঙ্খলা, নিয়মনীতি, কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য কারণের প্রভাবে সেই ফারুকাবাদ একটি জনবসতিহীন, উৎপাদনহীন নগরীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে চোখে পড়ে নির্মম দারিদ্র্য, শূন্যতা আর দৈন্য। অথচ নবাব[১০৪] একটু সতর্ক হলেই তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড রাজস্ব পেতেন। তাকে রক্ষা করার কোনো সেনাবাহিনী নেই, দৈনন্দিন জীবনযাপন ছাড়া আর কিছু তার নেই।

এটাই সত্যি এবং অতিরঞ্জনবিহীন চিত্র। শুধু ফারুকাবাদের নয় এবং আমাদের দখলকৃত ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের অবস্থা যা ভারতে পতিত অবস্থায় রয়েছে। স্যার, এখন এই হাউজ জানতে চাইবে এই চিত্র কেন তুলে ধরা হয়েছে। এটা প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, বরং প্রয়োজন এই জন্য যে, অযোধ্যার নবাব[১০৫] কর্তৃক প্রেরিত ক্রোককারীর হাত থেকে এক দুর্ভাগা নবাবকে রক্ষা করা এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধির[১০৬] মাধ্যমে রক্ষা করা। অযোধ্যায় উর্ধ্বতন প্রতিনিধির নিকট অভিযোগটি জানাবেন অথবা কলকাতায়। লক্ষ করুন, কীভাবে সংস্কারক সংস্কারে লেগে রইলেন। এই পদ্ধতির ফল আশাতীত ছিল। নবাব সহজ হলেন, রাজ্য ভালো অবস্থা পেতে শুরু করল, রাজস্ব সংগ্রহ হতে শুরু হল। মি. হেস্টিংস প্রতিনিধিকে শুধু ডেকেই পাঠালেন না, রবং অযোধ্যার নবাবের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হলেন।

অধীনস্থ প্রদেশগুলোকে এইভাবে রক্ষা করার ফল পাওয়া গেল। আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করব উলরাঞ্চলের প্রদেশগুলোর অবস্থা ব্যাখ্যা করে, সর্বশেষ পদ্ধতির ফলাফলসহ। স্যার, আমি একটু পূর্বেই হেস্টিংসের বর্ণনা উল্লেখ করেছি যা আপনাদের স্মরণ আছে। সেখানে বলা হয়েছে অন্যের ধ্বংসকারী অযোধ্যার নবাবের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা এবং ফলত হান্নাই,[১০৭] মিডলটন এবং জনসনকে[১০৮] ফেরত নেওয়ার কথা। যখন এই ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক আবেগ নিঃশেষ হল পুরনো বন্ধুত্ব পুনর্জীবিত হল। কিছু নিরাময়কারী বৈঠক হল তাদের সাথে আর উর্ধ্বতন সরকারের সাথে। মি. হান্নাইকে অযোধ্যায় ফিরে আসতে অনুমতি দেওয়া হল; তার মৃত্যুতে প্রস্তাবিত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। কাউন্সিল কিছু পরিচিন্তিত সতর্কতা অবলম্বন করে, রাজ্য সেগুলো থেকেও বঞ্চিত হয়।

এই ভদ্রলোকদের একজন বড় ধরনের তহবিল তছরুপের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। মি. হেস্টিংসের মতে দু জন[১০৯] বড় ধরনের অপরাধ[১১০] করেছিলেন। পরিচালকমণ্ডলীকে জানানো হল পরবর্তী দু জনের বিরুদ্ধে শক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক এবং কোর্টকে জানালেন বিচার বন্ধ রাখতে এবং তাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষা করতে। একটি প্রহসন তদন্ত কমিটি তৈরি করা হল যাতে অভিযুক্তরা অব্যাহতি পায় বা দোষী সাব্যস্ত হয়[১১১]। সনদপ্রাপ্ত গভর্নরদের সুন্দর ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে গণতদন্ত প্রকৃতপক্ষে[১১২] শেষ হয়ে যায়। কথিত আত্মসাৎকারী এবং অযোধ্যা ধ্বংসকারীরা তাদের অভিযোগকারীদের নিকট সকল নিরাপত্তা ন্যস্ত করে। অন্যরা তাদের উদাহরণ নিয়ে সফলতা পায়।

আমি কোম্পানির অধীনস্থ রাজ্যগুলোর পূর্ণ চিত্র দেখাতে চাই। আমি কর্নাটকের কথা বলব যার আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা উত্তরাঞ্চলের যেকোনো রাজ্যের চাইতে খারাপ। ভালো হবে, যদি বলি এই নগরী অন্যায়ের নগরী। অবশিষ্ট রাজ্যগুলো ভারত এবং ইংল্যান্ড থেকে বিচ্যুত, যদিও সেখান থেকেই শাসন নিয়ন্ত্রণ হয়। কার্থেজা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, ডি কার্থেজিন সেটিয়াস এস্ট সাইলেরি কোয়াম পেরাম ডাইসেরি।[১১৩] এই দেশটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় ৪৬০০০ বর্গ মাইল। এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়, দু-এক জন ব্যাংকার যারা আবশ্যকীয় জমাদানকারী, পরিবেশক বাদে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্পদশালী, ভূ-স্বামী, বড় ব্যবসায়ী, অর্থশালী লোক ছিল না। দেশটিতে বছরের একটি সময়ে আর্দ্রতা, সৃষ্টিকর্তার দান পাওয়া যেত। মানুষের সযত্ন পরিশ্রম সৃষ্টিকর্তার দানকে পরিমিত ব্যয়ে চালাত। হিন্দুরা সতর্কতার সাথে এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে বছরের একটি সময়ের বৃষ্টিকে জলাধারে জমাত। যথাসময়ের এই পানি দিয়ে পুরো দেশকে উর্বর করত। পুরোহিত এবং হিন্দু শাসকদের প্রধান ধর্মীয় দায়িত্ব ও কৌশল হত এই চৌবাচ্চা সংরক্ষণ এবং চাষবাস, বীজ এবং গরুবাছুর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

এই কারণে কিছু অর্থ প্রদানের নির্দেশ ছিল। সেখানে এমন কোনো পোল্লাম বা দুর্গ ছিল না যেখানে কোনো ধনসম্পদ ছিল না, যার দ্বারা তারা বছরের বিভিন্ন সময়ের বৈরী ঋতুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করত না। শহরে সব ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য অনেক ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকার ছিলেন। অন্যদিকে দেশীয় রাজারা তাদের নিকট থেকে ঋণ নিতেন। বর্তমান সময়ের মতো শিল্পপতিদের নিকট থেকে কর নেয়া হত না, উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বা প্রাপ্য অর্থ থেকে অর্থ দিত। দুঃখ-দুর্দশার সময় সমস্ত দেশে সরাইখানা হাসপাতাল খুলে দেওয়া হত। সেখানে পথিক এবং দরিদ্ররা পরিচর্যা পেত। সর্বস্তরের লোকের স্থান ছিল এই স্থানগুলো। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ছিল দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে। আর্কটের নবাবিতে সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল। অর্থ-সম্পদ জমিয়ে রাখা ছিল তাদের নিকট অপরাধ। ভূ-স্বামীদের সাধারণ খাজনা দেওয়া ছিল প্রতারণা। নিম্নপর্যায়ের রাজাদের জন্য নির্ধারিত করের বাইরে বেশি মওকুফ বিদ্রোহের শামিল। এরপর সবগুলো প্রাসাদ ধ্বংস করা হল; দেশীয় রাজাদের নির্বাসিত করা হল, হাসপাতাল ধ্বংস করা হল, উৎপাদনকারীরা অন্যত্র চলে গেল এবং এইসব উন্নয়নশীল রাজ্যগুলোতে অনুর্বরতা, দারিদ্র্য, জনশূন্যতা প্রকট হয়ে দেখা দিল।

কোম্পানি এই সকল অপকর্মের প্রতি এবং সত্যিকার কারণের প্রতি প্রথম দিকে সংবেদনশীল ছিল। তাদের সঠিক নির্দেশ ছিল, দেশীয় রাজা যাদের পলিগার বলা হয় তাদের নির্মূল করা যাবে না। পলিগারদের বিদ্রোহ (এই শব্দ বলত), ন্যায্যভাবে বললে, কারণ হচ্ছে নবাবদের কর আদায়কারীদের অব্যবস্থা। তারা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে তাদের সৈন্যরাও অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তারা আরো কঠিন ভাষা ব্যবহার করতে পারত। অন্যত্র এর সংশোধন করেছেন। পলিগারদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরিচালক বলেন, তাদের এই ভীতিপ্রদ জায়গায় ঠেলে দেওয়া সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী। কঠোরতার কিছু উদাহরণ প্রয়োজন, "যখন তারা নবাবের হাতে পড়ে তখনো তারা ধ্বংসের পর্যায়ে যায়নি।" তারা ভয় করে যে তার সরকার মোটেই নরম নয় এবং রাজস্ব আদায়ে প্রচুর অত্যাচার হয়। তারা বলে, কর্নাটককে যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের দুর্দশার কারণ। "এই দুর্দশা অনেক বড় কিন্তু নবাবের অত্যাচার অনেক বড়।" দয়া করে স্যার লক্ষ করুন, তাদের মতামতের কারণ। যুদ্ধের চাইতে সরকারের হাতিয়ার কর্তৃক অত্যাচার আরো বড়। কারণ তারা বলেন, "বিরামহীন অন্য সবকিছু সাময়িক এই অত্যাচারে নবাব বিশাল সম্পদ সংগ্রহ করেন।" নিদারুণ দুঃখকষ্টের সময়ে হায়দায় আলীর আক্রমণের কারণে এই সম্পদ কারো কোনো উপকারে আসেনি।

এই বক্তব্য কোম্পানির আচরণের সাথে তুলনা করা যুক্তিযুক্ত। পলিগারদের ধ্বংসের বিরুদ্ধে তারা প্রথম যে কারণ আরোপ করে তা হচ্ছে তাঁতিরা তাদের দুর্গে অবস্থান নিত। ফরাসিরা মাদ্রাজ দখলের[১১৪] পর, তাদের দুর্গে অধিকাংশ তাঁতিসহ অধিবাসীরা আশ্রয় এবং সুরক্ষা পেত। তাঁতিদের কোম্পানি হুল ফুটিয়ে হত্যা করত এবং দুর্ভাগা রাজারা তাদের আশ্রয় দিত। এইসব আদেশসহ ঘোষণা সত্ত্বেও অবশেষে পরোক্ষ অনুমোদন প্রদান করে। প্রত্যক্ষ এবং অদম্য শক্তির কিছু পদ্ধতি আশ্রয়গ্রহণ করে যা তারা

বারবার ভুল কৌশল, নিষ্ঠুর, অমা
তারা স্মরণে রাখল তাদের কিছু
তাদের সাধারণ প্রজাদের রক্ষার জ
মাথায় উদ্বিগ্নতা নিয়ে তার
চাকরদের) সতর্ক হতে হবে যাতে
হয়, যেমন নিরাপত্তা তারা পলি
জানায় এদের শোচনীয় অবস্থার
করতে গিয়ে তাঁতিরা যে নিরাপত্ত
অত্যাচারীর পক্ষে যখন আশ্রয়দা
দেখে। যখন তারা রাখাল বালক
জন্য নেকড়েকে সুপারিশ করে।
জনশূন্য করে দেয়ার জন্য এক
কোম্পানির তাঁবেদারকে কোম্পা
নিরবচ্ছিন্ন রীতি। সময় নষ্ট ন
জায়গিরি[১১৫], মাদ্রাজের পার্শ্ববর্তী
স্বৈরশাসক হিসেবে মনে করে।
তাদের বারবারই বলেন, কর্তৃত্বে
মূল্য দেন তিনি বেশি। অন্য ভূ
গিয়ে অবশিষ্ট সকল এলাকায়ই

হাউস অনুধাবন করে যে,
অবস্থা পরোক্ষ কিন্তু বাস্তবতা
জিজ্ঞেস করতে চাই, গণবিশ্বা
দেশগুলোর শাসনভার ওই হা
রাখতে চাই, সেই বিশ্বাস পবিত্র

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত ব
সংক্ষিপ্তভাবে বলার প্রয়াস নেব
এগুলোর মধ্যে আছে বাংলার
তাদের পরিশিষ্টে বিস্তারিত বর্ণন
প্রথমত, ভূমিসংক্রান্ত স্বার্থ; দ্বি
সরকারের প্রতি।

বাংলা এবং এর সাথে
যেমন ফ্রান্স দেশটি একটি বৃহ
ভদ্রলোক, নিষ্কর ভূমির মালিক,
বাংলার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর
জোরালোভাবে বলেন এবং
দুর্ভিক্ষের কোনো প্রতিকার[১১৬]
করব? যে জাতির ভূমিস্বার্থ ফর
অভিজাত সম্প্রদায়, ভদ্রলোক
কোনো প্রাধান্য
চক্রান্তকা

বারবার ভুল কৌশল, নিষ্ঠুর, অমানবিক নির্যাতন বলে উল্লেখ করেছে। রাজা, জনগণ সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা স্মরণে রাখল তাদের কিছু ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে। কৌতূহলের ব্যাপার হচ্ছে, এই জন্য তারা তাদের সাধারণ প্রজাদের রক্ষার জন্য কিছু মনোযোগ দেয়।

মাথায় উদ্বিগ্নতা নিয়ে তারা নির্দেশ করে, পলিগারদের সংকুচিত করতে গিয়ে তাদের (তাদের চাকরদের) সতর্ক হতে হবে যাতে তাঁতি এবং উৎপাদনকারীরা যেন তাদের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত না হয়, যেমন নিরাপত্তা তারা পলিগান দেশে পেয়ে থাকে। তারা তাদের তাঁবেদার আরকটের নবাবকে জানায় এদের শোচনীয় অবস্থার কথা। "আমরা, মহাত্মন, আপনাকে অনুরোধ করছি পলিগারদের উৎখাৎ করতে গিয়ে তাঁতিরা যে নিরাপত্তা ভোগ করত তা ক্ষুণ্ন করবেন না। তাদের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবেন।" অত্যাচারীর পক্ষে যখন আশ্রয়দাতাকে উৎখাৎ করে তারা আশ্রিতদের অধিকার ধর্মজ্ঞানে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে। যখন তারা রাখাল বালক এবং তার কুকুরকে শেষ করে, তখন তারা ধর্মজ্ঞানে দয়া ও সতর্ক দৃষ্টির জন্য নেকড়েকে সুপারিশ করে। এটাই হচ্ছে তাদের সার্বিক রীতি। তাদের হাতে ন্যস্ত দেশটি ধ্বংস এবং জনশূন্য করে দেয়ার জন্য একদিকে কিছু পদ্ধতি নিষেধ করছে, আবার কিছু পদ্ধতি উৎসাহ দিচ্ছে। কোম্পানির তাঁবেদারকে কোম্পানি সরকার সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে এটা অসাধারণ। কিন্তু এটা তাদের নিরবচ্ছিন্ন রীতি। সময় নষ্ট না করে তারা বেছে নিচ্ছে তানজোর এবং পার্শ্ববর্তী ভূমিসমূহ অর্থাৎ জায়গিরি[১১৫], মাদ্রাজের পার্শ্ববর্তী। ইজারা দেয় নবাবের নিকট যাকে তারা নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতনকারী এবং স্বৈরশাসক হিসেবে মনে করে। এটা তারা ভান না করেই করে। এই নবাব তাদের ভাড়াটিয়া হয়। তিনি তাদের বারবারই বলেন, কর্তৃত্বের কারণেই তিনি জায়গিরি ভূমি গ্রহণ করেন, রাজস্বের চাইতে জায়গার মূল্য দেন তিনি বেশি। অন্য ভূমি থেকে তিনি ক্ষতিপূরণ করবেন। কর্নাটকে নির্যাতনের ভাণ্ড পূর্ণ করতে গিয়ে অবশিষ্ট সকল এলাকায়ই নির্যাতন করবেন।

হাউস অনুধাবন করে যে, কোম্পানির পোশাক সর্বত্র এক রকম। কোম্পানির নেতৃত্বে দেশগুলোর অবস্থা পরোক্ষ কিন্তু বাস্তবতার আলোকে বর্ণনা করেছি। অপশাসনের মানচিত্র সামনে রেখে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, গণবিশ্বাসের একটি মিথ্যা বিশ্বাস সামনে নিয়ে, একটি ভোট হাতে নিয়ে ওই দেশগুলোর শাসনভার ওই হাতগুলোর হাতে ছেড়ে দেব কি না। কোম্পানির ওপর যদি সেই বিশ্বাস রাখতে চাই, সেই বিশ্বাস পবিত্র, আদি, অপরিহার্য, পৃথিবী যার সাথে জড়িত, তা রাখতে পারবে না।

আমি এতক্ষণ পর্যন্ত বলেছি, যারা পরোক্ষভাবে কোম্পানি শাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এখন সংক্ষিপ্তভাবে বলার প্রয়াস নেব সেসব দেশগুলোর কথা, যারা প্রত্যক্ষভাবে সনদপ্রাপ্ত সরকারের অধীন। এগুলোর মধ্যে আছে বাংলার প্রদেশসমূহ। এই প্রদেশগুলোর অবস্থা ষষ্ঠ এবং নবম রিপোর্ট[১১৬] এবং তাদের পরিশিষ্টে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আমি শুধু প্রধান এবং সাধারণ উদাহরণগুলো তুলে ধরব। প্রথমত, ভূমিসংক্রান্ত স্বার্থ; দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী স্বার্থ; তৃতীয়ত, দেশীয় সরকার; চতুর্থত, নিজেদের সরকারের প্রতি।

বাংলা এবং এর সাথে সংযুক্ত প্রদেশগুলো ফ্রান্স রাজ্যের চাইতেও বড়। একসময় ছিল এমনি, যেমন ফ্রান্স দেশটি একটি বৃহৎ ও স্বাধীন, ভূমিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজা, বড় জমিদার, অভিজাত ব্যক্তিত্ব, ভদ্রলোক, নিষ্কর ভূমির মালিক, ভাড়াটিয়া, বিভিন্ন ধর্মের লোক, বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মি. হেস্টিংস বাংলার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর[১১৭] কোম্পানির কর্মচারীরা মনে করে, বাংলার ধ্বংস শুরু হয়েছে। তারা জোরালোভাবে বলেন এবং আশঙ্কা করেন, এটাই বাংলার ধ্বংসের কারণ। ১৭৭২ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কোনো প্রতিকার[১১৮] না করে যে উপকার এই জাতির জন্য উপহার দিয়েছে, সেকি আমি বিশ্বাস করব? যে জাতির ভূমিস্বার্থ ফরাসি রাজ্যের সাথে তুলনীয় সেই জাতিকে নিলামে ওঠানো হল।[১১৯] সকল অভিজাত সম্প্রদায়, ভদ্রলোক এবং ভূমির মালিকদের নিলামের ডাকে ওঠানো হল। পুরনো মালিকদের কোনো প্রাধান্য দেয়া হল না। তাদের নিলামে নামতে হল সুদখোর, সাময়িক ভাগ্যান্বেষী, ঠিকাদার, চক্রান্তকারী, ইউরোপিয়ানদের চাকরদের বিরুদ্ধে। অথবা জমিদারির পরিবর্তে ঘরেই আবদ্ধ থাকতে হল অথবা রাষ্ট্রীয় নিলামদারগণ যে বৃত্তি প্রদান করে তাতেই সুখে থাকতে হলো। এই সাধারণ দুর্যোগের মধ্যে

অন্তত বাহ্যত তারা দেখায় জমিদারির নামে প্রজাদের উৎপীড়ন করে, ধ্বংস করে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চাইতে এই পেনশনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভালো। এরপর আর একটি সংস্কার আসে, তা হচ্ছে বংশানুক্রমিক ভূমির পরিবর্তে নতুন পদ্ধতির অর্থনীতি এবং অতঃপর তারা পেনশন বঞ্চিত হয়।

ইংরেজের বশংবদ ভৃত্যরা (পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রধানদের সম্পর্কে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়) যাদের পিতারা নিজেদের পালের কুকুর লেলিয়ে দেয় না,[১২০] তারা পৈতৃক ভূমিতে প্রবেশ করল। ব্যবসায়ী মি. হেস্টিংস একশত চল্লিশ হাজার পাউন্ড কর পেলেন।

এই ধরনের ভণ্ডামি নির্বাসনের কমই নজির আছে। ভণ্ডামি পরিত্যাগের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। এটাই একটা নজির। এটা মানুষের যুক্তিকে বিপর্যস্ত করা, কল্পনাকে স্তম্ভিত করার স্মৃতিফলক। যখন আমি বিষয়টি প্রথম জানতে পারি আমার বিস্ময় ঘৃণাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আটকে দিয়েছিল।

আমি বিস্মিত হলাম, কিছু অজানা তরুণের বেপরোয়া সাহস দেখে, যারা জানে না কোথা থেকে ক্ষমতা পেয়েছে। যুগের, কালের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা বালসুলভ নৃত্যের মতো, যার প্রয়োজন ছিল না, যার সীমা ছিল না তা তারা উপড়ে ফেলেছে, নষ্ট করেছে, টুকরো টুকরো করেছে। স্যার, এই ভূমি নিয়ে তারা কী করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বিরক্ত করব না। শুধু জানাতে চাই, দুই বছর কোনো ভিত্তির ওপর কোনো কিছুই স্থির করা হয়নি। এই মেকি আইন প্রণেতারা মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগের অংশীদার ছিল না। ইংল্যান্ডে প্রশাসনকে কিছু সবল করলেও দেশীয়দের সম্পত্তির কোনো স্থায়িত্ব হল না। প্রতি বছরই সংস্কারের শিকার হল জনসাধারণ। বর্তমানে সবই অনিশ্চয়তা, দৈন্য, এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই বিরাট ভূ-খণ্ডে এমন কোনো জমিদার পাওয়া যাবে না যে স্বেচ্ছায় মানুষকে সাহায্য করতে পারে কিংবা লুণ্ঠনকারীর শিকার হতে পারে। বেশি পূর্বে নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বড় রাজা, তাদের ছিল বিশাল সম্পদ, সেনাবাহিনী ছিল। একজন জমিদার ছিলেন বাংলায় যিনি বাংলার একজন সুবাদারকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মিলিয়ন স্টার্লিং ধার দিয়েছিলেন। তাকে আজ নাস্তার জন্য বাজার করতে গেলে ঋণ করতে হয়[১২১]।

আমি এখন কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। রিপোর্টে[১২২] দেখা যায়, বাংলার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থানরত সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা কোম্পানি এবং উৎপাদনকারীদের মাঝামাঝি ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করে দেয়ার পাকাপোক্ত নীতি গ্রহণ করে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা অন্তরালে চলে যায়। লুট করা রাজস্বই একমাত্র পুঁজি যা দিয়ে তারা উৎপাদন ও উৎপাদককে কিনে ফেলত। তিন-চারটা কোম্পানির মাধ্যমে তারা অফিসিয়াল উপার্জন ইউরোপে পাঠাত। বাংলায় অন্য কোনো ব্যবসার আর অস্তিত্ব থাকল না। লুটের মাল পাঠানোই ছিল দেশের একমাত্র ব্যবসা। কোম্পানি প্রাচ্যে ব্যবসায়ী স্বার্থ সংরক্ষণের পূর্ণ বিবরণের জন্য আমি নবম বিপোর্টের পরিশিষ্ট উল্লেখ করছি।

দেশীয় সরকার এবং বিচার সম্পাদনের ব্যাপারে প্রথম কয়েক বছর একটি টলটলায়মান অবস্থা ছিল। ১৭৮১ সালে একটি পূর্ণ বিপ্লব হয়ে যায়। তখন পর্যন্ত ফৌজদারি আদালত পরিচালনা করত মুসলমানরা। কোনো নোটিশ ছাড়া, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মানুষের সাথে আলোচনা ছাড়া, কোনো মহাপরিচালক বা মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ ছাড়া একদিনেই পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল।[১২৩] একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল যাতে এর আওতা ভাগ হয়ে গেল কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী এবং দেশের হিন্দু জমিদারদের মধ্যে। হিন্দু জমিদাররা এর জন্য আবেদনও করেনি যার জন্য এর ফলাফল প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু এর ফলাফল সেভাবেই হল। অর্থ আদায়ের ছলেই এটা করা হল। বিচারব্যবস্থা ধ্বংসে দেশীয়দের সান্ত্বনা ছিল এই যে, ইংরেজ সরকারও বিশেষ একটা ভালো করতে পারেনি। সবকিছু ধ্বংস করে এটাও তার গন্তব্য পথে পা দিল। আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর যত অপকর্ম আমরা করেছি তার মধ্যে এই বিপ্লব একটা অসাধারণ সাহসী কাজ হিসেবে পরিগণিত হল। পরিচালকদের সম্মতিতে ১৭৭২[১২৪] সালে প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিল অব বেঙ্গল দেওয়ানি বিচার এবং অর্থ আদায়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলল। পরিকল্পনা মোতাবেক দেশটি ছয়টি জেলা... একটি করে প্রাদেশিক কাউন্সিল থাকবে যা...

কলকাতায় আপিলের ব্যবস্থা থাকবে। এই পদ্ধতিতে অন্যভাবে ভালো-মন্দ যাই হোক, যথেষ্ট সুবিধা হল। প্রতিটি প্রাদেশিক কাউন্সিলে জনসংখ্যা, কর্তৃত্ব, পারস্পরিক যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ থাকল। একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি লন্ডনে বসে আলাপ-আলোচনায় নিখুঁত বর্ণনা, যৌক্তিক-অযৌক্তিক সবকিছু বিশ্লেষণ করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে কী হচ্ছে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারত।

পরিচালকমণ্ডলী এই সংস্থাকে এই মর্মে অনুমোদন দিলেন এবং সঠিক নির্দেশ দিলেন, তাদের অনুমতি ব্যতীত কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এই বিধানের বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনা অবগত না হয়ে তাদের মনে করার কারণ ছিল, বাস্তবে কাউন্সিল জেনারেল অন্তত গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন ছিল, যিনি মূলত পরিকল্পনা করেছিলেন। এই বিপ্লবের সময় কাউন্সিল জেনারেল নামে মাত্র দু জন হলেও কার্যত একজনই ছিল।[১২৫]

সেই সময় পূর্ণ কাউন্সিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই পদ্ধতি বাতিল না করলেও শ্রমসাধ্য এবং জটিল পদ্ধতিগুলো পরিহার করা আবশ্যক ছিল। একটি বিশাল সাম্রাজ্যে যে ফর্মে বিপ্লব করা হল এবং যারা করল এই অবস্থায় একজন ব্যক্তির পক্ষে কোনো বিষয় বোঝাও যেমন কঠিন, তেমনি সম্পাদন করাও হঠকারিতা। কোনো পূর্ব পদক্ষেপ ছাড়াই বাংলার দেওয়ানি ফৌজদারি বিধান শেষ করে দেয়া হল। প্রদেশ থেকে পরামর্শকদের ফেরত নেয়া হল। সরকারের প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ও বেশি কর্মচ্যুত হল এবং তারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ এবং সকল ভবিষ্যতের জন্য মি. হেস্টিংসের মতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। প্রতিটি প্রদেশে একজন কাউন্সিল প্রধান এবং একজন ইউরোপিয়ান রাজস্ব সংগ্রহকারী রাখা হল।

কিন্তু স্যার, হঠাৎ করে যে সরকার ওলট-পালট হয়ে গেল সে স্থানে অনুমান করে নেয়া যায় একটি স্থায়ী ধরনের নতুন সরকার। না, সে রকম কিছুই হল না। এই প্রধানরা কাউন্সিল ব্যতীতই ঘোষণা দিলেন তাদের ধারাবাহিকতা সাময়িক এবং স্বীকৃত। বৃটিশের অধীনস্থ রাজস্ব প্রশাসন কলকাতার একটি কমিটির নিকট ন্যস্ত হল যা গভর্নর জেনারেলের সৃষ্টি। কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপনা দেশীয় কর্মকর্তাদের নিকট ন্যস্ত হল।

বিপ্লব এবং বিপ্লবের ফলাফল সার্থক হল। শুধু অধীনস্থ নয়, হাউজ বিস্মিত হবে, রাজস্বের চূড়ান্ত প্রশাসন এই কমিটির নিকট দেওয়া হল। এত দিন পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিল রাজস্বসংক্রান্ত সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। নতুন নিয়মে এই ক্ষমতা কমিটিকে দেওয়া হল যারা শুধু কার্যবিধি অনুমোদনের জন্য রিপোর্ট পাঠাবে। সমস্ত বিষয় একটি মূল নির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল, বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।" এতে কোম্পানির পুরনো প্রশাসন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেওয়া হল, তবে লুকানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হল। পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বের হিসাবনিকাশ ছিল মোটামুটি স্বচ্ছ, অন্তত বিষয়গুলো তদন্তে প্রেরণ করে সন্তোষজনক অবস্থায় নেয়া হত। কমিটির অজ্ঞাত এবং নীরব গ্রাসের মধ্যে চাপা দেওয়া হল। রাত্রির গভীর ছায়া তাদের সমস্ত কার্যক্রম ঢেকে দিল। প্রতারণা, অব্যবস্থা অথবা ভুল উপস্থাপনা শনাক্ত করার মতো কোনো কার্যকর পদ্ধতি থাকল না। পরিচালকেরা রাজস্বের ব্যাপারে সাহসের সাথে আস্থা ব্যক্ত করল যে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। পূর্বে যেখানে পূর্ণ করতে কয়েক ভলিউম লাগত এখন সেখানে এক শিট কাগজে কয়েকটি শুকনো শিরোনাম থাকে।[১২৬] সমগ্র দেশেই সবকিছু লুকানোতে অভ্যস্ত এমন লোককে রাজস্বের প্রধান ম্যানেজার নিয়োগ করা হল। দেশী বলতে আমি সেইসব দুরাত্মাকে বুঝি, যাদের আপবাদে শাসকেরা তাদের প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য মনে করে। স্যার জন ক্ল্যাভারিং তহবিল তছরুপের জন্য শয়তানির মধ্যমণি একজন দেশীয় গঙ্গা গোবিন্দ সিংকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছিলেন, তাকেই যোগাযোগসচিব করা হল। এবং তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন বোর্ডের কার্যক্রমের প্রধান ব্যক্তি।[১২৭]

রাজস্ব এবং দেওয়ানি শাসন ধ্বংস হল এবং সে স্থানে একটি গোপন সরকার অভিষিক্ত হল। বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের জায়গায় ১৭৭২ সালে ছয়টি কোর্ট গঠিত হয়। কোম্পানির জুনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজন জজসহ আঠার জনকে নিয়োগ দেওয়া হল। এই

কোর্টগুলো চালানোর জন্য শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে বেশিসংখ্যায় এবং শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট হারে কমসংখ্যায় মামলায় ট্যাক্স বসানো হল। প্রদেশগুলো থেকে কলকাতায় টাকাটা নেয়া হল। প্রধান বিচারপতিকে[১২৮] (যিনি এই হাউজের জোটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং রাজার নিয়ন্ত্রণে) কোষাধ্যক্ষ এবং ট্যাক্সের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যদিও সেই ট্যাক্স কোনো কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, সম্রাট বা সংসদ নির্ধারণ করে না। ফলে রাজস্ব, রাজনৈতিক প্রশাসন, ফৌজদারি, দেওয়ানি, সামরিক শৃঙ্খলাসহ প্রতিটি আইনগত নিয়মিত কর্তৃপক্ষ ধুলোয় মিশে গেল। বর্তমানে আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্যে সমর্থনপ্রাপ্ত সরকারের অবস্থা হচ্ছে অত্যাচারী, অনিয়মিত, খামখেয়ালি, অস্থির, লোভী, আত্মসাৎকারী, স্বেচ্ছাচারী, কর্তৃপক্ষকে এ দেশে না মানার প্রবণতা। কোনো সূত্র, নীতি, কার্যবিধি ভারতে না মানার প্রবণতা।

কোম্পানি তার বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছে। এই জাতির, মানব জাতির বৃহৎ এবং মূল্যবান স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না যদি সুযোগ্য এই হাউজের সমর্থন নিয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা, এবং ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধার করে এমন হাতে কার্যভার অর্পণ করার জন্য সকল অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে আমার হর্ষোৎফুল্ল ভোট প্রয়োগ না করি। তবে আমার বিশ্বাস, কাজে লাগবে না।

আমি শুধু কতিপয় মানুষের কতিপয় অভিযোগ আর সরকারের কতিপয় অন্যায়ের কথা তুলে ধরেছি। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, আপনারা আমাকে প্রশংসা করবেন যখন আপনাদের আমি নিশ্চিত করব, আমার নিকট যে অভিযোগ এসেছে তার এক-চতুর্থাংশও তুলে ধরিনি। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, কোনো ক্রমেই আমার নিকট এক-চতুর্থাংশ অভিযোগ আসেনি। প্রার্থনা করি আমি যা বলেছি তা শুধু আপনাদের তদন্তের জন্য একটি সূচক হিসেবে কাজ করবে।

এটা যদি তাদের সনদপ্রদত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার বিশ্বাসের বহিঃ ও আন্তঃক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হয়, পরবর্তীকালে দেখা যাক কোম্পানির ব্যবসায়ী বিশ্বাসসংক্রান্ত চরিত্র। এখানে আমি একটা নিরপেক্ষ প্রস্তাব দিই, যদি প্রমাণ করা যায় যে, তারা বিজ্ঞজনোচিতভাবে, সার্থকভাবে এবং মিতব্যয়িতার সাথে আচরণ করেছে, তবে তাদের সকল অপকর্ম আমি উপেক্ষা করব। তাদের বর্তমান অবস্থা প্রমাণসাপেক্ষ। যুদ্ধের জন্যই তাদের দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সঠিক নয়। যুদ্ধোন্মাদনা তাদের ভিন্ন প্রকৃতির করে দিয়েছে এটা ঠিক নয়। যে কারণে কমিটির সচিব তাদের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণার ওপর ব্যবসায়ী চিন্তা-চেতনা দাঁড়ানো বলে চিহ্নিত করেছেন।

কম দামে কেনা বেশি দামে বিক্রিই হচ্ছে প্রথম ব্যবসায়ী রীতির ভিত্তি। কখনো কি তারা এই রীতি মেনেছে?

আমরা যা চুক্তি করি, তার মধ্যে দরকষাকষিতে কঠোরতা অবলম্বনও ব্যবসার একটি রীতি। সেক্ষেত্রেও কোম্পানিকে পরীক্ষা করুন। তাদের জন্য করা হয়েছে এমন চুক্তিগুলো দেখুন। কোম্পানি কি তাদের সেনাবাহিনীর যথার্থ রসদ সরবরাহকারী? তাদের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে প্রায় সবই এক রকম, মাত্র একটি চুক্তির কথা বলব, যাতে স্বল্পতম সময়ে অতিরিক্ত লাভ, যাতে তারা সারা বছরের লভ্যাংশ পেয়েছিল।[১২৯] আরো দুটি ঘটনা দেখাব যাতে ক্ষতি হয়েছিল। মাত্রাতারিক্ত লভ পাওয়ার জন্য। সারা বছরের লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য।

ব্যবসায়ীর জন্য তৃতীয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাদের কেরানিরা তাদের স্বার্থে যদি কাজ না করে, অল্প কয়েক দিন পূর্বে কোম্পানির গভর্নর এবং কাউন্সিল কোম্পানির বিনিয়োগের ওপর পঞ্চাশ হাজার টাকার কর ধার্য করে, এই উদ্দেশ্যে, যাতে সাত সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের সদস্যরা এতে সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই বিনোয়োগ থেকে অধিকতর লাভে বিরত থাকে, কারণ শপথ করলেও তারা এটা ভাঙতোই।

একজন ব্যবসায়ীর চতুর্থ গুণ হচ্ছে তার হিসাবে নিখুঁত হওয়া। বাংলার কোষাগারে যে হিসাব দেখানো হয়েছে তার ধরন যদি তুলে ধরা যায়, তখন আপনারা কী মনে করবেন? শীঘ্রই পাবেন। একটি এজেন্সিকে মালের পুরো খরচের ওপর শতকরা পনের ভাগ কমিশন দেওয়া হল। যে ফ্যাক্টরিতে মাল প্রেরণ করা হল তাদের জন্য বিস্ময়ের কারণ ছিল এই জন্যই যে, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল জানালেন, তিনি এই বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ভাউচার

সম্মানিত প্রতিনিধি তাদের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তাদের ব্যবসায় এবং রাজস্ব বিভাগে মনে হয় নিয়মিতভাবে হিসাবের নতুন রীতি প্রতিষ্ঠিত হল, যা বাস্তবে হিসাবের সকল রীতি-নীতি নির্মূল হয়ে গেল।[১৩০]

একজন ব্যবসায়ীর পঞ্চম বিষয় হচ্ছে তিনি প্রতারণামূলক দেউলিয়াপনা পছন্দ করেন না। ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত টাকার ওপর লাভ প্রত্যাশা করেন। যখন তারা আট দশ কিংবা শতকরা কুড়ি হারে মূল্য কম দিয়ে বন্ডে মাল কিনত তখন কি কোম্পানি এই মূল্যে ব্যবসায়ের সুবিধার ব্যাপারে ন্যূনতম প্রশ্ন করত?

একজন ব্যবসায়ীর সর্বশেষ গুণ আমি উল্লেখ করব ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিল পেশ হলে হয় নগদ অর্থ কিংবা বস্তু নিয়ে সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকা। এখন আমি প্রশ্ন করব, তারা কি কখনো কোনো বিক্রিতে পণ্যের সঠিক হিসাব করেছে? দেনা শোধ করার জন্য যে চার মিলিয়নের বিল তাদের কাছে আসে বা আসছে তার কোনো সামঞ্জস্য করেছে? না, তারা তা করেনি। তাদের নিয়োগ কেনার জন্য তাদের কর্মচারীদের নিকট ঋণ করতে হচ্ছে। কর্মচারীরা প্রদত্ত অর্থের বিপরীতে শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ ধার্য করে। নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের পাওনা ফেরত দেয় না তখন টাকার মূল্য দুই শিলিং এক পেনি হারে নেয়া হয়। কোম্পানি কি কখনো তদন্ত করে তাদের উদ্বিগ্ন করেছে এই মর্মে যে, তাদের বিক্রি কি ওই সুদের ভার গ্রহণ করতে পারবে এবং ওই বিনিময় হারে? তারা কি একবারও বিবেচনায় এনেছে তারা কী ধরনের উভয় সঙ্কটে আছে? তারা বিল অস্বীকার করলে, কোম্পানির সুনামহানি গ্রহণ করলে, সুনাম ও অস্তিত্ব দুটোরই হানি। তাদের রাজনীতিতে কোনো নিরপেক্ষ সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে কোনো ব্যবসায়ী নীতি ছিল না। অতএব সংসদের সুগভীর এবং পরিপক্ব প্রজ্ঞা কাম্য এবং এগুলোকে উদ্ধার করতে রাজ্যের সর্বাত্মক সম্পদ ব্যয় করতে হবে। কোম্পানির অপশাসনে যে দেশ ধ্বংস হয়েছে তাকে রক্ষা করতে হবে। ভুল পরিকল্পনার জন্য যে কোম্পানি ধ্বংস হয়েছে সেই কোম্পানিকে রক্ষা করতে হবে।[১৩১]

আপনাদের স্মরণ আছে, শুরুতেই আমি প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছি, এই অন্যায় অভ্যাসগত। এগুলো ভিন্ন শিরোনামে বিবেচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমি সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছি অন্যায়গুলো। কারণ এগুলো নিয়মিত, স্থায়ী এবং নিয়মমাফিক ।

আমি আমার শেষ অবস্থায় এসেছি। আমি অত সহজে কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ধ্বংস হতে দেব না। বর্তমানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার অসংশোধনীয় ।

নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সত্য এই হাউজে প্রকাশ হয়েছে। এটা পরিষ্কার, তাদের হাতে ক্ষমতা রাখার অর্থ হচ্ছে সব ধরনের, সব মাপের আত্মসাৎ, অত্যাচার এবং স্বৈরশাসনে উৎসাহ দেওয়া এবং অব্যাহত রাখা। তাদের পোশাকি চরিত্র এবং আন্তর্নিহিত চরিত্র— সব দিক থেকেই তারা অসংশোধনীয়।

তাদের নেতৃত্বে ভারতে যে অপকর্ম হয়েছে এটা যদি তাদের জানানো না হত, আমাদের কারো কারো মতো তাদের কাছে নতুন মনে হত, তবে আমরা এটা ভেবে সন্তুষ্ট হতে পারতাম, অন্যায়গুলো শনাক্ত করলেই তারা সংস্কার করবে। আমি আর একটু যাব। এই হাউজে কিংবা কমিটি তাদের অপকর্মের নিন্দা করলে পরিচালকমণ্ডলী প্রতিটি কাজের যদি নিন্দা করত, তাদের ভাষা যদি অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে নমনীয় না হত, তবে কিছু আশা করা যেত। তাদের যেসব কর্মচারী কর্মকর্তা তাদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করেছে তাদের কারো কারো বিদ্রোহের জন্য ভর্ৎসনাও করেছে, তাদের প্রশংসা না করলেও এই লোকগুলো ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। যদি কখনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তারা সংশোধিত হবে। যখন আমি ভাবি তাদের ভর্ৎসনার বস্তুকে তারা প্রশংসা করছে, যাদেরকে অনুমোদন দিয়েছে তারা কর্মকাণ্ডে নিচুপর্যায়ে চলে গেছে, তাদের অনুমোদনের ফল হয়েছে ধ্বংস, অপমৃত্যু। তখনই আমি নিশ্চিত হয়েছি কপটতা হচ্ছে এমন একটি দোষ যা সংশোধিত হয় না।

শুনুন, বেনফিল্ড, হেস্টিংস ও অন্যদের অবস্থা এবং সমৃদ্ধির কথা। এদের মধ্যে পরেরজন সম্পর্কে রুক্ষতার যে নিন্দা শোনা যায় তা নজিরবিহীন। তারা দুঃখ করে বলেন, সম্পত্তি চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এমন হাতে পড়েছে, বিগত চৌদ্দটি বছর প্রায় বিরতিহীনভাবে তারা সকল প্রকারের

সকল বিষয় নিরঙ্কুশভাবে পরিচালনা করেছেন। পুরো সময়টা বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ এবং ভ্রূকুটির ওপর শত শত মানুষের ভাগ্য নির্ভর করত। তিনি নিজে বলেন, তিনি প্রায় আড়াই শ তরুণ ভদ্রলোকের দায়িত্বে আছেন। তাদের অনেকেই ইংল্যান্ডের সেরা পরিবার থেকে এসেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য জীবনের প্রথম দিকেই[১৩২] বিশাল ভাগ্য নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরা। আপনাদের প্রায় আড়াই শ জনের মতো সন্তান তার জিম্মায় আছেন, যারা আপনাদের ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করছেন। তিনি দেশীয়দের অভিশাপে ভারাক্রান্ত আছে, পরিচালকমণ্ডলীর ভর্ৎসনার ওপর আছে আর এই হাউজের বিচ্ছিন্ন প্রস্তাবে বিস্ফোরণের মুখে আছে।

আর তিনি জানামতে এখনো ভারতবর্ষের সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্বেচ্ছাচারভাবে তার খল প্রভুদের নিয়ে যথেচ্ছভাবে শাসন করেন।

অন্যদিকে যারা মহাপরিচালকের প্রশংসা পেয়েছে, তাদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করুন। একজন সেরা মানুষ কর্নেল মনসন কোম্পানির সমর্থন হারিয়ে শুধু প্রশংসা নিয়ে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। জেনারেল ক্লেভারিংয়ের প্রশংসা লন্ডনের প্রতিটি সংবাদপত্রে ছাপা হত। যার শবযান নয়নাশ্রুতে সিক্ত ছিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের প্রশংসায় পরিবৃত ছিল। যে সকল বিশ্বাসঘাতকের প্রশংসা তাকে ধ্বংস করেছে তাদের জন্য সৎ এবং রুষ্ট ঘৃণাপরবশ হৃদয়ের ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।[১৩৩] পরিচালকমণ্ডলীর অনিষ্টকর প্রশংসার মধ্যে অসাধারণ ধৈর্য ও মেজাজ মি. ফ্রান্সিসকে অনেকটা সাহায্য করল। অবশেষে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, হতাশা নিয়ে ইউরোপে ফিরে এলেন। ফিরে আসার পর ইন্ডিয়া হাউজ তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল অথচ তিনি ছিলেন নিয়ত প্রশংসার বস্তু। তিনি সকল প্রশংসার দাবি, ফলাফল, দল এবং জনবল বাজেয়াপ্ত করে জীবন নিয়ে পালিয়ে এলেন। তিনি বলতে পারেন, "মে নেমো মিনিস্ট্রো ফার এরিট আতকো আইডিওনাল্লি কামস এক্সকো"।[১৩৪] এই ব্যক্তি, যার গভীর জ্ঞান, ব্যাপক সংসদীয় অভিজ্ঞতা, সুবৃহৎ কৌশল পরিকল্পনা, আমাদের সংবাদের উজ্জ্বলতম অংশ, যার নিকট থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। সেই সকল ভদ্রলোকেরা যারা সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা[১৩৫] থেকে বলে, তারা তার নিকট থেকে অভিজ্ঞতা নিয়েছে। যদি ভালো কিছু শিখে থাকি তবে তা তার কাছ থেকে শিখেছি। কর্মচ্যুত হয়ে, পরিচালকের সমর্থন হারিয়ে তার কোনো পুরস্কার, কৃতিত্ব ছিল না, শুধু ছিল আত্মার কিরণ যা[১৩৬] একটি সুস্থ বিবেক। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় এমনি কাজ তিনি এত করেছেন, তার সম্পর্কে এমনি কথা বলাও অকিঞ্চিৎকর।

এ ছাড়া প্রতিটি ব্রিটিশ নাগরিক ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যারাই আত্মসাৎ তদন্তে ব্যস্ত ছিল তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা দেশে আবেদন করেছে, তাদের কথা শোনা হয়নি, যখন দেশে ফিরতে চেষ্টা করেছে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের চরিত্র এবং সৌভাগ্য সবদিক থেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার—কোনোটিই বাদ রাখা হয়নি।

এর চেয়ে অধিকতর খারাপ হয়েছে ভারতের দেশীয় হতভাগ্য ব্যক্তিদের। কোম্পানির ভণ্ডামির কারণে তাদের নিকট থেকে অত্যাচারের অভিযোগ, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এসেছে। রাজশাহীর রানী[১৩৭], বর্ধমানের রানী,[১৩৮] আমবোয়ার রানী[১৩৯] সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য কোম্পানির প্রতি দুর্বল এবং চিন্তাশূন্য বিশ্বাসের কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছেন। প্রথম জন যিনি প্রতি বছর দুই হাজার পাউন্ডের বেশি কর দিতেন, যিনি ছিলেন একজন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদাসম্পন্ন, বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা যায়, তিনি এতটা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন যে, তিনি ভিক্ষার আশায় থাকতেন। মোহাম্মদ রেজা খান, বাংলার দ্বিতীয় মুসলমান, যিনি পরিচালকমণ্ডলীর কুলক্ষণযুক্ত নিরাপত্তা সম্মান ভোগ করতেন, তাকে কোনো প্রকার ছলচাতুরির তদন্ত ছাড়াই চাকুরিচ্যুত করা হল এবং নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা হল। তার পুরনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, যাকে ভারতবাসী সম্মানজনক এবং পবিত্র মনে করেন, সেই রাজা নন্দকুমারকে দেশবাসীর মুখের ওপর ফাঁসি দিল। যাদের আপনারা পাঠিয়েছিলেন ওই দেশবাসীকে রক্ষার জন্য, সেই জজরা তাকে ফাঁসি দিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইনে। মি. হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ছিল।

অভিযোগকারীকে ফাঁসি দেয়া হল। প্রকৃত
জয়োল্লাস করল। এই হত্যাকাণ্ড শুধু নন্দ
সাক্ষীর। দেশীয়দের নিকট থেকে গভর্নরে
ভারতের সকল অভিযোগের পরিসমাপ্তি ঘট

মানুষ সংসদের আইন, রীতিনীতি,
না। তারা ক্ষমতার পথ, সম্মান, ধন খুঁজ
বন্দিত্ব, ফাঁসি হয়। এগুলো তাদের পথ
চরিত্র ও সুর নির্ধারণ করবে। বাকি সব মু

পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানের ব্য
অভিযুক্ত করি, আমি সকলকেই দোষারো
গুণসম্পন্ন মানুষ আছে। কোর্টের ঘোষণা

এখানে বলা যায়, রেকর্ডে বিষয়বস্তু
হয়। এটা থামানো যায় না। অন্যায়টা
তাদের নিজেদের সম্মানের ব্যাপারে উৎ
হয়। কার্যক্রমের ধার কমে যায়। এতে
যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। বিশ্বাসঘাতক
পুরনোটা সেকেলে হয়ে যায়। এই সা
আপসে আসতে হয়। লজ্জা, হতাশা স
হয়। তাদের চাকরির স্বার্থে কাজ করতে

এটাই স্যার তাদের চরিত্র। অগো
হয়েছে অলক্ষে কিন্তু এটা এখন শক্ত
কোম্পানিকে পূর্বে যে অর্থে বোঝাত তা
কী ক্ষতি আপনি করতে পারেন। ক্ষতি
সক্রিয় ভূমিকা নেয়, যারা কোর্ট পরিচ
নেয়। লভ্যাংশের উত্থান-পতন নিয়ে
তাদের স্বার্থই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হ
আগ্রহী হবে, অন্য যেকোনো ধরনের
ফেলনার মতো ব্যবসা ছেড়ে দেবে না।
যাই হোক, ভাণ্ডারের মূল্য নেই এবং এ
পাঁচ শ পাউন্ড এবং শতকরা আট ভাগ
হয়তে নেমে যাক অথবা না নামুক তা
জব চেম্বারে পা দেওয়ার আগে পূর্ণ
ভাণ্ডারগুণের কারণে কেনা হয়েছে।
ভোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢেকে রাখা এব
করা, যে ভারতে অসুস্থভাবে সৌভাগ্য
করে সৌভাগ্য গড়ে তুলছে। তাদের
স্বর্ণ[১৪২] অর্থাৎ লুটের মাল ঢেলে দি
কাজেই কোম্পানির আত্মীয়-স্বজনেরা
পরিচালকদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয় না
পুঁজিতে। তাদের নিকট দেশে
স্ট্রিটের বাড়িটা

অভিযোগকারীকে ফাঁসি দেয়া হল। প্রকৃত দোষী যে তার তদন্ত হল না, মুক্তি হল না, ওই হত্যাকাণ্ডে জয়োল্লাস করল। এই হত্যাকাণ্ড শুধু নন্দকুমারের নয় বরং সকল সাক্ষীর এবং এমনকি সকল অজাত সাক্ষীর। দেশীয়দের নিকট থেকে গভর্নরের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগের কথা শোনা গেল না। ভারতের সকল অভিযোগের পরিসমাপ্তি ঘটল।

মানুষ সংসদের আইন, রীতিনীতি, ঘোষণা, ভোট, প্রস্তাবনা আর খুঁজবে না। না, তারা এত বোকা না। তারা ক্ষমতার পথ, সম্মান, ধন খুঁজবে। তাঁরা খুঁজবে কিসের অবহেলায় অসম্মান, দারিদ্র্য, নির্বাসন, বন্দিত্ব, ফাঁসি হয়। এগুলো তাদের পথ খুঁজে দেবে। আপনারা যা দেবেন তা-ই আপনাদের সরকারের চরিত্র ও সুর নির্ধারণ করবে। বাকি সব মুখ বিকৃত।

পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আমি পরিচালকমণ্ডলীকে অভ্যাসগত বিশ্বাসঘাতকতায় অভিযুক্ত করি, আমি সকলকেই দোষারোপ করি না। স্যার, প্রায়শই তাদের মধ্যে ভালো চরিত্রের এবং গুণসম্পন্ন মানুষ আছে। কোর্টের ঘোষণা এবং চরিত্রে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।

এখানে বলা যায়, রেকর্ডে বিষয়বস্তুর কারণে সৎ পরিচালকেরা অনেক সময় ভারতীয় কর্তৃক নিন্দিত হয়। এটা থামানো যায় না। অন্যায়টা রেকর্ডে ভাসতে থাকে। অন্যায়কারীরা যেখানেই থাকুক, তারা তাদের নিজেদের সম্মানের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত থাকে। যখন তদন্ত হয়, তদন্তের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হয়। কার্যক্রমের ধার কমে যায়। এতে কিছুটা নিরপেক্ষতার ছাপ ফিরে আসে, পরিচ্ছন্নতা ফিরে আসে, যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারগুলো স্বাভাবিকতায় রূপ নেয়। নতুন বিষয় আসে, পুরনোটা সেকেলে হয়ে যায়। এই সার্কেল চলতে থাকে এবং এভাবে তাদের শাস্তির পরিবর্তনের জন্য আপসে আসতে হয়। লজ্জা, হতাশা সব নিয়েই কোম্পানির কর্মচারীদের তাদের কোর্ট থেকে বের হতে হয়। তাদের চাকরির স্বার্থে কাজ করতে হয়।

এটাই স্যার তাদের চরিত্র। অগোচরে যে বিধান পরিবর্তন হয়েছে এটা তারই ফল। এই পরিবর্তন হয়েছে অলক্ষে কিন্তু এটা এখন শক্ত ও অপরিণত। এটা ঘোষিত এবং সকল সংস্কারের উর্ধ্বে। কোম্পানিকে পূর্বে যে অর্থে বোঝাত তার অস্তিত্ব আর নেই। এটা প্রশ্ন না যে, ভারত ভাণ্ডারের মালিকদের কী ক্ষতি আপনি করতে পারেন। ক্ষতি করার মতো এমন কোনো লোক নেই, যারা কোম্পানি পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়, যারা কোর্ট পরিচালনা করে, অফিস পরিচালনা করে, প্রয়োজনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। লভ্যাংশের উত্থান-পতন নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের দেশ পরিচালনা ব্যতীত তাদের তারা শাসন করে, তাদের স্বার্থই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে। নিজেদের স্বার্থেই অধীনস্থদের তহবিল তছরুপ রোধ করতে আগ্রহী হবে, অন্য যেকোনো ধরনের লোকের চাইতে। বেতনভুকদের নিকট অতি সহজে এই সংস্থা ফেলনার মতো ব্যবসা ছেড়ে দেবে না। কিন্তু ঘটনা পাল্টে গেল। পরিচালক বা মালিকের গুণই হোক আর যাই হোক, ভাণ্ডারের মূল্য নেই এবং এটা অসম্ভব যে এটা থাকবে। একজন পরিচালকের মূল্য দুই হাজার পাঁচ শ পাউন্ড এবং শতকরা আট ভাগ সুদ[১৪০] যা একশত ষাট পাউন্ড প্রতি বছর। এটা দশেই উঠুক বা ছয়তে নেমে যাক অথবা না নামুক তাতে কী আসে যায়। যার পুত্র দুই মাস পূর্বে বাংলায় ছিল, কাউন্সিল অব চেম্বারে পা দেওয়ার আগে পূর্ণ কনটাক্ট চল্লিশ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে।[১৪১] স্বাভাবিকভাবে ভাণ্ডারগুণের কারণে কেনা হয়েছে। ভোট ভাণ্ডারকে রক্ষা করে না, ভাণ্ডার রাখা হয় ভোটের জন্য। ভোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢেকে রাখা এবং তাকে সমর্থন করা যা ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে যায়। তাকে সমর্থন করা, যে ভারতে অসুস্থভাবে সৌভাগ্য লাভ করেছে। তাদের ক্ষমতায় রাখা, যারা ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করে সৌভাগ্য গড়ে তুলছে। তাদের সুরুচি হিসেবে অব্যাহত রাখা, যাতে তারা "কাঁচা মুক্তা এবং স্বর্ণ"[১৪২] অর্থাৎ লুটের মাল ঢেলে দিতে পারে। তাদের ওপর এবং তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর। কাজেই কোম্পানির আত্মীয়-স্বজনেরা শুধু পরিবর্তনই হয়নি, বরং উল্টে গেছে। ভারতীয় কর্মচারীরা পরিচালকদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয় না বরং পরিচালকরা তাদের দ্বারা মনোনীত হন। ব্যবসা চলে তাদের পুঁজিতে। তাদের নিকট দেশের রাজস্ব বন্ধক রয়েছে। সর্বময় ক্ষমতার আসন কলকাতায়। লিডেন হল স্ট্রিটের বাড়িটা শুধু এজেন্টদের পরিবর্তনের জায়গা, প্রধান ব্যক্তি, প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের বিভিন্ন বিষয়ে

খোঁজখবর নেয়ার, কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমর্থনের জায়গা। অপরাধী কর্মচারীদের প্রতিনিধি এজেন্টরা তাদের বাহিনীকে প্রস্তুত করছে আর তারা সব সমাবেশের প্রধান মুখপাত্র।

সবকিছু এই প্রক্রিয়ায় চলছে। স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে চলছে। আমি কোম্পানির অসংশোধনীয় অবস্থার কথা বলে শেষ করব। এই সাথে নতুন কথা বলব যেখানে বলব কোম্পানির জেদের কথা, কর্মচারীদের সংস্কারবিরোধিতার কথা। এইসব ঘটনায় বের করতে সক্ষম হবেন সনদের ব্যাপারে নাছোড়বান্দা হওয়ার প্রকৃত কারণ। দু বছর হল কোম্পানির বড় ধরনের নিয়মভঙ্গ এবং ধ্বংসের অবস্থার কারণে আমরা কোম্পানির অব্যবস্থা এবং কর্মকাণ্ড তদন্ত করার জন্য দুটো কমিটি করে দিয়েছিলাম। এই কমিটি বিরামহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সর্বসাধারণের জন্য তা ছেপেছে। যদিও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি সমন্বয়ে কমিটি হয়েছিল, কিন্তু তাদের ফলাফল একই। ভারতীয় প্রশাসনের তারা নিন্দা করেন এবং এর জন্য দু জনকে দায়ী করেন এবং তাদের কর্মস্থল থেকে লন্ডনে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেন। "তারা জাতির সম্মান ও রীতির পরিপন্থী কাজ করেছেন এবং ভারতে মহাদুর্যোগ সাধন করেছেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রভূত ব্যয়সাধন করেছে।"[১৪৩]

এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে হাউজের আর্থিক প্রস্তাবনা। এখানে সনদের কোনো ব্যাপার না। তাদের সম্মান, স্বার্থ, রীতিনীতি, সুযোগ-সুবিধার কোনো ব্যাপার না। স্বাভাবিকভাবে কোর্ট বসল তাদের চিহ্নিত করার জন্য। হাউজের কার্যধারা যা-ই হোক, তারা পরিচালকমণ্ডলীকে নির্দেশ দিল মি. হেস্টিংস এবং মি. হর্নবাইকে অপসারণের ব্যাপারে তারা যেন কোনো প্রস্তাব গ্রহণ না করে। পরিচালকমণ্ডলী হাউজের প্রতি ন্যূনতম সম্মান রেখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করল, যা জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তদন্ত চালাল। সযত্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমাদের সিদ্ধান্তকৃত ব্যক্তিকে অপসারণের জন্য সিদ্ধান্ত দিল। যদিও সাক্ষীগুলোর ব্যাপারে তারা ভীষণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। সাত জন পরিচালক কোর্টের বিরুদ্ধে ভোট পর্যন্ত দিয়েছে। এতে জেনারেল কোর্ট শঙ্কিত হয়। পুনরায় বসে। তারা পরিচালকদের প্রস্তাব পরিহার করতে বলে। অর্থাৎ হেস্টিংস ও হর্নবাইকে প্রত্যাহার না করা এবং হাউজ অব কমন্সকে নিন্দা করা। কোনো কাগজপত্র দেখার ছল না করেই, কোনো কমিটি গঠন না করেই তারা তাদের মহাপরিচালকদের কিংবা এই হাউজের[১৪৪] তোয়াক্কা করেনি।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসবে, কীভাবে এটা সম্ভব হল। তারা ঘটনার কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গণ-কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কীভাবে নিজেদের জাহির করে? উত্তর একটাই এবং তা হচ্ছে তারা ভীত ছিল এই ভেবে যে, তাদের সঠিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভুলবোঝাবুঝি হতে পারে। তারা ভীত ছিল তাদের ভারতের মুরব্বির প্রভুরা তাদের সমর্থক ভাববে, একটি মতামতের কারণে, ক্ষমতার আসক্তির কারণে নয়। তারা ভীত ছিল, সন্দেহ করা হতে পারে, ক্ষমতার ব্যবহারটা তারা অন্ধভাবে সমর্থন করেনি। তারা এটা দেখাতে স্থির সংকল্প ছিল, তারা অন্ততপক্ষে সংস্কারের বিরুদ্ধে, তারা দেশটির ব্যবসা, কোম্পানি ভাণ্ডার সবই ধ্বংসের পক্ষে ছিল। শুধু নিজেদের সৌভাগ্য গড়ার স্বার্থে। নামমাত্র দাম (প্রজা) বা প্রকৃত প্রভুও বড় কথা নয়।

এই অধিবেশন শুরু থেকেই, তদন্তের রীতিনীতির প্রতি, এই হাউজের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে তারা একই ধরনের ঔদ্ধত্যের পুনরাবৃত্তি করেছে। তারা পুনরায় তাদের প্রিয়জনদের অনুরোধ করেছে অপরাধীকে পদে রাখতে। ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে বোঝা যেতে পারে এমন কোনো কাগজ তলব করতে না বলে অথবা মারাঠা সন্ধির[১৪৫] মর্ম বুঝতে ও অনুধাবন করার সময় না দিয়েই তারা অপরাধীদের ধন্যবাদ দিয়েছে, প্রশংসা করেছে। বিষয়টা হচ্ছে, দীর্ঘদিন যাবৎ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটি দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্ব আর নেই। কিছুদিন যাবৎ প্রাধান্য নির্ধারিত হয়েছে। কোর্ট অব প্রপ্রাইটার এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিকতর ভারী হওয়ার নিয়ামক হচ্ছে বিদেশে স্বার্থ। আপনারা তাদের কর্মকাণ্ডের তদন্ত এবং অপকর্মের সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়াতে তারা ক্ষুব্ধ এবং তাতে তাদের সমর্থন আরো দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হয়েছে। কোম্পানির উদ্দেশ্য একটাই এবং যে জন্য সে চিহ্নিত হয়েছে তা হচ্ছে ভারতের ধ্বংসকারী। এই মহা অপরাধটিই তারা তাদের কর্মকাণ্ডে গ্রহণ করেছে।

আপনারা যা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করছেন তারা তা সমর্থন করছেন। আপনারা যা নিন্দা করছেন তারা তার প্রশংসা করছেন। আপনারা তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদানের জন্য ঘরে ফেরার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা থাকার জন্য অনুরোধ করছে অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর হল জয় আর বৃটেনবাসীর প্রতিনিধিদের পরাজয়।

আমি এভাবেই শেষ করছি। আপনারাও তাই করবেন। এই সংস্থা তার উদ্দেশ্যচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ, অসংশোধনীয় অবস্থায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু তারা তাদের চরিত্রে ও গঠনে অসংশোধনীয়, তাই পৃথিবী শুরুর পর থেকে পৃথিবীতে যেমন পরিবর্তন ও বিপ্লব হয়েছে, তেমনি তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

আমার যথার্থ সম্মানিত বন্ধুর বিরুদ্ধে পরিকল্পনার সাধারণ নীতি সম্পর্কে যে কথা উঠেছে সে সম্পর্কে কিছু বলব। পরিচালকমণ্ডলীর নিকট ভারত শাসন পুনঃঅর্পণ করতে হবে। ধ্বংসকারীর নিকট যারা ভারত সংস্কার অর্পণ করতে চায় তারা সংস্কারের শত্রু। তারা পরিচালক এবং স্বত্বাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, বর্তমান অবস্থায় তা নেই এবং থাকতে পারে না। একজন যথার্থ সম্মানিত ভদ্রলোক বলেন[১৪৬] তিনি বর্তমান ভারতকে পরিচালকমণ্ডলীর হাতে রাখতে চান এবং কিছু হিতকর নিয়ম দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। হিতকর নিয়ম দিতে চান, চমৎকার। অর্থাৎ পুরনো অপরাধীকে পুরনো অপরাধ সংশোধ করতে দিতে চান। তিনি হিতকর নিয়ম দিয়ে দোষী এবং মূর্খকে পুণ্যবান এবং জ্ঞানী করতে চান। তিনি নেকড়েকে মেষের অভিভাবক করতে চান। তবে তিনি (সম্ভবত) এমন বিস্ময়কর মুখবন্ধনী আবিষ্কার করেছেন, যাতে নেকড়ে বেশি হলে দু-এক ইঞ্চি খুলতে পারবে। এভাবে তার কাজ শেষ হল। আমি সেই যথার্থ সম্মানিত ভদ্রলোককে বলতে চাই, নিয়ন্ত্রিত অপকর্ম নির্দোষিতা নয়। অপরাধীকে আটকে রাখলেই অপকর্ম সংশোধিত হয় না। এই ভদ্রলোকেরা কি নিজেদের দোষের জন্যই কোনো সংশোধনের ব্যাপারে অপকর্মের হোতাকে বা উৎসাহদাতাকে সংশোধন করতে বলে না? ভারতের হতভাগ্য মানুষ যদি দেখে, পুরনো অত্যাচারী পূর্ণ ক্ষমতায়, হয়ত সংস্কারের কারণে, তবুও তারা পুরনো কষ্টের স্থায়ীকরণ কিংবা অধিকতর খারাপ হওয়াই ভাববে। তারা ক্ষমতার আসন এবং যে তা পূরণ করে তাকে দেখে। তারা ওই ভদ্রলোকদের নিয়মকানুনকে ঘৃণা করে এবং তাদের কথা যারা বলে তাদেরও ঘৃণা করে।

সবকিছুরই নিরাময় আছে। মনে করুন, বলা হল কোর্ট অব প্রপ্রাইটার কিংবা কোর্ট অব ডাইরেক্টররা তাদের দায়িত্ব পালন করবে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত তারা তা করেছে। কোর্ট অব প্রপ্রাইটার থেকে সকল অকল্যাণের সূত্রপাত এটা মিথ্যা। এদের মধ্যে পরিচালকেরা অনুষঙ্গী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা উৎসাহদাতা কখনো আদেশদাতা, কখনো উপেক্ষাকারী।

কিন্তু কে পছন্দ করবে সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কারকামী পরিচালকমণ্ডলীদের? কেন সেই সকল স্বত্বাধিকারীকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য সকল কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে তারা বেছে নেবে তাদের মতো লোককে যারা তাদের কর্তৃত্ব মানতে বেশি অগ্রণী। যারা অপরাধীদের সাথে বেশি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তারাই তাদের নিয়োগের বস্তু হবে। আপনারা বলুন, যখন এই নিয়োগ হয়, স্বত্বাধিকারীরা পরিচালকমণ্ডলীদের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ পরিচালকমণ্ডলী তখন ব্যস্ত থাকবে তাদের মুরব্বি এবং প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য। না, বাস্তবে আমি বিশ্বাস করি, তারা হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। তারা পছন্দ করবে তাদের, যাদের তারা বিশ্বাস করতে পারবে, নিরাপদে বিশ্বাস করতে পারবে। কাজ করবে তাদের কঠিন নীতি, প্রকৃতি, পথ, স্বার্থ এবং সম্পর্ক মেনে। তারা পরামর্শদাতাও চাইবে না, নিয়ন্ত্রণও চাইবে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনগণের স্বার্থ মেনে কাজ করবে এই ধরনের লোক পাওয়া কঠিন। নিজেদের স্বার্থে এগিয়ে আসবে এমন লোক অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু মহাপরিচালকেরা পা পিছলে ন্যায়পরায়ণতা থেকে সরে যাবে। শাস্তি হবে জনগণের কোর্টে এবং পরবর্তী নির্বাচনে তার স্মরণ হবে।

ভদ্রমহোদয়েরা তত্ত্ব নিয়ে কৌতুকপ্রদ আলাপ করছেন। এই দেশবাসীর জন্য অধিকতর গণতান্ত্রিক সরকার অথবা অভিজাততান্ত্রিক সরকার দেওয়া হবে অথবা পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু কোনো মূল্য আমি দিই না। কোনো প্রস্তাবেই আমি হ্যাঁ বা না বলি না, যদি না ভারত সরকার কোম্পানি সংস্কার চায়। যদি এটা তাত্ত্বিক মজা করে বিল পেশ করে, তবে বিষয়টা হবে তুচ্ছ এবং অপ্রয়োজনীয়। কোম্পানি সরকার শুধু প্রতারণাই করেনি, এটা পৃথিবীতে যত সরকার এসেছে সব চাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ধ্বংসাত্মক স্বৈরাচারী। এটা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস হবে যদি এই ধরনের দুরাত্মার প্রতিকার না করা হয়।

তৃতীয় প্রতিবাদে আসি। এই বিল সম্রাটের প্রভাব বাড়াবে। একজন সম্মানিত ভদ্রলোক যিনি করেছেন, সম্রাটের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার জন্য হাউজে একটি পরিকল্পনা পেশের জন্য আন্তরিক ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে, স্যার, আমি প্রথম থেকেই আন্তরিক ছিলাম। আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল এবং আমার মন জনসাধারণ এর ফলাফল থেকে বিচ্যুত হয়নি। আমার বিবেচনা কতটুকু সঠিক ছিল, আমার ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, তার ফলাফল কখনো মূল্যায়ন করিনি, তার প্রতিক্রিয়ার কথাও কোনো মুহূর্তে ভাবিনি। এই বিল সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি করে কি না সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জিত হই। যদি আমি অত্যাচার এবং স্বৈরশাসন সংশোধন না করতে পারি, তবে তা আমার তিরিশ মিলিয়ন স্বশ্রেণীর মানুষ, দেশবাসীর জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। কিন্তু সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি হলে আমি এ কথা ঘোষণা করতে প্রস্তুত যে, আমি একসময় যা কমাতে প্রস্তুত ছিলাম, আবার পুনরায় তা পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী হব। আমি আমার নাম (সুনাম) চাই না। যেদিক থেকেই আসুক আমার প্রচেষ্টা হচ্ছে ভালো কিছু এবং সরকারের সুরক্ষা।

আমি কোনো সুবিধার আশ্রয় নিতে চাই না। এর অনেক অনেক বিরুদ্ধে। আমি নিশ্চিত যে, সম্রাটের প্রভাব যেভাবেই হোক এই ধরনের সংস্কারে সহায়তা করবে। যা ঘটানো যায় না, সমর্থন করা যায় না। যা সম্ভব শুধু ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিদের নিষ্কলঙ্ক পুণ্য দ্বারা। স্বাভাবিক প্রশাসনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করি না এই বিল সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি করবে। আমরা সকলে জানি যে, পরিচালকগুলীর ওপর সম্রাটের কিছু প্রভাব ছিল। ১৭৭৩ এবং ১৭৭৮-এর আইনে তা অনেক বেড়ে যায়। সংস্কারের অংশ হিসেবে ভদ্রমহোদয়গণ প্রস্তাব করেন, সম্রাটের পক্ষে অধিকতর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, এতে পরিচালকমণ্ডলী একজন রাষ্ট্রের সচিবের[১৪৮] নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এভাবে বলা হবে এবং পরিকল্পনাকে আরো কার্যকর করবে। কিন্তু পুরনো প্রভাব যা ছিল, নতুন যা হবে, তাতে ব্যাপক অসুবিধা হবে—এই প্রস্তাবিত বিলে সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় তা হতে পারে না। একজন সম্মানিত ভদ্রলোক যিনি এখানে নেই, কোম্পানির সাথে ভালোভাবে পরিচিত, এই বিলের বন্ধু, তিনি আপনাদের বলেছেন ওই সংস্থার ওপর মন্ত্রীদের প্রভাব ব্যাপক এবং পরিচালকমণ্ডলীকে নমনীয় রাখার জন্য মন্ত্রীগণ স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করে।* তার মতে বশ্যতা অব্যাহত রাখার জন্য তারা কোম্পানির কার্যক্রম অযোগ্য হাতে ঠেলে দেয়। শাসনের জন্য কোম্পানিকে ধ্বংস করে। প্রভাবের যত খারাপ পর্যায় হতে পারে এটা তাই। এটা হয় গোপনে এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্যভাবে। ভদ্রলোকের বক্তব্য অনুযায়ী আমার সন্দেহ, এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়েছে। সরকারের কার্যক্রম ওই সংস্থার ওপর পূর্বে যেমন ছিল এমনি কাঠামোর ওপর ভবিষ্যতেও হবে। ভারত শাসনের সমস্ত কার্যক্রম থেকে মন্ত্রীদের অপসারণ করতে হবে। নয়ত তাদের মুরব্বিয়ানার প্রভাব থেকেই যাবে। বিষয়টি অনিবার্য। তাদের নতুন সচিবের পরিকল্পনা "অধিকতর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ" আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে পুরনো নিয়মকানুনের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু না। ১৭৭৩ এবং ১৭৮০ সাল থেকে রাষ্ট্রের সচিবদের[১৪৯] অফিসের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখন আমাদের সচিব ছিল তিনজন। এর চেয়ে যদি বেশি কিছু করা হয় তবে যে নির্দেশ তারা মানার ভান করে তাও নিঃশেষ করে দেবে। তারা সম্রাটের ভূমিকা বৃদ্ধি করে, যার ভয় তারা করে। নির্দেশগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে বিবেচনাসম্মত এবং যে অফিস এটা নিয়ন্ত্রণ করবে তা শুধু স্বল্প সময়ের জন্য নিয়মমাফিক রাখা যাবে। পরিচালকেরা কেরানির পর্যায়ে নেমে যাবে, নয়ত সচিবেরা পরিকল্পনামাফিক কিংবা অবহেলার মধ্যে সবকিছু তাদের হাতে ছেড়ে দেবে। উভয়ে মিলে কর্মকাণ্ডে ক্ষতি করবে— বিবাদ, দীর্ঘসূত্রিতা, বিলম্ব পরিশেষে পূর্ণ বিশৃঙ্খলা শুরু হবে।

কিন্তু স্যার, মনোনয়নের
বিরোধিতাবশত এটা উপেক্ষ
ভবিষ্যতেও থাকবে। যা এখনে
বোঝাচ্ছি। একজন তরুণকে
অনুল্লেখযোগ্য ছেলে হিসেবে
ধরনের আড়াই শ কাঁচামাল
একজন ভদ্রলোক যখন ফিরে
আসে তখন হয় কারাগারে অ
তার সামনে। অপরাধের সা
ভারতে কোনো একটি পদে
ব্যক্তির পূর্ণ সৌভাগ্য যা অ
থাকবে, তা ওই ব্যক্তির প্রভ
প্রভাবিত করবে আবার ম
আশ্রয়দানের মাধ্যমে। আমি
মনের মধ্যে বিচরণ করাবেন

এই বিল প্রভাবের
বিচারসম্পন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ ক
করা। অন্যায়কারী বা ক্ষমত
নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড ফিসফিস
প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে কমিশনে
পাওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা ব্য
যা জনগণকে বিরাট ক্ষতির

তৃতীয় এবং বিপরীত
ক্ষমতা কমে যাবে। সম্রা
দেওয়া হয়, বৈপরীত্য লক্ষ
এর সম্পর্ক না রেখে সম
কোম্পানির প্রশাসনিক অ
সবচেয়ে বেশি লাভবান, ক

বিলের অংশ হিসে
কমিশনারদের যে উল্লেখ
কোর্টের কোনো প্রভাবশ
পরিচালকদের বেলায় খ
অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল
কমিশনারদের নিয়োগ ক
হবে না।[১৫৩] এটা কি ১
সংসদ কর্তৃক সৃষ্ট কমিশ
কটাক্ষ হবে? অন্য আপ
কার্যক্রমকে সংসদ ত্যাগ
বা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কি
অন্য কিছু হয়েছে। যেখা
আসবেই। কিন্তু
জানি

কিন্তু স্যার, মনোনয়নের চাইতেও আরো বড় ধরনের একটি প্রভাব আছে। এই ভদ্রলোকেরা বিরোধিতাবশত এটা উপেক্ষা করেছে, যদিও এটা পূর্ণোদ্যমে আছে। তাদের পরিকল্পনামাফিক ভবিষ্যতেও থাকবে। যা এখনো আছে। এই বিল সেই প্রভাবের মূলোচ্ছেদ করবে। নিরাপত্তার প্রভাবকে বোঝাচ্ছি। একজন তরুণকে যখন একটি পদ দেওয়া হয়, এটা বড় কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু একজন অনুল্লেখযোগ্য ছেলে হিসেবে যায় আর ফিরে আসে বিরাট নবাব হিসেবে। মি. হেস্টিংস বলেন, এই ধরনের আড়াই শ কাঁচামাল তার আছে, যাদের তিনি রপ্তানিযোগ্য মাল হিসেবে ফেরত পাঠাবেন। একজন ভদ্রলোক যখন ফিরে আসেন তিনি আসেন ঘৃণা আর প্রচুর সম্পদ নিয়ে। যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসে তখন হয় কারাগারে অথবা কোনো আশ্রয়স্থানে ফিরে আসে। তার ব্যবহারে মনে হয়, দুটোই যেন তার সামনে। অপরাধের সাথে আপস করে অপরাধের আশ্রয়ে গিয়ে, আশা-নিরাশার দোলাচলে পড়ে, ভারতে কোনো একটি পদে গিয়ে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করে কতটা ক্ষমতা সে খাটাতে পারবে? সেই ব্যক্তির পূর্ণ সৌভাগ্য যা অর্ধ মিলিয়ন সম্ভবত যা কোনো খরচ ব্যতীত ওই আশ্রয় থেকে আসতেই থাকবে, তা ওই ব্যক্তির প্রভাব খাটানোর হাতিয়ার হবে। দু ভাবেই কাজ করবে। অপরাধীকেও তারা প্রভাবিত করবে আবার মন্ত্রীদেরও প্রভাবিত করবে। প্রভাব তুলনা করুন, নিয়োগের মাধ্যমে আর আশ্রয়দানের মাধ্যমে। আমি বিষয়টি আর আগে বাড়াব না। আমি আশা করব, ভদ্রমহোদয়গণ তাদের মনের মধ্যে বিচরণ করাবেন।

এই বিল প্রভাবের উৎস কেটে দেবে। এর উদ্দেশ্য এবং পরিধি হচ্ছে ভারতের শাসনকে বিচারসম্পন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানে যতটা সম্ভব হয় দুর্নীতিগ্রস্ত পক্ষপাতকে দূর করা। অন্যায়কারী বা ক্ষমতার অপব্যবহারকারীকে তদন্ত এবং শাস্তির আওতার মধ্যে আনা। এই বিলের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড ফিসফিসানি দ্বারা পুরস্কার বা শাস্তি পরিবর্তন করবে না।[১৫০] গুপ্ত সঙ্ঘ, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে কমিশনের মারাত্মক ক্ষতির কারণ। অপরিপক্ব সৌভাগ্যের পথ যে কেটে দেয় কিংবা পাওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা ব্যাহত করে সে বিশাল ফান্ড, ব্যাংক এবং ভারতীয় ভাণ্ডারের বিশাল ক্ষতি করে, যা জনগণকে বিরাট ক্ষতির ঝুঁকিতে রেখে কোথাও যেকোনো হাতে ন্যস্ত করা যায় না।

তৃতীয় এবং বিপরীত আপত্তি হচ্ছে, এই বিল সম্রাটের প্রভাব বৃদ্ধি করে না। অপরদিকে সম্রাটের ক্ষমতা কমে যাবে। সম্রাটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সংসদ কর্তৃক কোনো কমিশনকে যদি ভারতের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, বৈপরীত্য লক্ষণীয় এবং বিষয়টির ওপর আলোচনা আবশ্যক। বৈপরীত্য পাশ কাটিয়ে এবং এর সম্পর্ক না রেখে সমস্ত আপত্তি বিস্ময়কর। মহোদয়গণ কি জানেন না সম্রাট দেশে বা বাইরে কোম্পানির প্রশাসনিক অথবা সামরিক কোনো কার্যালয় রাখেননি? সম্রাটের কথা যদি বলি, তিনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান, কারণ নতুন কমিশন অনুযায়ী শূন্য পদগুলো তিনিই পূর্ণ করবেন।

বিলের অংশ হিসেবে তর্কে সম্রাটের সুবিধার ব্যাপারে কিছু কটাক্ষ করে বলা হয়েছে। বিলে কমিশনারদের যে উল্লেখ আছে, তারা স্বল্প সময়ে থাকবেন (আমার মতে), কারণ সেই সময়ে তারা কোর্টের কোনো প্রভাবশালী উপদলের দয়ার ওপরে থাকবে না।[১৫১] এই অভিযোগ কি বর্তমান পরিচালকদের বেলায় খাটে না? তাদের মেয়াদকাল চার বছর।[১৫২] এটা কি ১৭৭৩ সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় না, যেমনি সংসদের আইন অনুযায়ী কমিশনারদের নিয়োগ করা হবে, তারা কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকবে এবং সম্রাটের ইচ্ছায়ই অপসারিত হবে না।[১৫৩] এটা কি ১৭৮০ সালের আইনে ছিল না, সেই নির্ধারিত সময়ে পুনঃনিয়োগের কথা?[১৫৪] সংসদ কর্তৃক সৃষ্ট কমিশনের সদস্যদের নাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হলেই কি তা সম্রাটের ক্ষমতার কটাক্ষ হবে? অন্য আপত্তিসমূহ পরিকল্পনায় যাই থাকুক না কেন। সম্রাট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কার্যক্রমকে সংসদ ত্যাগ করছে না বা সংসদের তা ত্যাগের ব্যাপারও নয়। এটা নতুন কিছু নয়, সহিংস বা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নয়। আমার স্মরণ পড়ে না কোনো সংসদীয় কমিশনে, ট্যাক্স কমিশনার পর্যন্ত অন্য কিছু হয়েছে। যেখানে নির্বিঘ্নে কার্যক্রম হয় না সেক্ষেত্র সর্বত্রই চার বছরের সময়কালের প্রতিবাদ আসবেই। কিন্তু সেই প্রতিবাদে আমি ঘোষণা করছি, সেইসব লোকদের চেহারা নীতিবোধ থেকে যা জানি, তারা সম্পূর্ণ অকপট। মন্ত্রীদের পার্টির লোকজন (এই ভদ্রলোকেরা) যারা এই পরিকল্পনাকে প্রস্তাব

করেন, এর দ্বারা তারা শক্তিশালী হবেন; কারণ তিনি তার পার্টির লোকজনদের নাম কমিশনারদের কাছে বলবেন।[১৫৫] এই প্রতিবাদ পার্টির বিরুদ্ধে পার্টির প্রতিবাদ এবং এ ব্যাপারে এই ভদ্রলোকেরা জানেন। তারা বুঝে যদি ষড়যন্ত্র করে কোনোভাবে পদ দখল করতে পারে তবে অনুগত পরিচালক কিংবা সম্পদশালী ভীত ভারতীয় অপরাধীদের ওপরে যে গোপন মুরব্বিপনা করে কলকাঠি নাড়াত তা হারাবে। এখান থেকে যদি তারা হেরে যায়, আবার ফিরে আসবে। মন্ত্রী তার বন্ধু কিংবা পার্টির লোকের নাম বলবেন। কার নাম তিনি বলবেন? তিনি কি বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকের নাম বলবেন? যাদের বিশ্বাস করেন না তাদের নাম বলবেন? তার সংস্কারের প্রকাশ্য শত্রু, তিনি কি তার নাম বলবেন? এখানে তার চরিত্র ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। যদি তিনি তার নিজ উদ্দেশ্যে (কখনো প্রস্তাব করবেন না) মর্যাদা, সৌভাগ্য, চরিত্র, সামর্থ্য, জ্ঞানবর্জিত কোনো নাম প্রস্তাব করেন, তবে তিনি স্বাধীন হাউজ অব কমন্সে হাউজ অব কমন্সের গুণ এবং সংসদীয় আনুগত্য ভঙ্গ করবেন।[১৫৬] হাউজ অব কমন্স এই ধরনের নাম সহ্য করবে না। যে সূত্রে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন সেই ক্ষমতার সূত্রে তিনি হারিয়ে যাবেন।

ওই নামগুলোর মধ্যে যে আস্থা তিনি ন্যস্ত করেছেন সেটাই হবে এই সংস্কারে তার আন্তরিকতার প্রথম প্রতিশ্রুতি।

আমার দিক থেকে, স্যার, এ ব্যাপারে সকল পরোক্ষ বিবেচনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি। বিলের প্রতিটি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে আমার একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, যে সকল পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে, তা কি ভারতে প্রয়োজন আছে?

- এ ব্যাপারে প্রকৃত বিষয় হচ্ছে মানুষ। সেই মানুষের প্রকৃত অভাব ভুলে যেতে সম্মতি দিতে পারি না এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে দলগত কলহ উদ্ভব হতে পারে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা। কমিশনের ব্যাপ্তিকাল প্রশ্নে আমি নিশ্চিত। যদি কেউ একটু কষ্ট করে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সে কল্পনার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হবে। অভ্যাসগত স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার একচেটিয়া অধিকার, অর্থ আত্মসাৎ, আইনগত কর্তৃত্বের অবসান ইত্যাদি বিগত কুড়িটি বছরে মহাঅপরাধের পরিপক্বতা লাভ করেছে। সেই সাথে দৃশ্যপটের দৃঢ়ত্ব, অপরাধীদের সাহস ও কৌশল, যোগাযোগ, অত্যধিক ধনদৌলত, ইংল্যান্ডে দলাদলি যা শুরু হয়েছে এগুলো কি চার বছর সময়ের চাইতে অল্প সময়ে সমাধান করা যাবে? এমনি একটি উত্তর দিতে কেউ ঝুঁকি নেয়নি। সুনাম সম্পর্কে যার সুবিবেচনা আছে সে ঝুঁকি নেবে না।

স্যার, যে সকল ভদ্রলোক কমিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাদের কাছে থাকবে একটি গুরুতর প্রতিশ্রুতি। তাদের স্থায়িত্ব হবে অবশ্যই বাস্তব। সংসদের কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠানের সম্মতি ব্যতিরেকে যদি তাদের কার্যকাল সুনির্দিষ্ট না থাকে, অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে আমার সম্মানিত বন্ধুর সংস্কার পরিকল্পনা ভিন্নতর। আমরা তাদের নিকট থেকে বেশি আশা করতে পারি, তারা তাদের পুরনো অপকর্ম আর চালাবে না। আর বিশেষ কিছু নয়, শুধু তাদের নিকট আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশা করি। তাদের সম্মানের (যদি কিছু থেকে থাকে) কথা ভেবে ভারতবর্ষের অভিযোগগুলো ঢেকে রাখবে, চাপা দেবে; ফলত প্রতিরোধ করবে। তা না করলে তাদের জন্য অপমান বয়ে আনবে। অন্যথায় প্রতিটি সংস্কার প্রচেষ্টা তাদের পূর্বতন প্রশাসনের জন্য একটি প্রহসন হবে। যাকেই তারা জবাবদিহি করতে বলবে সে-ই হবে তাদের অপকর্মের হাতিয়ার কিংবা সহযোগী। তারা কোনো উপকার তো করবেই না বরং তা নষ্ট করবে। মেয়াদকাল যত সংক্ষিপ্ত হবে সংশোধনের সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

কিন্তু বিলের ধরনটা ভিন্ন। এই বিলে সংস্কারটাই মূল কথা, সংসদে সংশোধিত কোনো আইন নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না। এই বিলের প্রধান অর্থই হচ্ছে সাহায্য, নিয়ন্ত্রণ নয়। সহায়তা করা, কর্তৃপক্ষকে আটকে দেয়ার নীতি নয়। এতে আমরা নির্দোষিতাই বেশি দেখি। এতে আমরা প্রত্যাশা করি প্রচণ্ড আগ্রহ, দৃঢ়তা এবং বিরামহীন কর্মপ্রবাহ। তাদের কর্তব্য, চরিত্র উৎসাহের কর্মতৎপরতায় বেঁধে ফেলবে। যতক্ষণ তারা আস্থা ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, তাদের সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে একটি সময়কাল কাজ করতে হবে। যেখানে কাজের ধারাবাহিকতা থাকবে। একটি পদ্ধতি থাকবে, সেখানে কাজের সময়কাল দিতে হবে। যখন তারা জানবে তাদের কানাঘুষাতেই চাকরি যাবে না। গণআলোচনা ব্যতীত তাদের কোনো

তদন্তের সম্মুখীন হতে হবে না। তাদের কার্যক্রম, পরিকল্পনা এমন হাতে পড়বে না যারা তাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করতে চায় কিংবা অপমান করতে চায়, তখনি আমরা আশা করতে পারি। মেয়াদকাল হবে চার বছর অথবা তাদের সুন্দর আচরণ পর্যন্ত। সেই সুন্দর আচরণ হবে যতদিন তারা বিলের নীতিগুলোর প্রতি বিশ্বাসী থাকবে। আর বিচারের ভার থাকবে সংসদের।[১৫৭] এটা হবে বিচারকদের মেয়াদকাল এবং বিলের মূল্যবান নীতিই হচ্ছে ভারতে একটি বিচারব্যবস্থা সমন্বিত প্রশাসন গড়ে তোলা। একটি দায়িত্ব পালন করায় আস্থা দিতে হবে। একটি মায়ের সন্তানের জন্য যতটুকু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থাকা দরকার ততটুকু থাকতে হবে।

যথার্থ সম্মানিত বন্ধুর বিলে কোনো পক্ষ যদি লাভবান হয়, সেক্ষেত্রে দেখানো হোক সেই লাভে কোন বিষয়ের ক্ষতি হয়েছে। আপত্তির গুরুত্ব থাকতে হবে। তা যদি না করা হয়, সে প্রচেষ্টা যদি না করা হয়, তবে আমি বলব, সেই লাভটাকে হেয় করার জন্যই করা হয়েছে এবং তা অপমানজনক। দেশটা বিভিন্ন পক্ষের নিকট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, আগেও তা করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও তা করা হবে। এই সাম্রাজ্যের মানুষদের যদি অত্যাচার থেকে রক্ষা না করা হয়, ধ্বংস থেকে রক্ষা করা না হয়, যদি দেখানো না যায় তাদের কল্যাণ হবে, তবে কোনো মঙ্গলই এ দেশের হবে না। এই সংস্কার থেকে কোনো পক্ষ যদি উপকৃত হয় (আমার জানা বা বিশ্বাস এর বেশি হবে), তবে সেই পক্ষের সুনাম অব্যাহত রাখবে। তাই নয়, সেই পক্ষ রাজ্যের সেই অংশের নিরাপত্তা ও রক্ষার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশঙ্কার কারণ হচ্ছে, বিলে উল্লেখকৃত কমিশনাররা স্থানচ্যুত মন্ত্রীদের ভক্তি করবে। এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রতি আপত্তিই অপরাধীদের প্রতি আপত্তি। স্মরণ রাখতে হবে কমিশনাররা তাদের বন্ধু হবে, দাস নয়। কিন্তু নির্ভরশীলরা কখনো বন্ধুর সাথে, নীতির সাথে, চরিত্রের সাথে একীভূত হতে পারে না। সমালোচক হিসেবে শুরু করে সহযোগী হিসেবে শেষ হয়। যাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের নির্দেশের আওতার মধ্যে চলে যেতে পারে।

চতুর্থ এবং শেষ আপত্তি হচ্ছে, এই বিল মানুষের সম্মানহানি করবে। এর উত্তর দেয়ার দরকার আছে কি না জানি না। যদি তা করতে হয় তবে আপনাদের গোড়াটা দেখুন। ডুবন্ত তহবিলই হচ্ছে এ দেশে সম্মানের স্তম্ভ। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না কোম্পানির অব্যবস্থার কারণে কর প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে ওই তহবিল থেকে মিলিয়ন নেয়া হয়েছে।[১৫৮] কোষাগারের অনুমতি ব্যতীত কোম্পানির[১৫৯] ওপর যে চার মিলিয়ন চাওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। কোষাগার সংসদীয় কর্তৃত্ব এবং বিশ্বাসের মধ্যে কাজ করে জনগণকে এই মিলিয়ন অর্থের প্রতিশ্রুতি দেয়। জনগণকে যদি সেই প্রতিশ্রুতি দেয়, জনগণকে সুদ প্রদানের জন্য তাদের হাতে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অন্যথায় জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুদই অনাদায়ী নয়, বরং সকল ফান্ডই শূন্যের কোঠায়। পুরো কাঠামোই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায়। আপত্তি দুর্ভাগ্যজনক হবে, যদি এই বিল সততা এবং ট্রাস্টের সামর্থ্য ও যোগ্যতার নির্দেশনা না দেয়। যদি তা করে, তবে এই বিল মানুষের সম্মান ও সমর্থন পাবে। বলা হয়েছে, এই সনদ যদি ভঙ্গ করেন, তবে ব্যাংকের সনদ যার সাথে জনগণের সম্মান জড়িত, লন্ডন সনদ যার সাথে জনগণের অধিকার জড়িত, কী নিরাপত্তা দেবে? আমি উত্তর দিচ্ছি, তেমন ক্ষেত্রে কোনো নিরাপত্তা দেবে না, কোনো নিরাপত্তা না। যে ধরনের অব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পড়েছে, সেই একই অবস্থায় ব্যাংক পড়ে; যদি দাবির অত্যাচার না মেটাতে পারে, কর্মকাণ্ড সমাধান না করতে পারে, বিলের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ প্রদান করতে না পারে, তবে কোনো সনদই রক্ষা করতে পারবে না এবং মানুষের কোনো অভিযোগের প্রতিকার হবে না। যদি লন্ডন নগরীর একটি সাম্রাজ্যের তাদের মতোই মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে অত্যাচার এবং সন্ত্রাস করে ধ্বংস করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকে, তবে লন্ডন নগরীর সেই অত্যাচার, সন্ত্রাসের সনদের প্রতি কোনো অনুমোদন থাকবে না। সনদ থাকবে যতক্ষণ উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকবে, সুযোগসুবিধাগুলো উদ্দেশ্যের বিপরীতে যাবে, সনদ ভঙ্গ হবে।

এখন স্যার, এই বিলের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য যে সকল যুক্তি তুলে ধরার প্রস্তাব করেছিলাম আমি তা শেষ করছি। যদি আমি ভুল করে থাকি, সত্য জানার জন্য প্রয়াস গ্রহণ করিনি তা নয়। যে ন্যায়পরায়ণতা আমার দেশবাসীর জন্য রয়েছে এটা তারই অঙ্গীকার।

বিলের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি এর লেখকের[১৬০] উদ্দেশ্যে একটি কথা বলব। সকল সংসদীয় স্বাধীনতা ভঙ্গ করে, অপ্রয়োজনীয়, নির্মম ভাষা ব্যবহার করে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তার মহৎ আবেগ তার কাছেই ছেড়ে দিলাম। আমি অবশ্যই বলব, মানব জাতির একটি বিরাট অংশ যারা মস্ত স্বৈরশাসনে নিদারুণভাবে নিপীড়িত ছিল, তাদের রক্ষা করা যুগের একটি উল্লেখযোগ্য সম্মানের কাজ। দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছে যাদের তা বোঝার জন্য উদারতা আছে, কাজের মানসিকতা আছে, সমর্থনের বাগ্মিতা আছে, সেই বিশাল বিপদসংকুল উপায় উদ্ভাবনের জন্য। মানুষের অবস্থা এবং বিষয়বস্তুর অজ্ঞতার জন্য তার এই মানসিকতা নয়। তিনি জানেন, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে, কোর্টের ষড়যন্ত্রের কারণে, মানুষের বিভ্রান্তির কারণে কত ফাঁদ তার পথে ছড়ানো আছে। তিনি তার সহজ জীবনকে, তার নিরাপত্তাকে, তার স্বার্থকে, ক্ষমতাকে, প্রিয় জনপ্রিয়তাকে বিপদসংকুল করে ফেলেছেন তাদের জন্য, যাদের তিনি কখনো দেখেননি। সেই রাস্তা যে রাস্তায় তার পূর্বে বীরেরা অগ্রগমণ করেছেন। তার সেই কল্পিত চিন্তাধারার জন্য তাকে অপবাদ এবং কষ্ট নিতে হয়েছে। তিনি মনে রেখেছেন সব ধরনের সত্যিকার মহৎ কাজের পেছনে প্রধান উপাদান থাকে অপমান। তার মনে আছে, এটা শুধু রোমানদের সামাজিক প্রথা নয়, বরং এটাই হচ্ছে প্রকৃতি এবং জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানই হচ্ছে অপবাদ এবং নিগ্রহ। যারা সাময়িক নিন্দায় ভারাক্রান্ত হয়েও সম্মানের জন্য বাঁচে তারাই এই চিন্তাধারা সমর্থন করবে। তিনি একটি বড় কাজ করছেন যা মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ হয় এবং কদাচিৎ মানুষের এমনি মহৎ ইচ্ছা হয়। তিনি তার নাম আরো বড় করুন। তার বদান্যতার জন্য তার সমস্ত প্রভাবকে প্রসারিত করুন। তিনি এখন তার খ্যাতির চূড়ায়। মানুষের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। যদি তিনি দীর্ঘজীবী হন, অনেক কিছুই তিনি করতে পারেন। এখানেই তিনি সর্বাপেক্ষা উচ্চতায় আছেন। আজ তিনি যা করছেন এটাকে তিনি ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না।

তার ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি উজ্জ্বলতাকে সামান্য পরিমাণ মলিন করে, সামর্থ্যের গতিকে কিঞ্চিৎ বাধাগ্রস্ত করে, কিন্তু তা তার মহৎ গুণগুলোকে নির্বাপিত করে দেয় না। ওই ত্রুটির সাথে প্রতারণা, ভণ্ডামি অহঙ্কার, হিংস্রতা, প্রকৃতিগত স্বেচ্ছাচারিতা, নির্যাতিত মানুষের জন্য অনুভূতি মিশ্রিত নয়। তার দোষ ফ্রান্সের জাতির পিতা[১৬১] চতুর্থ হেনরির বংশধরদের মধ্যে যতটা থাকবে ততটা। চতুর্থ হেনরি মনে করতেন, তার রাজ্যে প্রতিটি প্রজার ঘরে পাত্রের মধ্যে মোরগ-মুরগি দেখে যাবেন। গৃহস্থালি উপকারিতার মানসিকতাসম্পন্ন মহৎ কথাগুলো অনেক রাজার সম্পর্কে উল্লেখ আছে। যা পাওয়া যাবে তার চাইতে বেশি তিনি আশা করেছেন এবং মানুষটির সুন্দর ইচ্ছাগুলো রাজার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই ভদ্রলোক একজন সাধারণ নাগরিক। সত্যিকারভাবে বলতে পারেন, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের পাত্রেই যেন চাউল থাকে। প্রাচীনকালের একজন কবি একজন অতীব সম্মানজনক একজন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে ভেবেছিলেন, দীর্ঘ বংশপরিক্রমায় তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান নাগরিকের পূর্বপুরুষ। তিনি শান্তির শক্তি দিয়ে অত্যাচারী সরকারকে সংশোধন করেছিলেন এবং যুদ্ধের লুটপাট বন্ধ করেছিলেন।

ইনভোলি প্রো কোয়ান্টো জভিনিস কোয়ান্টামকো ডাটুরাস আউসোনিয়া পপুলিস ভেনুরা ইন সেকুলা সিভেম ইল্লে সুপার গেনজেম সুপার একসোভিটাস এট ইনডোস ইমপ্লেবিট টেরাস ভোসি এট ফুরিয়ালা বেলা ফুলমাইন কমপেসেট লিংগুয়া-।[১৬২]

এ কথা এমন একজন লোকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বাগ্মিতা বললে ভুল হবে না; এই বিলের উত্থাপকের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু গঙ্গা এবং সিন্ধু, আমার সম্মানিত বন্ধুর সম্মানের উৎসভূমি, সিসেরোর নয়। আমি আনন্দের সাথে মানুষের উপকার করার ফলে, শক্তিতে, কৃর্তৃত্বে, পুরস্কার প্রত্যাশা করি। আমি আমার মনকে নিয়ে যাই সেইসব মানুষদের কাছে, সেইসব নামের কাছে যারা আছে বিচিত্র অবস্থায়, যারা এই বিল দ্বারা উদ্ধার পাবে। সংসদের এই পরিশ্রমকে আশীর্বাদ জানাবে। বিশ্বাস ন্যস্ত করবে তার প্রতি, এই সংসদ যাকে তা দিয়েছে, যে তার জন্য যোগ্য। যেখানে স্বাধীনতা এবং সুখ অনুভূত হচ্ছে সেখানে দলীয় তুচ্ছ অভিযোগ শোনার কোনো কারণ নেই। এমন কোনো ভাষা নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই যারা এই হাউজের উদ্বেগ এবং মানবিক

আশীর্বাদ করবে না। যে ভাষায়ই
করা হয়, যার কাছ থেকে তার সৃষ্টি
থেকে আপনাদের নাম দূরে থাকবে
তলিয়ে যাবে, সেদিন যে সম্মানের
উপস্থাপক সম্পর্কে যা আমি ভেবে
গিয়ে স্তুতিবাদের অভিযোগে অভিযু
স্তুতিবাদ, দীর্ঘ পরীক্ষার ফল; প্রায়
যে, এই দিনটি দেখার জন্য বেঁচে
জাতির একটি বিরাট অংশকে ধ্বংস
করার জন্য এই পড়ন্ত বেলায় আম

তথ্যাবলি

১. এই রিটগুলো সম্রাট কিংবা কে
জন্য
২. লর্ড নর্থ। ভারত সম্পর্কীয় বি
করা হত, ধারণা করা হত তি
যদিও এগুলোর ব্যাপারে তার
৩. চার্লস জেমস ফক্স (১৭৪৯-১
৪. সেশনের শুরুতে রাজার বক্তৃ
২৩, ১১৪১)
৫. বিলের কয়েকজন সমালোচক
১ম ব্যারোনেট এম.পি. (১৭
গিয়ে পদদলিত হয়েছেন
৬. ম্যাগনাকার্টা, রাজা জন (১১
৭. অনুমিত হয় ১২৬৫ সালে তৃ
৮. ৮-১ : মি: ফক্স
৯. ১৬৪৮ সালে
১০. দা হলি রোমান এমপায়ার
১১. ক্যাথলিজিম, লুথারিম, ক্য
১২. ম্যাগনাকার্টা
১৩. ডি টেল্লাজি নন কনসিডেল
১৪. ১৬২৯
১৫. 1689
১৬. অ্যাডাম স্মিথ বক্তব্যে বলে
১৭. ১৮ ই নভেম্বর পিট বলে
১২০৯)
১৮. ২-এপ্রিল ১৭৮৩-এ ডুন
দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল
১৯. দান করে
২০. কোম্পানি

আশীর্বাদ করবে না। যে ভাষায়ই হোক, যে ধর্মীয় আচারেই হোক, যার কাছে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, যার কাছ থেকে তার সৃষ্টির জন্য সকল দান গ্রহণ করা হয়, সেই স্বর্গীয় মঙ্গলময়ের সিংহাসন থেকে আপনাদের নাম দূরে থাকবে না। যেদিন সকল ভাষা, প্রভাব, দল মুরব্বিয়ানা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, সেদিন যে সম্মানের আপনারা যোগ্য, আপনাদের অবশ্যই তা দেয়া হবে। এই প্রস্তাবের উপস্থাপক সম্পর্কে যা আমি ভেবেছি, অনুভব করেছি তা বলেছি। আমার সম্মানিত বন্ধুর সুনাম বলতে গিয়ে স্তুতিবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি।[১৬৩] আমি জানি না সেটা কী ছিল। আমার মতে পরীক্ষিত স্তুতিবাদ, দীর্ঘ পরীক্ষার ফল; প্রায় কুড়ি বছর পর্যবেক্ষণের ফল। আমার দিক থেকে আমি সুখী এই জন্য যে, এই দিনটি দেখার জন্য বেঁচে আছি। আঠার বছরের পরিশ্রমের অধিক মাত্রায় ফল পেয়েছি। মানব জাতির একটি বিরাট অংশকে ধ্বংস করার জন্য যে স্বৈরশাসন জাতির কলঙ্কস্বরূপ রয়েছে, তাকেই ধ্বংস করার জন্য এই পড়ন্ত বেলায় আমার একটি ভোট নিয়ে আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছি।

তথ্যাবলি

১. এই রিটগুলো সম্রাট কিংবা কোর্ট সনদপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে জারি করত সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড তদন্ত করার জন্য

২. লর্ড নর্থ। ভারত সম্পর্কীয় বিষয়গুলো তার বিভাগেই দেওয়া হত। ফক্সের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বিলগুলো প্রেরণ করা হত, ধারণা করা হত তিনি সেগুলোর বিরোধিতা করছেন। তিনি পরে এগুলো জন্য সমর্থনের পাঠাতেন। যদিও এগুলোর ব্যাপারে তার সংশয় থাকত (ক্যানন- ফক্স-নর্থ কোরালিশন পৃ: ১১২-১৩)

৩. চার্লস জেমস ফক্স (১৭৪৯-১৮০৬)

৪. সেশনের শুরুতে রাজার বক্তৃতায় ধন্যবাদ প্রস্তাবে পিট এই শব্দগুলো বিতর্কে ব্যবহার করেন। (পার্ল হিষ, ২৩, ১১৪১)

৫. বিলের কয়েকজন সমালোচক এইভাবে বলেছেন। আর্চিবলড ম্যাকডোনাল্ড (১৭৩৭-১৮২৬) পরে (১৮১৩) ১ম ব্যারোনেট এম.পি. (১৭৭৭-৯৩) বিশেষভাবে বলা হয়। 'অধিকারসম্পন্ন লোক' সনদকে আক্রমণ করতে গিয়ে পদদলিত হয়েছেন

৬. ম্যাগনাকার্টা, রাজা জন (১১৬৭-১২১৬) ১২১৫ তে

৭. অনুমিত হয় ১২৬৫ সালে তৃতীয় হেনরি সনদ অনুমোদন করেন (১২০৭-৭২)

৮. ৮-১ : মি: ফক্স

৯. ১৬৪৮ সালে

১০. দা হলি রোমান এমপায়ার

১১. ক্যাথলিজিম, লুথারিম, ক্যালভিনিজম

১২. ম্যাগনাকার্টা

১৩. ডি টেল্লাজি নন কনসিডেলডো ১২৯৭

১৪. ১৬২৯

15. 1689

১৬. অ্যাডাম স্মিথ বক্তব্যে বলেছেন, ব্যবসায়ীরা তাদের সার্বভৌম ভারতে অসমর্থ

১৭. ১৮ ই নভেম্বর পিট বলেন, তিনি নিশ্চিত ভারতের ব্যাপারে শাসনে বড় অন্যায় হয়েছে। (পার্ল হিস্ট ২৩, ১২০৯)

১৮. ২-এপ্রিল ১৭৮৩-এ ডুনডাস একটি ভারতীয় বিল তুলে ধরেন যাতে গভর্নর জেনারেলকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ছিল ভারতে অপশাসন বন্ধ করা। কোয়ালিশন তাকে অপসারণ করে এবং পিটকে সমর্থন দান করে

১৯. কোম্পানি ১৭৬৫ সালে উত্তরাঞ্চলীয় সরকারের অধীনে করায়ত্ত করেন ১৭৬৫ সালে

২০. দ্বিতীয় শাহ আলম

২১. শাহ আলমের কবিতাগ্রন্থের একটি কপি বার্কের কাগজপত্রের মধ্যে ছিল

২২. এলাহাবাদ চুক্তি ১৭৬৫

২৩. হেস্টিংস কোরা এবং এলাহাবাদ জেলা দুটো হস্তান্তর করেন ১৭৭৩ সালে। অযোধ্যার মুখ্যমন্ত্রীকে ... জেলা দুটোর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিলেন ১৭৬৫ সালে। মুখ্যমন্ত্রী সুজাউদদৌলা যুক্তি তোলেন যেহেতু জেলা ... এবং এর রাজস্ব মারাঠাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অতএব তার আর দায়িত্ব নেই

২৪. রোহিল্লাখণ্ডে আফগান রোহিল্লাদের শাসন সমাপ্ত করার জন্য ১৭৭৪ সালে হেস্টিংস কোম্পানির ... অংশকে অযোধ্যার সুজাউদদৌলার হাতে ন্যস্ত করেন। এই রোহিল্লা যুদ্ধ হেস্টিংসের জন্য বিরাট দুর্নাম ... আনে। সর্বস্বান্তটা হচ্ছে- একটি ছোট রোহিল্লা গ্রুপকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এই জন্য যে, তারা ... শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি বিরাট হিন্দু জনসমষ্টিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল

২৫. হাফিজ রহমত খান (১৭১০-৭৫) ছিলেন রোহিল্লা প্রধান। তিনি সুজাউদদৌলার আক্রমণের শিকার হন। তিনি পার্শি এবং পশতু ভাষায় কবিতা লিখতেন

২৬. রোহিল্লাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হন কর্নেল আলেকজান্ডার চ্যামপিওন (মৃ. ১৭৯৩)। তার প্রতি অভিযোগের কোনো উত্তর দেননি বলেই সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন

২৭. মির জাফর কোম্পানিকে বিরাট পরিমাণ ঘুষ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কোম্পানির সৈন্য সিরাজ উদদৌলাকে (১৭৫৭) পলাশীতে উৎখাৎ করে

২৮. মির কাশিম ১৭৬০ সালে কোম্পানিকে ভূমি ও সৈন্য প্রদান করেন

২৯. বিরাট অঙ্ক দেওয়া হয় যখন মির জাফরকে পুনরায় ১৭৬৩ সালে বসানো হয়

৩০. নাজিম উদদৌলা ক্ষমতাগ্রহণের পূর্বে বিরাট পরিমাণ প্রদান করেন। ১৭৬৫

৩১. মুবারকউদদৌলার অভিভাবক হিসেবে ১৭৭২ সালে মুন্নি বেগমকে নিয়োগ প্রদান করা হয়

৩২. রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও (মৃ. ১৭৮৩)-কে মারাঠার পেশোয়া বা মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য কোম্পানি সমর্থন করে। ১৭৮৩-তে পরিত্যাগ করা হয়

৩৩. মাধব রাও নারায়ণ (মৃ. ১৭৯৫)

৩৪. হেস্টিংস বেরারের মধুজি ভোনসালাকে (মৃঃ ১৭৮৮) সাতারার রাজা হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। মারাঠার নাম মাত্র প্রধান

৩৫. মহাদাজি সিন্ধিয়া

৩৬. কোম্পানি ১৭৬৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম আলী খানকে কর্নাটকের নবাবের পক্ষে ক্ষমতা সমর্পণ করতে বলে

৩৭. মহীশুরের সাথে যুদ্ধের পূর্বে ১৭৬৭ সাল

৩৮. ১৭৭১ এবং ১৭৭৩ সালে

৩৯. দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম রাজাদের জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হত

৪০. সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে হেটিংস ১৭৮০ সালে ডাচদের কর্নাটকের টিন্নিভিলি জেলার ভার অর্পণ করেন

৪১. কর্নাটকের নবাব তার দ্বিতীয় পুত্র আমীর উল উমরের উত্তরাধিকার মনোনয়নের জন্য বৃটিশ সরকার বা কোম্পানিকে চাপ দিচ্ছিলেন

৪২. ২৭ শে নভেম্বর ফক্সের ভাষণ, পার্ল হিস্ট ২৩ ১২৬৯-৭০.

৪৩. জর্জ জনস্টোনের উল্লেখ, যিনি অভিযোগ করেছিলেন ফক্স স্থান তারিখ তালগোল পাকিয়েছেন

৪৪. হেস্টিংসের অর্থপ্রাপ্তির পর পরিচালকদের নিকট লিখিত চিঠি ২২ শে মে ১৭৮২

৪৫. ১৭৮২-তে ১৫ই এপ্রিল তার বক্তৃতা

৪৬. এলাহাবাদ চুক্তির (৪ লক্ষ পাউন্ডের ওপর) করার পর বাংলার নবাবের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়

৪৭. নাজাফ যান বৃটিশদের সাথে ঐক্য করেন। ১৭৬৫ সালে তাকে দুই লক্ষ টাকার পেনশন দেওয়া হয়

৪৮. অনুমিত হয় ১৭৬৬ সালে

৪৯. ১৭৬৯ সালে

৫০. ১৭৭৪ সালে

৫১. পুরন্দর চুক্তি ১৭৭৬ সালে

৫২. ওয়ারগসনের চুক্তি ১৭৭৯ ...

৫৩. মহীশাশুর, নিজাম এবং মার...

৫৪. সালবাই শান্তি চুক্তি ১৭৮২ ...

৫৫. অনুমিত হয় কর্নাটকের রাজ...

৫৬. ডেভিড এন্ডারসন (১৭৫১ ...

৫৭. বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে...

৫৮. টিপু (১৭৫৩ - ৯৯) পিতা...

৫৯. রিচার্ড ম্যাথুজ (মৃ. ১৭৮৩ ...

৬০. বেদুনুর - দক্ষিণ কানাড়ায়...

৬১. পেশোয়ার নিকট থেকে ... সন্ধি করেন। সালবাই চুক্তি...

৬২. গোহাদের রানা করতার ... সিন্ধিয়ার নিকট ছেড়ে দে...

৬৩. সালবাই সন্ধির ৬ষ্ঠ অধ... নিকট থেকে ভাতা পাবে... বার্ক তাকে প্রচুর সাহায্য...

৬৪. কর্নেল কামাক সিন্ধিয়ার... করে। গোহাদের রানাকে... তাকে তার ক্ষতিপূরণ ... পালন করেনি

৬৫. শে অক্টোবর ১৭৮৩ সা...

৬৬. চেপাক প্রাসাদ

৬৭. কলিকাতা ফাউন্ডেশন ...

৬৮. আসাফ আল দৌলা

৬৯. শে নভেম্বর ১০ম সিলে...

৭০. যারা অযোধ্যাকে ইজা... টাকা ঘাটতি হয়

৭১. ওয়াজিরের সেনাবাহিনীতে... অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য অ...

৭২. ন্যাথানিয়াল মিডলটন...

৭৩. চুনার সন্ধি ১৭৮১ অ...

৭৪. কোম্পানির স্বচ্ছলতা ... নভেম্বর ১৭৮৩, ইস্ট...

৭৫. ফয়জুল্লাহ খান (মৃ. ... জায়গীর দেওয়া হয় ...

৭৬. অমিল, রাজস্ব প্রশাস...

৭৭. গ্যালিভার ট্রাভেল: ...

78. প্রথম সংস্করণে : বৃ...

৭৯. প্রথম সংস্করণে চার...

৮০. অযোধ্যার বিখ্যা...

৮১. বিহার আলী খান ও জওহার আলী খান
৮২. সাদরাল নেছা (মৃ. ১৭৯৬)
৮৩. বহু বেগম (১৭২৮-১৮১৮)
৮৪. আছাফ আল দৌলা
৮৫. ফয়েজাবাদ : অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজধানী
৮৬. বেনারসের রাজা ও ধর্মগুরু বলবন্ত সিং (মৃ. ১৭৭০)
৮৭. ১৭৭৮ সন থেকে চৈত সিংকে সৈন্যবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হত।
৮৮. দ্বিতীয় রিপোর্ট
৮৯. হেস্টিংসের ২০ শে মার্চ ১৭৮৩ সনের চিঠির উত্তরে ১৯ শে নভেম্বর ১৭৮৩ পরিচালকমণ্ডলীর মন্তব্য। চৈত সিং-এর ব্যাপারে হেস্টিংসের ব্যবহারে পরিচালকমণ্ডলীর নিন্দার প্রেক্ষিতে
৯০. হেস্টিসের প্রকাশিত, কলিকাতা ১৭৮২, বেনারসের জমিদারি সম্পর্কিত নিবন্ধে বার্কের ভাষ্য
৯১. চৈত সিং-এর ভূ-খণ্ড কোম্পানি ১৭৭৫ ইং দখল করে। বিষয়টি বিতর্কিত ছিল: হেস্টিংস মনে করতেন, কোম্পানির সার্বভৌম ক্ষমতায় তিনি অন্যদের চাইতে পৃথক ছিলেন না। সিলেক্ট কমিটি দ্বিতীয় রিপোর্টে "জনগণের বিশ্বাস চুক্তির মাধ্যমে" দখল পাকাপোক্ত করে।
৯২. হেস্টিংস ১৭৮১ সনে বেনারস এবং অযোধ্যা পরিদর্শন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারতে তখন সুপ্রিম কাউন্সিলে অন্য সদস্য ছিলেন এডওয়ার্ড হোয়েলার। হেস্টিংস মনে করতেন, তার ভ্রমণে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার একক ক্ষমতার অধিকারী
৯৩. হেস্টিংসের বাহ্যত ইচ্ছা ছিল চৈত সিং-এর নিকট থেকে বড় ধরনের জরিমানা আয় করা এবং কোম্পানির আপন করা। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রেফতার করা কিন্ত এতে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়
৯৪. অপমানের মধ্যেই গর্ব... সিসিরোর বক্তব্য
৯৫. উসান সিং (১৮০০ মৃত) বলবন্ত সিং-এর দেওয়ান ছিলেন এবং হেস্টিংস তাকে চৈত সিং-এর কাজে নিয়োগ করেন। চৈত সিং তাকে ভয় ও ঘৃণা করতেন
৯৬. চৈত সিং-এর উত্তরাধিকারী হন মহিপরায়ণ সিং (মৃ. ১৭৯৫) দিগ্বিজয় সিং প্রশাসক তার পিতা
৯৭. আলী ইব্রাহীম খান (মৃ. ১৭৯৩) একজন অতি সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট
৯৮. রাজপুত্র জমিদারের কন্যা। বলবন্ত সিং-এর সাথে তার বৈধ বিবাহ ছিল না।
৯৯. উইলিয়াম পপহাম (১৭৪০-১৮২১)
১০০. কৃষ্ণকান্ত নন্দী
১০১. 'অত্যন্ত সম্মানিত মহিলার পলায়ন এ নির্বাসন' ট্যাসিটাস, এগ্রিকোলা।
১০২. দ্য লন্ডন গেজেট ২২-৫ নভেম্বর ১৭৮৩ বেদনুর দখলের পর জেনারেল ম্যাথুজের লুটপাটের বর্ণনা। এরপর মহীশূরের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরাজিত
১০৩. ফারুকাবাদ হচ্ছে অযোধ্যার একটি অঙ্গরাজ্য। আফগান বংশ কর্তৃক সৃষ্ট।
১০৪. মোজাফফর জং (মৃ. ১৭৯৬)
১০৫. মীর্জা আবদুল্লা বেগ
১০৬. জর্জ সি (১৭৫৪-১৮২৫) পরে ১৭৯৪ ১ম বেরোনেটকে মন্ত্রী এবং নবাবের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়। পরে নবাবের অনুরোধে প্রত্যাহার করা হয়
১০৭. কর্নেল আলেকজান্ডার হান্নাই (১৭৪২-৮২) অযোধ্যায় বৃটিশ সামরিক রাজস্ব সংগ্রহকারী। ভাষণ প্রকাশিত হওয়ার পর হান্নাই-এর ভাই স্যার সামুয়েল হান্নাই (১৭৪২-৯০) ৩য় বেরোটনে বার্ককে বিষয়টি প্রমাণ করতে বলেন। তিনি তাই করেন। সাক্ষাৎকারের বর্ণনা মেসার্স সেফিল্ড ৯৮৪-৭
১০৮. রিচার্ড জনসন (মৃ. ১৮০৭) মিডলটনের ডেপুটি প্রতিনিধি পর্যায়ে
১০৯. প্রথম সংস্করণে ছিল : 'তিনজন লোক ছিলেন'
১১০. এই বাক্য যোগ করা হয়। (১৭৯২-১৮২৭)

১১১. প্রথম সংস্করণে ছিল
(জুন-অক্টোবর ১৭৮
যোগ করা হয় (১৭৯
১১২. কার্থেজে, বেশি কম
১১৩. ১৭৪৬
১১৪. নবাব কোম্পানিকে
১১৫. সিলেক্ট কমিটির নব
১১৬. যোগ করা হয় (১৭
১১৭. একই স্থানে যোগ ক
১১৮. বাংলার অধিকাংশ
১১৯. একটি অংশ মোগ
জমিদারগণ বেশি
প্রতিযোগিতামূলক
সাময়িকভাবে জমি
কলিকাতা ১৯৫৬-
১২০. জব ৩০ : ১
১২১. ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের
১২২. নবম রিপোর্ট
১২৩. কোম্পানি প্রদেশে
কর্তৃত্ব বেড়ে যায়
ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষম
(এন. মজুমদার,
১২৪. প্রকৃতপক্ষে ১৭৭
১২৫. রাজস্ব প্রশাসন ১
কাউন্সিলের সদস্য
১২৬. রাজস্ব কমিটি বিশ
১২৭. রাজস্বের নতুন কি
১২৮. স্যার এলিজা ইম
১২৯. অনুমান করা হয়
১৩০. বার্ক জেমস অরি
১৩১. নবম রিপোর্টে ব
রাখার চেষ্টা করে
১৩২. বার্ক হেস্টিংস প্রে
১৩৩. সুপ্রিম কাউন্সিলে ম
১৭৭৭ মারা যান
১৩৪. ডাকাতিতে কেউ
১৩৫. জুডেনাল স্যাটায়
অনুমান করা হয়
১৩৬. হয়েছে

১১১. প্রথম সংস্করণে ছিল : কোনো তদন্তও বা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বেঙ্গল কাউন্সিল কর্তৃক (জুন-অক্টোবর ১৭৮৩) জনসন এবং মিডলটনের কর্মকাণ্ডের ওপর তদন্ত হয়

১১২. যোগ করা হয় (১৭৯২-১৮২৭) ফলতঃ

১১৩. কার্থেজে, বেশি কম বলার চাইতে চুপ করে থাকা ভালো, দেখুন স্যালাসট, জগুরদাইন যুদ্ধ ix. ২

১১৪. ১৭৪৬

১১৫. নবাব কোম্পানিকে ছেড়ে দেন ১৭৬৩

১১৬. সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্ট

১১৭. যোগ করা হয় (১৭৯২-১৮২৭) 'এই প্রতিনিধিত্ব'

১১৮. একই স্থানে যোগ করা হয়, এই দুঃখজনক বিশৃঙ্খলা

১১৯. বাংলার অধিকাংশ এলাকা জমিদার কর্তৃক পরিচালিত হত। তারা কৃষকদের নিকট থেকে কর সংগ্রহ করে একটি অংশ মোগলদের পরে ইংরেজদের দিত। বার্কের কিছু তুলনা অতিরঞ্জিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর জমিদারগণ বেশি শক্তিশালী ছিল। হেস্টিংস সমস্ত দেশকে কৃষিকাজের জন্য ভাগ করেছিলেন। প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হল। কোনো কোনো জমিদার নিলামে সাময়িকভাবে জমিদারি হারালেন। (দেখুন, এন.কে.সিং ইকনোমিক হিস্টরি অব বেঙ্গল, দুই ভলিউম, কলিকাতা ১৯৫৬-৭০ II ৬৮-৯৫)

১২০. জব ৩০ : ১

১২১. ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের নদীয়ার রাজার নিকট পরিদর্শনে যে বর্ণনা দেন তারই কাহিনী

১২২. নবম রিপোর্ট

১২৩. কোম্পানি প্রদেশের দেওয়ান হওয়ার পরও নওয়ারের হাতেই ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ছিল, তবে বৃটিশ কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ১৭৮১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতীয় ফৌজদারদের স্থানে বৃটিশ জজদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল।

(এন. মজুমদার, জাস্টিস অ্যান্ড পুলিশ ইন বেঙ্গল, ১৭৬৫-৯৩ কলিকাতা ১৯৬০ পৃ: ১৮২-৩

১২৪. প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৩ সালে

১২৫. রাজস্ব প্রশাসন ১৭৮১ ইং নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হল। সেখানে হেস্টিংস এবং হোয়েলার শুধু সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

১২৬. রাজস্ব কমিটি বিশাল রেকর্ড রাখত যা দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত

১২৭. রাজস্বের নতুন কমিটির দেওয়ান ছিলেন গঙ্গা গোবিন্দ সিং যোগ্য কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক চরিত্র

১২৮. স্যার এলিজা ইমপে

১২৯. অনুমান করা হয় গরুর চুক্তি

১৩০. বার্ক জেমস অরিয়লের অন্য প্রেসিডেন্সিতে চাউল সরবরাহের চুক্তির উল্লেখ করেছেন

১৩১. নবম রিপোর্টে বার্ক বিশদ ব্যাখ্যা করেন, বেঙ্গল কাউন্সিল বৃটেনে রফতানির জন্য বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন, যখন ফান্ডের সাধারণ উৎসগুলোকে যুদ্ধের খরচের জন্য রাখতে হয়েছে

১৩২. বার্ক হেস্টিংস প্রেরিত একটি নোটের উল্লেখ করছেন

১৩৩. সুপ্রিম কাউন্সিলে মনসন এবং ক্ল্যাভারিং হেস্টিংসের বিরোধিতা করেছেন; ভারতে যথাক্রমে ১৭৭৬ সলে ১৭৭৭ মারা যান।

১৩৪. ডাকাতিতে কেউ আমার সহায়তা পাবে না, কাজেই কোনো গভর্নর আমাকে কর্মচারী বানাবে না— জুভেনাল স্যাটায়ার III - ৪৬ - ৭

১৩৫. অনুমান করা হয় ডুনডাসের উল্লেখ। তার বিলের ১৭৮৩ অনেক অধ্যায় ফ্যান্সিসের পরিকল্পনা নিয়ে রচিত হয়েছে

১৩৬. আত্মার নীরব সূর্যকিরণ... স্টুন্যের পুরস্কার দেখুন পোপ এসে অন ম্যান IV ১৬৮-৯

১৩৭. রানী ভবানী বলে পরিচিতা। তার প্রতি হেস্টিংসের ব্যবহার দেখুন, মার্শাল, ইমপিচমেন্ট অব হেস্টিংস ১৪৩-৪

১৩৮. বিষ্ণু কুমারী, দেখুন পি.জে. মার্শাল নব কিশেন বনাম হেস্টিংস, বুলেটিন অব স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ XXVII ১৯৬৪-৩৯০

১৩৯. বর্ধমানের বিধবা রাজপত্নী

১৪০. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন পরিচালক কমপক্ষে ২০০০ পাউন্ড জমা রাখতে পারতেন

১৪১. স্টিফেন সুলিভান এবং আফিম চুক্তির উল্লেখ

১৪২. মিলটন, প্যারাডাইজ লষ্ট II - 8

১৪৩. হেস্টিংসের উইলিয়াম হর্নবাই (১৭২২-১৮০৩)-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব, গভর্নর অব বোম্বে ৩০ মে, ১৭৮২

১৪৪. শেয়ারহোল্ডারদের একটি ব্যালট ভোটে ৪২৮-৭৫ হেস্টিংসের প্রত্যাহার আদেশ বাতিল হয়, ২৪ শে অক্টোবর ১৭৮২

১৪৫. শেয়ারহোল্ডাররা ভোটে হেস্টিংসকে ধন্যবাদ জানায় ৭ই নভেম্বর ১৭৮৩ সালে

১৪৬. বার্ক পিট সম্পর্কে এই মত দিচ্ছেন। কোম্পানির সংস্কারের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বক্ত... দিয়েছেন

১৪৭. বার্কের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রস্তাব ১৭৭৯-এর উল্লেখ, থমাস পাউয়িস পার্ল হিস্ট XXIII ১৩১০.

১৪৮. প্রস্তাব ডুনডাসের জন্য আরোপ করা হয়

১৪৯. ১৭৭৩-এর পর থেকে ভারত থেকে আসা সকল ডেসপাচ রাষ্ট্রের সচিবের অফিসে জমা দিতে হবে ১৭৮১ সাল থেকে পাঠাতে ও সচিবের অফিসে জমা দিতে হবে

১৫০. কোম্পানির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যেকোনো নালিশ কমিশনারদের তদন্ত করতে হবে। অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কারণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে

১৫১. বিলে উল্লিখিত কমিশনাররা চার বছর চাকরিতে থাকবে

১৫২. রেগুলেটিং আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ছয়জন পরিচালক নিয়োজিত হবেন। তাদের কার্যকাল হবে চার বছর

১৫৩. পরিচালকেরা আবেদন করার পরেই কেবল সম্রাট কমিশনারদের ফেরত নেবেন

১৫৪. জিইও III সি ৫৬ ধারা-৫

১৫৫. বিলের নাম সবই কোয়ালিশনের সদস্য

১৫৬. কতকগুলো আইন অর্থনৈতিক সংস্কার বাধ্য করে

১৫৭. সংসদের যেকোনো হাউজের ভাষণেই কমিশনারগণ অপসারিত হবেন

১৫৮. কোম্পানিকে অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করার জন্য শুল্ক প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে-

১৫৯. ভারতে বিলবিনিময় কোম্পানি লন্ডনে অর্থ প্রদান করতে পারবে

১৬০. ফক্স

১৬১. ফক্স-এর মা জর্জিনা ক্যারোলিনা লেনক্স (১৭২৩-৭৫) হয়ে চার্লসের প্রপৌত্রী আবার তার মা হেনরিয়েটা মারিয়া (১৬০৯-৬৯) ছিলেন চতুর্থ হেনরী (১৫৫৩-১৬১০)-এর কন্যা

১৬২. তার তারুণ্যের প্রতিশ্রুতি কত মহৎ ছিল এবং ইটালিকে তিনি মহৎ উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। তার কণ্ঠ পৃথিবী ছড়িয়ে যাবে, গাঙ্গেয় উপদ্বীপ ছাড়িয়ে ভারতবাসীর কাছে পৌঁছাবে। তার বজ্রনির্ঘোষ বাণীতে যুদ্ধ থেমে যাবে
দেখনু : সিয়িাস ইটালিকাস পিউনিক ওয়ারস VIII ৪০৬-১০

১৬৩. থমাস আরসকাইন (১৭৫০-১৮১৩) উপর আর্চিবোল্ড ম্যাকডেনাল্ডের মন্তব্য দেখুন। ১ম ব্যারন আরসকাইন এম.পি. (পার্ল হিস্ট XXIII ১২৯৭).